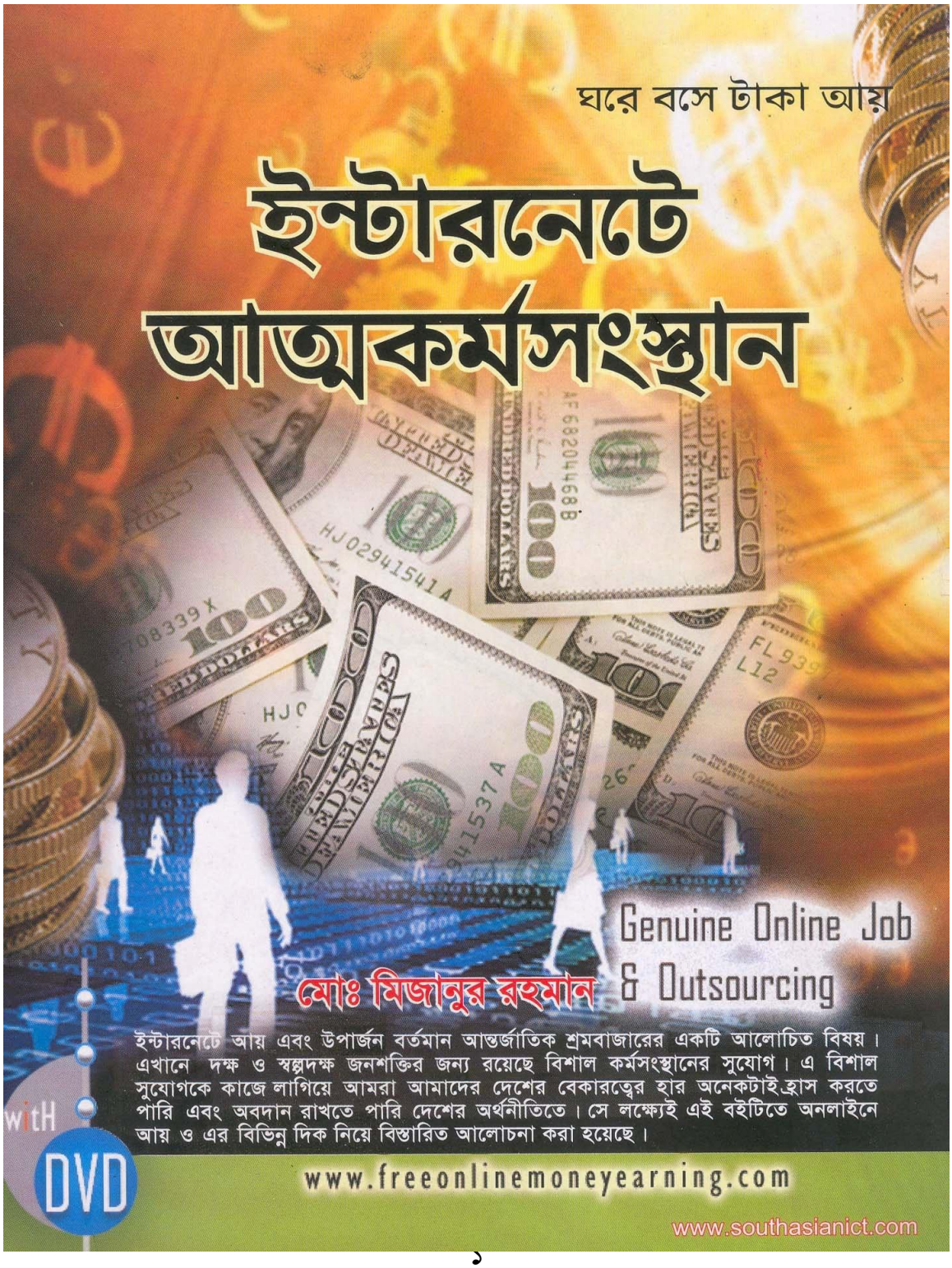
ঘরে বসে টাকা আয়
ইন্টারনেটে
আত্মকর্মসংস্থান
Genuine Online Job
& Outsourcing
মোঃ মিজানুর রহমান
ইন্টারনেটে আয় এবং উপার্জন বর্তমান আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের একটি আলোচিত বিষয়। এখানে দক্ষ ও স্বল্পদক্ষ জনশক্তির জন্য রয়েছে বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগ। এ বিশাল সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের দেশের বেকারত্বের হার অনেকটাই হ্রাস করতে পারি এবং অবদান রাখতে পারি দেশের অর্থনীতিতে। সে লক্ষ্যেই এই বইটিতে অনলাইনে আয় ও এর বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
witH
DVD
www.freeonlinemoneyearning.com
www.southasianict.com

ঘরে বসে টাকা আয়

ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান

(ভার্সন : ২.০)

[ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান (অনলাইনে চাকরি)]

ফ্রি অনলাইনে আয় এবং আউটসোর্সিং

পরবর্তী ভার্সন : ৩.০ [আরো কিছু বেশি]

পরবর্তী বই : ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২

মোঃ মিজানুর রহমান

লেখক : মোঃ মিজানুর রহমান

স্বত্ব : লেখক

প্রকাশক : শরীফ হাসান তরফদার

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী,
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন- ৭১১৮৪৪৩, ৮৬২৩২৫১, ৮১১২৪৪১

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১২ ইংরেজি

প্রচ্ছদ : আহাম্মেদ সাব্বির

কম্পোজ : কম্পিউটার লিট্যারেসি হাউস

মুদ্রণ : নোভা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

১৫/বি, মিরপুর রোড ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৯৬৬৭৯১৯

ISBN :

মূল্য : টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আম্মু মিসেস সাফিয়া বেগম

এবং

আব্বু মোঃ শহীদউল- ্যা পাটোয়ারী।

কৃতজ্ঞতা

রাফিউর রাব্বি

সফটওয়্যার প্রকৌশলী, সাউথ এশিয়ান আইসিটি

মোঃ আরিফ হোসেন

আউটসোর্সিং প্রফেশনাল, সাউথ এশিয়ান আইসিটি

বইটি লেখার কাজে যারা সাহায্য করেছেনঃ

১. রাফিউর রাব্বি, সফটওয়্যার প্রকৌশলী, সাউথ এশিয়ান আইসিটি।

২. মোঃ মনির হোসেন, সফটওয়্যার প্রকৌশলী ও ফ্রিলান্সার।

৩. মাহফুজুল হক,সফটওয়্যার প্রকৌশলী, সাউথ এশিয়ান আইসিটি।

৪. মোঃ শাহীন মাহমুদ, ফ্রিলান্সার।

৫. মোঃ আরিফ হোসেন, আউটসোর্সিং প্রফেশনাল, সাউথ এশিয়ান আইসিটি।

ধন্যবাদ ঃ

১. মাহফুজুল হক
২. তানভির আহমেদ
৩. তাসনীম
৪. ইমন
৫. মোহাম্মদ নূরজ্জামান
৬. রাফিউর রাব্বি
৭. মোঃ ফারুকউদ্দিন
৮. মোঃ আরিফ হোসেন

এই বইটির সাথে ফ্রি যা রয়েছে ঃ

১. বইটির সাথে একটি ফ্রি ডিভিডি আছে।

ফ্রি ডিভিডি

২. প্রয়োজনীয় ভিডিও টিউটোরিয়াল গুলো ডিভিডিতে দেওয়া আছে।

৩. ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো হচ্ছে:এ্যাডসেন্স, নিওবাক্স (পিটিসি), এলার্টপে, ব- গ, ওডেস্ক, ফ্রিল্যান্সার,

পেনিওর, মাইক্রওয়ার্কারস এ একাউন্ট তৈরি। এছাড়াও থাকছে ওডেস্কে এ বিড করা,ওডেস্কে এ

এক্সাম দেওয়া, এবং ফ্রিল্যান্সার.কম (Freelancer.com) নিয়ে বিস্ড়রিত ধারণা ইত্যাদি।

পরিবেশক/প্রাপ্তি স্থান

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। তাই এ দেশে চাকরি পাওয়াটা অনেক কঠিন একটি ব্যাপার। প্রতিদিনই বাংলাদেশে শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষত লোকদের বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ছে। ইন্টারনেটে কাজ করার মাধ্যমে আয় করে আমরা আমাদের দেশের বেকার সমস্যা অনেকটাই হ্রাস করতে পারি এবং অবধান রাখতে পারি দেশের অর্থনীতিতে। আর সে উদ্দেশ্য নিয়েই ''ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান" ''ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-১" এই সকল বইয়ের আত্মপ্রকাশ।

বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্য-প্রযুক্তির যুগ তথা ইন্টারনেটের যুগ। ইন্টারনেটের কল্যাণে আমাদের এ বিশ্ব অনেক এগিয়ে যাচ্ছে এবং আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ইন্টারনেটের সংস্পর্শ থেকে কোন কিছুই আর বিচ্ছিন্ন নেই। আমাদের যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে ঘরের বাজার ব্যবস্থাও এসে পরেছে ইন্টারনেটে। তাই সবার সাথে পাল- া দিয়ে আমাদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারটা অনেকটাই এখন ইন্টারনেটের হাতে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে আয় করে অনেকেই এখন সুন্দরভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে। ছাত্ররা চালাচ্ছে তাদের পড়ালেখার খরচ, চাকরিজীবীরা খুঁজে পেয়েছে বাড়তি আয়ের সন্ধান। এতে তারা নিজেরা যেমন অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হচ্ছে আবার দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেও বিশাল ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের আউটসোর্সিং-এ রয়েছে এক বিশাল অবদান। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে পালণ্ডা দিয়ে বাংলাদেশও আজ আউটসোর্সিং-এর সাফল্যের তালিকায় উপরের দিকেই অবস্থান করছে। তাই এখনই সুযোগ আমাদের এই অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো। আর এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমেই আমরা পারবো আমাদের জাতিকে এবং আমাদের দেশকে বিশ্বের সকলের কাছে পরিচিত করতে।

এই ইন্টারনেট আর কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের জীবন ব্যবস্থায় এনে দিবে এক বিশাল পরিবর্তন। যত দিন যাবে মানুষের তত বেশি এই ইন্টারনেটের প্রতি ঝোক বেড়ে যাবে কারন আমরা আমাদের বর্তমান যুগে অধিকাংশ কাজ করার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সাহায্যে আগের চেয়ে দ্বিগুন সহজ এবং সুবিধা পাওয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণ করতে পারি। শুধু তাই নয় ভবিষ্যতেও আমরা আমাদের বেশিরভাগ কাজই এই ইন্টারনেটে সংস্পর্শে সম্পন্ন করে থাকব যেমনটি করছে উন্নত দেশ গুলো। যেমন ঃ শপিং করার ক্ষেত্রে, চাকরি করার ক্ষেত্রে, জাতীয় এবং আন্ড়র্জাতিকভাবে ব্যবসায় করার ক্ষেত্রে, যোগাযোগ করারর ক্ষেত্রে, জাতীয় এবং আন্ড়র্জাতিক তথ্যকেন্দ্র হিসেবে, পড়ালেখা অন্যতম মাধ্যম, জাতীয় এবং আন্ড়

র্জাতিকভাবে আর্থিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে, শ্রেষ্ঠ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ইত্যাদি সকল ধরনের কাজ উন্নত দেশগুলো এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে করে থাকে। আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই সকল কার্যকর্ম আমাদেরও জীবন ব্যবস্থাকে করবে তাদের মত আরো সহজ, সুবিধাজনক, উন্নত এবং আমাদের জন্য তৈরি হবে এক সুবিশাল আয়ের উৎস। তাছাড়া আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রস্থ শক্ত করার ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিকভাবে দেশকে উন্নতি সাধনের জন্য এই ইন্টারনেট আমাদের জন্য এক বিরাট সম্ভাবনা।

এ বইটিতে ইন্টারনেটে বিভিন্নভাবে আয় উপার্জন করার মাধ্যম নিয়ে লেখা হয়েছে। প্রত্যেকটি বিষয় খুবই স্বচ্ছভাবে সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। একজন স্বল্পদক্ষ লোকও যাতে প্রতিটি বিষয় বুঝতে পারে সে জন্য প্রতিটি ব্যাপার ছবির সাথে ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে জনপ্রিয় কয়েকটি ফ্রিল্যান্সিং সাইটে যেমন ওডেস্ক, ফিল্যান্সার, জুমল্যান্সার, স্ক্রিপ্টল্যান্সার এ একাউন্ট তৈরি থেকে শুর" করে কাজ পাওয়া এবং পরিপূর্ণভাবে তা সম্পন্ন করার প্রতিটি ব্যাপর বিস্ড়রিত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে এ্যাডসেন্স ও এডব্রাইট সম্পর্কে বিস্ড়রিত বর্ণনা করা হয়েছে যাতে করে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের জন্য সহজেই এদের বিজ্ঞাপন এর মাধ্যমে আয় করতে পারেন। যারা ইন্টারনেটে নতুন তাদের জন্য দেখানো হয়েছে বিভিন্ন পি.টি.সি সাইটের বর্ণনা যাতে করে তারা শুধুমাত্র ক্লিকের মাধ্যমে আয় করতে পারে। এখানে মাইক্রোওয়াকার্স সাইটে কাজ করার মাধ্যমে আপনার আয় কিভাবে বাড়াতে পারেন সে সম্পর্কে রয়েছে ছবিসহ বিষদ বর্ণনা। বিভিন্ন সামাজিক সাইটগুলোকে কিভাবে আমরা আমাদের আয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি সে সম্পর্কেও লেখা হয়েছে। এর সাথে কিভাবে নিজ ওয়েবসাইট থেকে ভালোভাবে আয় করা যায় সে সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন এই বইটি থেকে।

এ বইটি এমনভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে যে কোন একজন নতুন কম্পিউটার ব্যবহারকারীও এ বইটি পড়ার মাধ্যমে ইন্টারনেট থেকে আয় করতে পারবে। আমরা আশা রাখি যে এই বইটি দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে সামান্য হলেও ভূমিকা রাখতে পারবে।

লেখকের কথা

মহান আল- াহ্ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া, বাংলাদেশে মাতৃভাষায় ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দেবার জন্য। দেশের অগণিত পাঠকদের চাহিদা আর অনুরোধেই আমাকে এই বইটি লেখার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

আমরা সবাই জানি যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে এই সূত্রটিকে অন্য ভাবে বলা যায়, যে জাতি যত বেশি তথ্য প্রযুক্তির দিক থেকে সয়ংসম্পূর্ন সে জাতি তত বেশি উন্নত। কারণ আমাদের জীবনে এমন এক সময় ছিল যখন এই শিক্ষিত সমাজের কোন প্রচলন ছিল না বা কোন রকম জ্ঞানর্চচারও ব্যবস্থা ছিলনা কিন্তু যুগ যুগান্ড়রে অতিক্রমের মাধ্যমে এখন আমর সকল জাতি এই শিক্ষার উপরই নির্ভরশীল হয়ে পরেছি। এই শিক্ষা ছাড়া আমরা কোন জাতির উন্নতির কথা ভাবতেও পারি না। কিন্তু যুগ বা সময় কোন কিছুই কিন্তু কারো জন্যই থেমে নেই এরা চলছে এদের নিজস্ব গতিতে । আমরা হয়ত আধুনিক যুগে বাস করছি কিন্তু আধুনিকতার চমক কিন্তু এখানেই শেষ না। যত দিন যাবে উদ্ভাবন হবে আরো নতুন নতুন প্রযুক্তির তখন সেই প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে সবাইকে পালণ্ঢা দিতে হবে বিস্ময় এই পৃথিবীতে (গেণ্ঢাবাল ভিলেজে)। কিন্তু এখন আমরা এই যুগে সবচেয়ে বেশি যার উপর ভিত্তি করে আছি তাহল তথ্য প্রযুক্তির উপর। তথ্য প্রযুক্তি হল আমাদের এই বর্তমান যুগে জাতি হিসেবে উন্নতি করার এবং এগিয়ে যাওয়ার মূল চালিকাশক্তি। তাই আমদেরকে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, কানাডা, ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশের মত উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে হলে তাদের মত আমাদেরকেও আমাদের তথ্য প্রযুক্তির ভা ারকে আরও বিশাল এবং সমৃদ্ধ করতে হবে। তাহলেই আমরা জাতি হিসেবে পারবো আমদের দেশকে যোগ্য সম্মান দিতে। আর এই তথ্য প্রযুক্তির ভা ারের প্রধান মাধ্যমই হচ্ছে এই ইন্টারনেট।

বর্তমান বিশ্বকে বলা হয় গেণ্ঢাবাল ভিলেজ-এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ইন্টারনেট। অর্থাৎ ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে যে কোন ধরনের সুবিধা সমানভাবে গ্রহণ করা যায়। বিশ্বায়নের যুগে ক্রমে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। বিশ্বের অনেক দেশেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে। ভবিষ্যতে যে কোন দেশের অর্থনীতি অনেকটাই নির্ভর করবে আইসিটির উপর। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশই এই তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বে নিজেদেরকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে। আইসিটি খাতে মূলধনের চেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে দক্ষ জনশক্তির। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। তাই এ দেশে চাকরি পাওয়াটা

অনেক কঠিন একটি ব্যাপার। প্রতিদিন বাংলাদেশে শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত লোকদের বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ছে। যার সমাধান করা যে কারো পক্ষেই প্রায় অসম্ভব।

আপনারা হয়ত অনেকেই জানেন যে আমাদের দেশে বিভিন্ন শহরে শহরে এমনকি অনেক গ্রাম অঞ্চলে এই ইন্টারনেটে আয় করার উপর মানুষেরে আস্থা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এই সকল ব্যক্তিরা নিজস্ব মেধা প্রয়োগ করে বা প্রশিক্ষন গ্রহণের মাধ্যমে এই ইন্টারনেটে আয়ের পথে প্রবেশ করছেন। সে ক্ষেত্রে বলা যায় এই ইনটারনেট থেকে আয় করার বিষয়টা আমাদের দেশে নতুন হলেও এর প্রচার ঘটেছে খুব দ্রুত। তবে আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই আপনার এখনও পিছিয়ে যান নি বা এটি আপনার সামর্থের বাহিরেও চলে যায়নি। বরংচ এটাই সঠিক সময় এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে আয় করে নিজেকে এবং দেশকে সাবলম্বি করার। কারণ এখন ইন্টারনেটে আয় করার জন্য বিভিন্ন রকরমের সুবিধা পাওয়া যায়। যা ইতিপূর্বে পাওয়া যেত না যার ফলে এই পথে পূর্বে আগমনকারী ব্যক্তিদের কিছুটা কষ্ট শিকার করতে হয়েছে। তবে বর্তমানে এই ইন্টারনেটে আয় বিষয়ে প্রচলন বৃদ্ধি পাবার কারণে এই সম্পর্কে মানুষ বেশি জানতে ও শিখতে পারছে। তাই আপনারও উচিত এই সুযোগের সৎ ব্যবহার করার।

ইন্টারনেটে আয় উপার্জন বর্তমান শ্রমবাজারে একটি আলোচিত ব্যাপার। এখানে দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তির সজন্যে রয়েছে বিশাল কাজের সুযোগ। এই বিশাল সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের দেশের বেকারত্বের হার অনেকটা লাঘব করতে পারবো। সেই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে এই পুরো বইটিতে অনলাইনে আয় ও এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বই পড়ে ইনশাআলণ্ঢাহ্ যে কেউ (যে কোন কারিকলাম শিক্ষার সময় হতে) ইন্টারনেটে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। যদি বইটিতে কোন ধরনের তথ্যগত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকে দয়া করে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের তা জানাতে পারেন যা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনী আনার চেষ্টা করা হবে।

মোঃ মিজানুর রহমান
মোবাইল নাম্বারঃ
৮৮০১৭৪১৪৯৮০৪৩,৮৮০১৯২২৬১৩২৬২
infobook7@gmail.com
mmr.sinha@yahoo.com(facebook)
facebook.com/bookbd
facebook.com/mijanurrahmanbd

সূচিপত্র এক নজরে

১. **অধ্যায় :** অনলাইনে আয়.....৪৪
২. **অধ্যায় :** পি.টি.সি (পেইড টু ক্লিক).....৪৪
৩. **অধ্যায় :** পি.টি.সি সাইটের মাধ্যমে আয়.....
৪. **অধ্যায় :** মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং.....
৫. **অধ্যায় :** মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং করে আয়.....
৬. **অধ্যায় :** পিপিসি (পেপার ক্লিক).....
৭. **অধ্যায় :** এ্যাডস্যান্স থেকে আয়.....
৮. **অধ্যায় :** এডব্রাইট থেকে আয়.....
৯. **অধ্যায় :** ফ্রিল্যান্স মার্কেটপেণ্ডস.....
১০. **অধ্যায় :** ওডেস্ক.....
১১. **অধ্যায় :** গেটা ফ্রীল্যান্সার.....
১২. **অধ্যায় :** স্ক্রিপটল্যান্সার.....
১৩. **অধ্যায় :** ৫০ টি ফ্রিল্যান্সিং সাইট.....
১৪. **অধ্যায় :** ই-মেইল এড্রেস তৈরি.....
১৫. **অধ্যায় :** ই-মেইল মার্কেটিং.....
১৬. **অধ্যায় :** এফিলিয়েট মার্কেটিং.....
১৭. **অধ্যায় :** এফিলিয়েট মার্কেটিং করে আয়.....
১৮. **অধ্যায় :** ফাইল শেয়ারিং করে আয়.....
১৯. **অধ্যায় :** সোস্যল মাকেটিং করে আয়.....
২০. **অধ্যায় :** ডাটা এন্টি
২১. **অধ্যায় :** রিভিউ লিখে আয়
২২. **অধ্যায় :** প্রি ডোমেইন এবং হোস্টিং-এর মাধ্যমে আয়
২৩. **অধ্যায় :** শিক্ষকতা করে আয়
২৪. **অধ্যায় :** ফাইল এবং তা থেকে আয়
২৫. **অধ্যায় :** ডিজাইনিং এবং তা থেকে আয়
২৬. **অধ্যায় :** ব- গিং.....
২৭. **অধ্যায় :** ব- গস্পট.....
২৮. **অধ্যায় :** নিজ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়.....
২৯. **অধ্যায় :** ছবির মাধ্যমে আয়.....
৩০. **অধ্যায় :** ফরেক্স ট্রেডিং করে আয়.....
৩১. **অধ্যায় :** ই-কমার্স.....
৩২. **অধ্যায় :** অর্থ উত্তোলন.....

৩৩.**অধ্যায় :** এলার্টপে.....
৩৪.**অধ্যায় :** মানিবুকার্স.....
৩৫.**অধ্যায় :** পেপ্যাল.....
৩৬.**অধ্যায় :** পত্র-পত্রিকা.....

সূচিপত্র এক নজরে

অধ্যায় : অনলাইনে আয়.....
অনলাইনে আয়.....
অনলাইনে আয় ও বাস্ড়বতা.....
বাংলাদেশে অনলাইনে আয়ের সম্ভাবনা.....
আউটসোর্সিং কি এবং কেন.....
ফ্রিল্যান্সিং.....
ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত কাজগুলোর প্রকারভেদ.....
অনলাইনে আয়ের জন্য যোগ্যতা.....
ইন্টারনেটে আয়েরক্ষেত্রে কিছু ভুল ধারণা.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : ই-মেইল এড্রেস তৈরি.....
Gmail এ ই-মেইল এড্রেস তৈরি করা.....
মেইল চেক করা.....
Yahoo তে ই-মেইল এড্রেস তৈরি করা.....
মেইল চেক করা.....
অধ্যায় : ই-মেইল মার্কেটিং.....
ই-মেইল মার্কেটিং কী.....
ই-মেইল মার্কেটিং করার উপায়.....
ই-মেইল মার্কেটিং এর জন্য ই-মেইলকে আকর্ষণীয় করা.....
ই-মেইল মার্কেটিং সম্পর্কে সাবধানতা.....
অধ্যায় : পি.টি.সি (পেইড টু ক্লিক).....
পিটিসি কী.....
পিটিসি কেন .....
রেফারাল কি .....
পিটিসি সাইট থেকে আয়ের উদাহরণ .....
পিটিসি সাইটের কিছু নিয়মাবলি .....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : পি.টি.সি সাইটের মাধ্যমে আয়.....
নিওবাক্স (Neobux) .....
নিওবাক্স (Neobux) এ অন বাক্সএকাউন্ট তৈরি .....

নিওবাক্স (Neobux) এ Click করে আয় করা যায়.....
নিওবাক্স (Neobux) থেকে অর্থ Alertpay এ ট্রান্সফার.....
ক্লিকসেন্স (clixsense).....
বাক্সিব (Buxev).....
বাক্সইট্র (Buxtrio).....
রাফিবাক্স (Rafibux).....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : এফিলিয়েট মার্কেটিং.....
এফিলিয়েট মার্কেটিং কি.....
এফিলিয়েট মার্কেটিং-এর একটি উদাহরণ.....
বিভিন্ন প্রকার এফিলিয়েট মার্কেটিং .....
এফিলিয়েট মার্কেটিং-এর পূর্ব প্রস্তুতি.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : এফিলিয়েট মার্কেটিং করে আয়.....
এফিলিয়েট মার্কেটিং করে যেভাবে আয় করবেন.....
এফিলিয়েট মার্কেটিং করা যায় এমন কিছু সাইটের ঠিকানা.....
এফিলিয়েট মার্কেটিং-এর টিপস.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : সোস্যাল মার্কেটিং.....
সোস্যাল মার্কেটিং কী.....
সোস্যাল মার্কেটিং করার উপায় .....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : সোস্যাল মার্কেটিং করে আয়.....
ফেসবুকের মাধ্যমে মার্কেটিং এবং আয়.....
টুইটারের মাধ্যমে মার্কেটিং এবং বিভিন্ন ভাবে আয়.....
গুগোল পণ্ঢাস .....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : মাইক্র ফ্রিল্যান্সিং.....
মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং কী এবং কেন.....
মাইক্র ফ্রিল্যান্সিং থেকে আয় .....
মাইক্র ফ্রিল্যান্সিং এ কাজের প্রকারভেদ.....
প্রশ্নপর্ব.....

অধ্যায় : মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং করে আয়.....
মাইক্রো ওয়ার্কারস (Microworkers) এ রেজিস্ট্রেশন করার পদ্ধতি.....
মাইক্রো ওয়ার্কারস (Microworkers) এ কাজ করার পদ্ধতি.....
জববয় (Jobboy) .....
মাই ইজিটাস্ক (My Easytask) .....
মিনিট ওয়ার্কারস (Minute workers) .....
অধ্যায় : পিপিসি (পেপার ক্লিক).....
পিপিসি .....
পিপিসি কেন.....
কিভাবে আয় করবেন পিপিসি এর মাধ্যমে.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : এ্যাডস্যান্স থেকে আয়.....
এ্যাডস্যান্স (Adsense).....
এ্যাডস্যান্স (Adsense) এ একাউন্ট তৈরি.....
এ্যাডস্যান্স (Adsense) এর কিছু নিয়মাবলি.....
এ্যাডস্যান্স (Adsense) এ বিজ্ঞাপন তৈরি.....
এ্যাডস্যান্স (Adsense) এর বিজ্ঞাপন জন্য জায়গা নির্বাচন.....
এ্যাডস্যান্স (Adsense) এর বিজ্ঞাপন তৈরির সময় করনীয়.....
এ্যাডস্যান্স (Adsense) এর জন্য সতর্কতা.....
এ্যাডস্যান্স (Adsense) for domain.....
এ্যাডস্যান্স (Adsense) for domain সেটআপ.....
এ্যাডস্যান্স (Adsense) এর টাকা উত্তোলন.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : এডব্রাইট থেকে আয়.....
এ্যাডব্রাইট (Adbrite).....
এ্যাডব্রাইট (Adbrite) এ রেজিস্ট্রেশন করা .....
এ্যাডব্রাইট (Adbrite) এ বিজ্ঞাপন তৈরি করা.....
যে জন্য অ্যাডব্রাইট (Adbrite) ব্যবহার করবেন.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : ফ্রিল্যান্স মার্কেটপেণ্ঢস.....
ফ্রিল্যান্সিং .....
ফ্রিল্যান্সিং কি.....

ফ্রিল্যান্সিং কেন.....
ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে করবেন.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : ওডেস্ক.....
ওডেস্ক (Odesk) সাইটে রেজিস্ট্রেশন করা.....
ওডেস্ক (Odesk) এ কাজের জন্য বিড দেয়া.....
ওডেস্ক (Odesk) টেস্ট সাজেশসন .....
ওডেস্ক (Odesk) এর স্কিল বৃদ্ধি করা.....
ওডেস্ক (Odesk) থেকে অর্জিত টাকা কিভাবে তুলতে হয়.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : গেটা ফ্রিল্যান্সার.....
ফ্রিল্যান্সার (Freelancer).....
ফ্রিল্যান্সার (Freelancer) সাইটে রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি.....
ফ্রিল্যান্সার (Freelancer) সাইটে কাজের জন্য বিড দেয়া.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : স্ক্রিপটল্যান্সার.....
স্ক্রিপটল্যান্সার (Scriptlancer).....
স্ক্রিপটল্যান্সার (Scriptlancer) এ রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি.....
স্ক্রিপটল্যান্সার (Scriptlancer) এ কাজের জন্য বিড দেয়া.....
রেন্টা কোডার (RentACoder).....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : ৫০ টি ফ্রিল্যান্সিং সাইট.....
৫০ টি ফ্রিল্যান্সিং সাইট.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : ডাটা এন্ট্রি.....
ডাটা এন্ট্রি .....
ক্যাপচা এন্ট্রি .....
সার্চিং.....
ওয়েবসাইট থেকে ডাটা সংগ্রহ করা.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : ফাইল শেয়ারিং করে আয়.....
ফাইল শেয়ারিং কি .....

ফাইল শেয়ারিং কেন .....
কিভাবে করবেন ফাইল শেয়ারিং .....
কিছু ফাইল শেয়ারিং সাইটের নাম .....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : ফ্রি ডোমেইন এবং হোস্টিং-এর মাধ্যমে আয়.....
ডোমেইন এবং হোস্টিং কী এবং কেন.....
ডোমেইন এবং হোস্টিং-এর মাধ্যমে আয়ের পদ্ধতি.....
কিছু ফ্রি ডোমেইন এবং হোস্টিং এর সাইট.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : রিভিউ লিখে আয় .....
রিভিউ লেখা .....
রিভিউ লেখার উদ্দেশ্য এবং এর থেকে আয় .....
কিছু রিভিউ রাইটিং সাইট.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : শিক্ষকতা করে আয়.....
অনলাইনে শিক্ষকতা .....
অনলাইনে শিক্ষকতা কিভাবে করবেন .....
উইজিক ডটকম (wiziq.com)এ রেজিস্ট্রেশন .....
উইজিক ডটকম (wiziq.com) এ কাজ করার উপায় .....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : ডিজাইনিং করে থেকে আয়.....
লগ/ ডিজাইন (LOGO/ DESIGN).....
৯৯ ডিজাইনস (99 designs).....
যেভাবে ৯৯ ডিজাইনস (99 designs) সাইটটি গ্রাফিক্স কম্পিটিশন করে থাকে.....
৯৯ ডিজাইনস (99 designs) রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি.....
৯৯ ডিজাইনস (99 designs) প্রতিযোগিতার প্রকারভেদ .....
৯৯ ডিজাইনস (99 designs) ডিজাইন সাবমিট করা .....
৯৯ ডিজাইনস (99 designs) ডিজাইন উউড্রো করা .....
গ্রাফিক রিভার.নেট (Graphic River.net).....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : ব- গিং.....
ব- গিং কি.....

ব- গিং-এর
প্রকারভেদ.....
ব- গিং-এর মাধ্যমে আয়.....
ব- গ থেকে আয়ের অন্যান্য মাধ্যম.....
রিভিও পোস্ট লিখার মাধ্যমে.....
ব্যানার এডের মাধ্যমে.....
ব্যাকলিঙ্ক বিক্রি করে.....
ভালো বণ্ঢগার হবার জন্য করনিয়.....
ব- গ তৈরি করার পর করনিয়.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : ব- গস্পট.....
ব- গ তৈরি করা .....
গুগোল এ একাউন্ট তৈরি.....
সাইন আপ করা.....
ড্যাসবোর্ড.....
ব- গ লেখা.....
ব- গ শিরোনাম.....
টেমপেণ্ঢট পছন্দ.....
পোস্টিং .....
ভাষা পরিবর্তন .....
নতুন ব- গ .....
ব- গ ইডিট করা .....
পেজ ইডিট করা.....
কমেন্টস করা .....
প্রোগ্রাম এ্যাড করা .....
বণ্ঢগ ট্রাফিক পর্যবেক্ষন .....
সেটিংস .....
পাবলিশিং.....
ফরমেটিং .....
কমেন্টস .....
যে কমেন্টস করতে পারবে .....
এরাইকবিং .....
সাইট ফিড .....

ই-মেইল এবং মোবইল .....
আইডি খোলা.....
পারমিশন.....
পেজ ইলেমেন্টস .....
ইডিট এচ,টি,এম,এল .....
স্পেলেট ডিজাইন .....
টেম্পলেটস .....
ব্যাকগ্রান্ড .....
লেআউট .....
এ্যাডজাস্ট উইডস .....
এ্যাডভানসড .....
কাস্টম ডোমেইন পরিবর্তন.....
অধ্যায় : নিজ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়.....
নিজ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়.....
ওয়েবসাইটের প্রয়োজনীয়তা.....
ওয়েবসাইট তৈরি করতে যা যা লাগবে.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : ছবির মাধ্যমে আয়.....
ছবির মাধ্যমে আয় .....
ছবি বিক্রির মাধ্যমে.....
ছবি শেয়ারের মাধ্যমে.....
এফ্লিক্সিয়া (flixya) এফ্লিক্সিয়ার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া.....
এফ্লিক্সিয়া (flixya) এ ছবি আপলোড করা.....
অধ্যায় : ফরেক্স ট্রেডিং করে আয়.....
ফরেক্স ট্রেডিং (Forex trading) কি ? .....
ফরেক্স মার্কেটিং (Forex markating) কি ? .....
ফরেক্স ট্রেডিং (Forex trading) এ সুবিধা।.....
ফরেক্স ট্রেডিং (Forex trading) এর জন্য প্রস্তুতি।.....
ফরেক্স ট্রেডিং (Forex trading) করতে কি কি প্রয়োজন ? .....
ট্রেড ওপেন (Trade open) এবং ট্রেড ক্লোস (Trade close)। .....
ফরেক্স ট্রেডিং (Forex trading) এর মৌলিক বিষয়.....
প্রশ্নপর্ব.....

অধ্যায় : ই-কমার্স.....
ই-কমার্স (E-commerce) বা ইন্টারনেট ব্যবসা.....
ই-কমার্স (E-commerce) কি.....
ই-কমার্স (E-commerce) ও বাংলাদেশ .....
ই-কমাসের্র (E-commerce) সুবিধাসমূহ.....
ই-কমাসের্র (E-commerce) মাধ্যমে চলা একটি সফল প্রতিষ্ঠান.....
কিভাবে ই-কমাসের্র (E-commerce) মাধ্যমে ব্যবসা শুর" করা যায়.....
ই-কমার্স (E-commerce) সাইটের উপর নিজস্ব ব্যবসা গড়ে তোলা.....
আলি বাবা (Alibaba).....
আলি বাবা (Alibaba) এ রেজিস্ট্রেশন করা.....
আলি বাবা (Alibaba) পণ্যের অর্ডার দেয়া.....
আলি বাবা (Alibaba) একটি পণ্য বিক্রি করা.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : অর্থ উত্তোলন.....
অর্থ উত্তোলন.....
ব্যাংক টু ব্যাংক ওয়্যার ট্রান্সফার.....
চেকের মাধ্যমে.....
পেওনার ডেবিট মাস্টারকার্ড.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : এলার্টপে.....
এলার্টপে (Alertpay).....
এলার্টপে (Alertpay) রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি.....
এলার্টপে (Alertpay) থেকে অর্থ উত্তোলন পদ্ধতি.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : মানিবুকার্স.....
মানিবুকার্স (Money bookers).....
মানিবুকার্স (Money bookers) এ রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি.....
মানিবুকার্স (Money bookers) পদ্ধতি ঠিকানা নিশ্চিত করা.....
মানিবুকার্স (Money bookers) ব্যাংক একাউন্ট যোগ করা.....
প্রশ্নপর্ব.....
অধ্যায় : পেপ্যাল.....
পেপালের Paypal) বাংলাদেশে আগমন.....

পেপাল (Paypal).....
পেপাল (Paypal) পেপাল-এ রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি.....
প্রশ্নপর্ব.....

১ম অধ্যায়
অনলাইনে আয়

অনলাইনে আয়

এই বিশাল বিশ্ব জুড়ে অলৌকিক শক্তির মত এক বিশেষ প্রযুক্তির উপর আমরা প্রতিনিয়ত নির্ভরশীল হয়ে পরছি যার নাম হচ্ছে ইন্টারনেট। এই ইন্টারনেট শুধু আমাদের তথ্য প্রযুক্তি নয় আর্থিকভাবে সাবলম্বী এবং জীবন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য করে দিয়েছে এক বিশাল সুযোগ। কারণ ইন্টারনেট থেকে আয় অর্থাৎ অনলাইন থেকে আয় এখন আর কোন অবাস্ড়ব বা কঠিন কাজ নয়। পুরো বিশ্ব জুড়ে রয়েছে এর প্রভাব। আর প্রতিনিয়ত এর চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই আমাদের উচিত এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়নে এবং দেশের উন্নয়নমূলোক কাজ হিসেবে অংশীদারিত্ব করা।

বর্তমান সময়ে অনলাইনে কাজ করে আয় উপার্জন করা খুবই সফল এবং প্রতিযোগিতামূলক একটি ব্যাপার। কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই বলে অনলাইনের কাজ গুলো দিন দিন সবার কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অনলাইনে আয়ের ব্যাপারটা খুব সহজ নয় আবার খুব কঠিনও নয়। বর্তমান যুগে অনলাইনে কাজ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য খুবই সম্ভবনাময় একটি শিল্প।

অনলাইনে আয় বলতে সাধারণত ইন্টারনেটে কাজ করে আয় উপার্জনকেই বুঝায়। এই কাজ বিভিন্ন রনের হতে পারে। এটা হতে পারে শুধু লেখালেখি বা ক্লিক করা আবার হতে পারে কোন পণ্য বিক্রয়

করা। আপনার যদি শুধুমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকে তাহলেই আপনার দ্বারা অনলাইনে কাজ করে আয় করা সম্ভব।

অনলাইন আয় করা সবার জন্য উন্মুক্ত। দক্ষ ও অদক্ষ যে কেউই এই পদ্ধতিতে কাজ করে আয় করতে পারে। এতে বয়সের কোন বাধাধরা নিয়ম নেই। আপনিও বিভিন্ন উপায়ে অনলাইনে আয় করতে পারেন । আপনি যদি সফটওয়্যার ডেভেলাপার বা ওয়েব ডেভেলপার হয়ে থাকেন তাহলে আপনি অনলাইন থেকে এসবের উপর কাজ করতে পারেন । আবার মনে করুন আপনি ইংরেজি ভালো জানেন তাহলে আপনি বিভিন্ন বিষয়ের উপরও আনলাইনে মানুষকে পরামর্শ দিয়ে আয় করতে পারেন । এবার মনে কর"ন আপনি কিছুই জানেন না তাহলে শুধুমাত্র ক্লিক করে আয় করতে পারেন। আবার আপনি শখের বশে বা কাজের জন্য একটি ওয়েবসাইট বা ব্লগ বানিয়ে সেখান থেকেও এ্যাড বসানোর মাধ্যমে আয় করতে পারেন ।

অনলাইনে আয় ও বাস্ড়বতা ঃ

আপনারা হয়তো ভেবে থাকবেন অনলাইনে আয় করা অনেক সহজ, আপনি ঘুমিয়ে থাকলেও আপনি টাকা আয় করতে পারবেন ইত্যাদি। ব্যাপারটা কিছু অংশে সত্য হলেও নতুনদের জন্য এ কথাগুলো পুরোপুরি মিথ্যা। আপনার চারপাশে একটু খেয়াল করে দেখুন বিভিন্ন অফিস অথবা কর্মস্থানে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যেমন তুলনামূলক অল্প পরিশ্রমে সবার চেয়ে একটু বেশি বেতন পায় ঠিক তেমনি অনলাইনে আয় উপার্জনের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রজোয্য , অপনি কাজে যত বেশি দক্ষ হতে থাকবেন আপনার আয়ও দিন দিন বাড়তে থাকবে।

বাংলাদেশে অনলাইনে আয়ের সম্ভাবনা ঃ

আমাদের দেশে মাত্র কয়েক বছর আগে মনে করা হতো যে অনলাইনে আর্নিং একটা ভ্রান্ড় ধারণা বা এটি গল্পের ব্যাপার। কিন্তু এটা কোন ভ্রান্ড় ধারণা বা এটি গল্পের ব্যাপার নয়, অনলাইনে আর্নিং বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট সম্ভাবনা। আমাদের দেশে এখন অনেকেই অনলাইনে কাজ করার মাধ্যমে ভালোভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে। অনলাইনে আয় করার জন্য আপনাকে কম্পিউটার সায়েন্স-এ পড়াশোনা করতে হবে না বা কম্পিউটারের ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে না । দক্ষ ও অদক্ষ যে কেউই পারে এই পদ্ধতিতে কাজ করে আয় করতে রর। অনলাইনে আর্নিং সবার জন্য উন্মুক্ত । এর জন্য শুধুমাত্র প্রয়োজন আপনার একাগ্রতা এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি । তাহলে আর দেরি কেন অনলাইনে কাজ করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে আপনিও ভূমিকা রাখুন ।

আউটসোর্সিং কি এবং কেন ?

প্রথমেই দেখে নেয়া যাক আউটসোর্সিং এবং অফশোর আউটসোর্সিং কি এবং কেন করা হয়। আউটসোর্সিং হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ নিজেরা না করে তৃতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে করিয়ে নেয়া। এই কাজ হতে পারে পণ্যের শুধু ডিজাইন করা অথবা সম্পূর্ণ উৎপাদন অন্য প্রতিষ্ঠান দিয়ে করিয়ে নেয়া। আউটসোর্সিং-এর সিদ্ধান্ড় সাধারণত নেয়া হয় উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য। অনেক সময় পর্যাপ্ত সময়, শ্রম অথবা প্রযুক্তির অভাবেও আউটসোর্সিং করা হয়। অন্যদিকে অফশোর আউটসোর্সিং হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ নিজ দেশে সম্পন্ন না করে ভিন্ন দেশ থেকে করিয়ে আনা। প্রধানত ইউরোপ এবং আমেরিকার ধনী দেশগুলো অফশোর আউটসোর্সিং করে থাকে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে পণ্যের গুণগত মান ঠিক রেখে কম পারিশ্রমিকের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা। মূলত তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর কাজগুলো (যেমন- ডাটা প্রসেসিং, প্রোগ্রামিং, গ্রাফিক্স, মাল্টিমিডিয়া, টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইত্যাদি) অফশোর আউটসোর্সিং করা হয়। যে সকল দেশ এই ধরনের সার্ভিস প্রদান করে থাকে তার মধ্যে উলেণ্ঢখযোগ্য হচ্ছে ভারত, ইউক্রেইন, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ফিলিপাইনস, রাশিয়া, পাকিস্ড়ান,নেপাল, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, মিসর এবং আরো অনেক দেশ।

ফ্রিল্যান্সিং ঃ

এবার দেখে নেয়া যাক, ফ্রিল্যান্সিং (Freelancing) কি এবং কিভাবে একজন ফ্রিল্যান্সার (Freelancer) হওয়া যায়। ফ্রিল্যান্সার হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি ছাড়া কাজ করেন। একজন ফ্রিল্যান্সারের যেরকম রয়েছে কাজের ধরন নির্ধারনের স্বাধীনতা, তেমনি রয়েছে যখন ইচ্ছা তখন কাজ করার স্বাধীনতা। গতাণুগতিক ৯টা-৫টা অফিস সময়ের মধ্যে ফ্রিল্যান্সার স্বীমাবদ্ধ নয়। ইন্টারনেটের কল্যাণে ফ্রিল্যান্সিং এখন একটি নির্দিষ্ট স্থানের সাথেও সম্পর্কযুক্ত নয়। আপনার সাথে যদি থাকে একটি কম্পিউটার আর একটি ইন্টারনেট সংযোগ আছে তাহলে যেকোন জায়গাতে বসেই আপনি ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং-এর কাজগুলো করতে পারেন। হতে পারে তা ওয়েবসাইট তৈরি, থ্রিডি এনিমেশন, ছবি সম্পাদনা, ডাটা এন্ট্রি বা কেবলমাত্র লেখালেখি করা।

আপনাদের একটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল লেখকের লেখা পরবর্তী বইটি প্রকাশিত হচ্ছে ''আউটসোর্সিং এবং ওডেস্ক" এই বইটিতে আপনারা আউটসোর্সিং ও ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে বিস্ড়রিত জানতে পারবেন আউটসোর্সিং এবং ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে করতে হয় তা জানতে পারবেন।

ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত কাজগুলোর প্রকারভেদ ঃ

ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত কাজগুলোকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়

১. কোন প্রকার দক্ষতা ছাড়া কাজ (তবে ইন্টারনেট সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকতে হবে)।

২. অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতাসম্পন্ন কাজ।

৩. যেকোন প্রকার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কাজ ।

কোন প্রকার দক্ষতা ছাড়া কাজ ঃ

যাদের অনলাইনের উপর বা কম্পিউটার অপারেটিং-এর উপর বিষেশ কোন দক্ষতা নেই তারাও অনলাইন থেকে আয় করতে পারবেন। কারণ অনলাইনে এমন ধরনের কিছু কাজ আছে যেগুলো করতে তেমন কোন দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। আর এই দক্ষতাবিহীন কাজের উদাহরণ দিতে গেলে যেই কাজ গুলো আসে সেগুলো হল: পিটিসি (পেইড টু ক্লিক), ই-মেইল চেকিং, ফটো শেয়ারিং, ভিডিও আপলোডিং, চ্যাটিং এসব ধরনের কাজ। এক জন নন টেকনিক্যাল ব্যক্তি এই ধরনের কাজ করতে পারবেন। এই সব কাজর করার জন্য ইন্টারনেট অপারেটিং-এর সাধারণ ধারণা থাকলেই চলবে।

অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতাসম্পন্ন কাজ ঃ

যাদের অনলাইনের কাজের উপর মোটা মুটি দক্ষতা রয়েছে তাদের জন্য যেই সমস্ড় কাজগুলো রয়েছে সেগুলো হল : মাইক্রোজব, মাইক্রোওর্য়াকারস, ডাটা এন্ট্রি, পিটিসি ইত্যাদি এ সকল কাজ করার জন্য আপনার কোথাও সাইন আপ করা বা একাউন্ট তৈরি করা জানতে হবে, কমেন্টস কিভাবে করতে হয় তা জানতে হবে, ডাউনলোড এবং আপলোড কিভাবে করতে হয় এই সকল সহজ কাজগুলো জানা থাকলে আপনি উপরোউক্ত কাজগুলো করতে পারবেন।

যেকোন প্রকার দক্ষতাসম্পন্ন কাজ ঃ

যারা অনলাইন এর বিভিন্ন কাজের উপর দক্ষ বা কোন নির্দিষ্ট কাজ জানেন তাদের জন্য অনলাইনে রয়েছে সেই বিষেশ দক্ষতার উপর মান সম্পূর্ণ কাজ এবং এই ক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণও একটু বেশি। কারন আপনি যত দক্ষ হবেন আপনার আয় এবং কাজ করার সুযোগও তত বৃদ্ধি পাবে। দক্ষতা সম্পূর্ন ব্যক্তির দক্ষতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কাজ করতে পারেন যেমনঃ ওয়েব ডিজাইনিং, ওয়েব ডেভলাপিং, এস.ই.ও (SEO) অর্থাৎ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, আর্টিকেল রাইটিং, রিভিওয় রাইটিং ইত্যাদি কাজ রয়েছে। যারা এসব ধরনের কাজ জানেন তাদের জন্য অনলাইন থেকে আয় একটা বিশাল বড় সুযোগ।

অনলাইনে কিছু কাজের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তা হল ওয়েব ডিজাইনিং, ওয়েব ডেভলাপিং, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন। অনলাইনে এই ধরনের কাজগুলো এখন একটু বেশি চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য কাজের তুলনায় এই ধরনের কাজের মূল্যও একটু বেশি। আর আপনারা যারা এ সকল কাজ জানেন এবং করতে পারেন তাদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং একটি বিশাল আয়ের সুযোগ। কিন্তু যারা জানেন না তারা চাইলে এ কাজগুলো শিখে নিতে পারেন। আর এ ধরনের কাজ শিখার জন্য যে আপনাকে কোন কোর্স বা প্রশিক্ষনের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে তা নয়। আপনার যদি শেখার আগ্রহ থাকে তবে আপনাকে ইন্টারনেট নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে হবে। কারণ আপনি আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর ইন্টারনেটেই পাবেন। তাছাড়া আপনারা চাইলে বিভিন্ন বই পড়েও শিখতে পারেন। লেখকের লেখা একটি বই রয়েছে যার নাম ‘‘বিগীনিং জুমলা” এই বইয়ের মধে আপনি কি করে একটি ডাইনামিক ওয়েব সাইট তৈরি করবেন তা শিখতে পাবেন। এছাড়াও রয়েছে ‘‘সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন”। কিভাবে আপনি একটি ওয়েবসাইটকে খুব সহজে সার্চ ইঞ্জিন বা সার্চ রেজাল্ট এর শীর্ষে নিয়ে আসবেন এবং সকলের নিকট আপনার সাইটটিকে কিভাবে পরিচিত করে তুলবেন তা এই বই থেকে জানতে পারবেন। এই বইটি সে সম্পর্কে লেখা হয়েছে। তাই যারা উচ্চ চাপমূলক কাজগুলো শিখতে চান তার মধ্যে এগুলো অন্যতম। চাইলে এই বইগুলো পরতে পারেন এতে আপনারা খুব সহজে কাজ গুলো শিখতে পারবেন।

অনলাইনে আয়ের জন্য যোগ্যতা ঃ

অনলাইনে আয় করার জন্য শুধু যে দক্ষতা থাকতে তা নয় আপনার অবশ্যই যোগ্যতাও থাকতে হবে। অনলাইনে আয় করার জন্য আপনার খুব বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন হবে না। আপনি যদি মনে করেন নিচের চারটি গুণই আপনার মধ্যে আছে তাহলেই কেবল আপনি অনলাইনে আয় করার জন্য সমর্থ হবেন।

গুণ চারটি হলো ঃ

বিশ্বাস ঃ আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে যে অনলাইন একটি আয়ের মাধ্যম। যেখান থেকে নিজস্ব উদ্যেগ, চেষ্টা,দক্ষতা এবং যোগ্যতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে আয় করতে পারবেন। কারন অনলাইন থেকে আয় করা কোন অবাস্ড়ব বা কাল্পনিক কোন ব্যাপার নয় আমাদের দেশের এবং পৃথিবীর অনেক মানুষ এখন অনলাইনের উপর জীবিকা নির্বাহ করছে এবং শুধু জীবিকা নির্বাহ নয় অনেকেই জীবনের সাফল্যের দোগোঁড়ায় পর্যায়েও পৌছে গেছেন। তাই এই ক্ষেত্রে বিশ্বাস খুবই জর"রি। কারন আপনার যদি ক্ষুদাই না লাগে তাহলে আপনি খাবেন কেন। কথাটি বলার কারণ হলো এই যে আপনার যদি বিশ্বাসই না থাকে তাহলে আপনি এখানে কাজ করবেন কেন। তাই এখানে আয় করার পূর্বে বিশ্বাস অর্জন করে নিন তারপর আয় করার পথে অগ্রসর হবেন।

ধৈর্যশীলতা ঃ অনলাইন আয় একটি সময় সাপেক্স এবং ধৈর্যশীলতার কাজও বটে। যারা খুব অল্প সময়ে অনেক টাকা আয় করতে চান তাদের জন্য এ পথ নয়। কারণ এখানে সাফল্য পেতে প্রথম দিকে আপনাকে অনেক সময় দিতে হবে। হয়ত আপনি দেখবেন আপনি অনেক দিন যাবত কাজ করেও সফল হতে পারছেন না। সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার ভুলগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা কর"ন। এতে যত সময় লাগে লাগুক আপনি হাল ছাড়বেন না। তাই এই পথে তারাই আসবেন যারা ধৈর্যের সাথে কাজ করতে পারবেন কারণ অনলাইন আয়ের আরেক নাম ধৈর্যমূলক কাজও বটে।

সততা ঃ আপনি পৃথিবীর যেখানেই যান না কেন সততা ছাড়া আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে কখনও পৌছতে পারবেন না। আর অনলাইন আয় আমদের বাস্ড়ব জীবনের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয় রিয়েল লাইফ এর মত এখানেও আপনাকে আপনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে হলে সততার সাথে কাজ করে যেতে হবে।

আত্মবিশ্বাস ঃ আনলাইন আয়ের ক্ষেত্রে আত্নবিশ্বাস খুবই জর"রি কারণ এখানে আপনাকে আপনার নিজের দক্ষতা এবং যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে আয় করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে নিজের উপর অবশ্যই বিশ্বাস আনতে হবে যে এই কাজের জন্য আপনিই উপযোগী কি না ? কারণ বিশ্বাস ছাড়া আপনার এখানে কাজ নির্বাচন এবং তা সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে দিদ্ধাগ্রস্ড় হবেন। তাই আপনাকে নিজের

উপর বিশ্বাস আনতে হবে। তা না হলে আপনি কোন কাজই সফলভাবে করতে পারবেন না সকল কাজ করার ক্ষেত্রেই আপনার মনে ভিতস্ড় কাজ করবে।

ইন্টারনেটে আয়েরক্ষেত্রে কিছু ভুল ধারণা :

ইন্টারনেট থেকে আয় সম্পর্কে আমদের অনেকের মোটামুটি ধারণা রয়েছে। তাছাড়া আমাদের দেশে এই অনলাইনে আয় এর প্রচার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু আমাদের এই দেশে এক শ্রেণীর অশুভাকাঙ্ক্ষি লোক রয়েছে যারা এর প্রচার করছে কিন্তু তারা হয়ত তাদের স্বার্থের জন্য প্রচার করছে অথবা ভাল করে এই সম্পর্কে না জেনেই অসম্ভব কথা বলে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করছে। অনেকে এ বিষয়ে খোজখবর নিচ্ছেন কিন্তু সচেতনতার অভাবে এবং এই ধরনের লোকদের সাহচর্যে এসে অনেকে হয়ত আগ্রহ প্রকাশ করেও কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে। অনেকে বা আবার শুধু স্বপ্নই দেখছে কিন্তু কাজ পাওয়া বা করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কারণ তারা ভুল পথে চালিত হয়েছে যার কারণে অনেকেই এই পথে এসেও এই পথ থেকে সরে গেছেন। আর তাই আমদেরকে অনলাইন থেকে আয় করে সফল হওয়ার জন্য কিছু ভুল ধারণা সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। যা আমদের আয়ের পথকে আরও সহজ করবে।

নিম্নে অনলাইন থেকে আয় সম্পর্কিয় কিছু ভুল ধারণা তুলে ধরা হল :

অনলাইন থেকে আয় করতে সবাই পারে না ঃ

আপনারা অনেকেই হয়ত শুনে থাকবেন যে ইন্টারনেটে সবাই আয় করতে পারে না। আর এটা একটা বড় ভুল ধারণা। ইন্টারনেটে কাজ বলতে যেমন দক্ষ প্রোগ্রামিং বুঝায় তেমনি তুলনামূলক সহজ গ্রাফিক্স ডিজাইনও বুঝায়, কিংবা আরো সহজ ডাটা এন্ট্রি বুঝায়। কিন্তু অনলাইনে সকল ধরনেরই কাজ পাওয়া যায়। যে কোন শিক্ষিত মানুষের পক্ষে মানানসই কাজ খুঁজে নেয়া সম্ভব। তবে এ কথা অবশ্যই ঠিক, দক্ষতা যত বেশি আয়ের সুযোগ তত বেশি। দক্ষতা যেহেতু বাড়ানো যায় সেহেতু আয়ের সুযোগও বাড়ানো যায়।

কোন কষ্ট করতে হয় না, পরিশ্রম না করেই আয় করা যায় :

এটা সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা। আপনি আশা করছেন একজন চাকরিজীবী কিংবা ব্যবসায়ীর থেকে বেশি আয় করবেন অথচ পরিশ্রম করবেন না এটা বাস্ড়ব সম্মত হতে পারে না। ইন্টারনেটে যে পদ্ধতিতেই আয় কর"ন না কেন, আপনাকে যথেষ্ট সময় এবং মেধা ব্যয় করতে হবে।

পি.টি.সি (পেইড-টু-ক্লিক) অনেক টাকা কামানো যায় :

পিটিসি হচ্ছে কোন ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্দিষ্ট লিংকে ক্লিক করবেন আর আপনার নামে টাকা জমা হবে। বিষয়টি সত্যি। তবে যতটা প্রচার করা হয় ততটা না। আপনি কতগুলি ক্লিক করার সুযোগ পাবেন সেটা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। কাজ করে টাকা না পাওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

অনলাইনে কাজ করার পূর্বে ওয়ার্কসপ বা কোর্স করা বাধ্যতামূলক :

আপনি যখন আয় করতে চান ইন্টারনেট ব্যবহার করে, তখন শেখার জন্যও ইন্টারনেট সবচেয়ে গুর"ত্বপুর্ণ যায়গা। যে বিষয়ই জানতে চান না কেন, ইন্টারনেট সার্চ করলে তথ্য পাওয়া যাবে। বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সদস্য হোন, ফোরামে যোগ দিন, সেখানকার বক্তব্যগুলি বোঝার চেষ্টা কর"ন। প্রয়োজনে সেখানে সমস্যার কথা জানান। কেউ না কেউ উত্তর দেবেন।

অনলাইনে আয় করার জন্য টাকা দিয়ে ওয়েব সাইট বানান বাধ্যতামূলক :

আপনি যদি চান কোন রকম খরচ ছাড়াই কোন ওয়েব সাইট খুলতে আপনি তা করতে পারবেন। আপনারা হয়ত একটা বিষয় নিয়ে চিন্ড়িত যে কিভাবে আপনার আপনার সাইটে হোস্টিং বা ডোমেইন নিভেন। চিন্ড় করবেন এখন এগুলো ফ্রিতে পাওয়া যায়। তবে নিজস্ব হোস্টিং বা ডোমেইন থাকা ভাল।

অনেকগুলি সাইটে অনেকগুলি এ্যাডসেন্স ব্যবহার করলে আয় বেশি :

এ্যাডসেন্সে লাভ দেখে অনেকেই একাধিক এ্যাডসেন্স একাউন্ট ব্যবহারে আগ্রহী হন। এটা আপনি প্রথম দিকে করে আয় করতে পাবেন কিন্তু পরে সব হারাতে হবে। কারণ গুগুলে ট্রাক করার ক্ষমতা অন্যান্য সাইট থেকে সবচেয়ে বেশি তাই গুগুল কোন একসময় সেটা ঠিকই ধরে ফেলবে এবং সবগুলি একাউন্ট বন্ধ করে দেবে।

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (SEO) সফটওয়্যার ব্যবহার করলে দ্র"ত আয় বাড়ে :

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের জন্য সফটওয়্যার ব্যবহার করলে অবশ্যই সাইটের পরিচিতি বাড়ে কিন্তু এ্যাডসেন্সকে টার্গেট করে যদি সেটা করেন তাহলে গুগুল সেটা পছন্দ করে না। গুগুল এমন সাইটে লাভজনক এ্যাডসেন্স বিজ্ঞাপন দেয় সেখানে ভিজিটর নিজে আগ্রহী হয়ে যায়। ফলে কোন সাইটে প্রতি ক্লিকে পাওয়া যায় কয়েক সেন্ট, কোন সাইটে কয়েক ডলার।

ক্রেডিট কার্ড বা পে-পল একাউন্ট নেই, ফলে একাজ সম্ভব নাঃ

কিছুটা সত্যি। ক্রেডিট কার্ড থাকলে কাজের সুবিধা হয়, পে-পল একাউন্ট থাকলেও সুবিধে হয়। তারপরও মানুষ কাজ করছে এগুলি ছাড়াই। অন্য যে পদ্ধতিগুলি রয়েছে সেগুলি ব্যবহার করে কাজ করা সম্ভব।

আপনারা যেহেতু অনলাইনে আয় করতে চান অবশ্যই এই সকল ধারণাকে এড়িয়ে চলবেন কারণ এই সকল ভুল ধারণাগুলো আপনার অনলাইনে আয়ের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে। তাই যথাসম্ভব এই সকল উদ্দেশ্য এবং পথ এড়িয়ে আপনার জন্য শ্রেয়। কারণ অনলাইনে আয় অনেকই এ করতে পারে কিন্তু আয় করে সফল সকলে হতে পারে না।

অনলাইনে আয় সম্পর্কে বিস্ড়রিত আরো তথ্য জানতে ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২ বইটি দেখুন। এই বইটিতে অনলাইনে আয় নিয়ে আরো বিভিন্ন নতুন তথ্যের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে।

প্রশ্ন পর্বঃ

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমারা তৈরি করেছি Book Support center। আর এই Book Support center এর ই-মেইল এ্যাড্রেস হল infobook7@gmail.com যা আপনার সমস্যার সমাধান এবং এই বই সম্পর্কে যেকোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি আছে সবসময়। তাই আপনার যদি এই বইয়ে কোন কিছু বুঝতে সমস্যা হয় বা আপনার যদি কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে মেইল কর"ন এই ঠিকানায়।

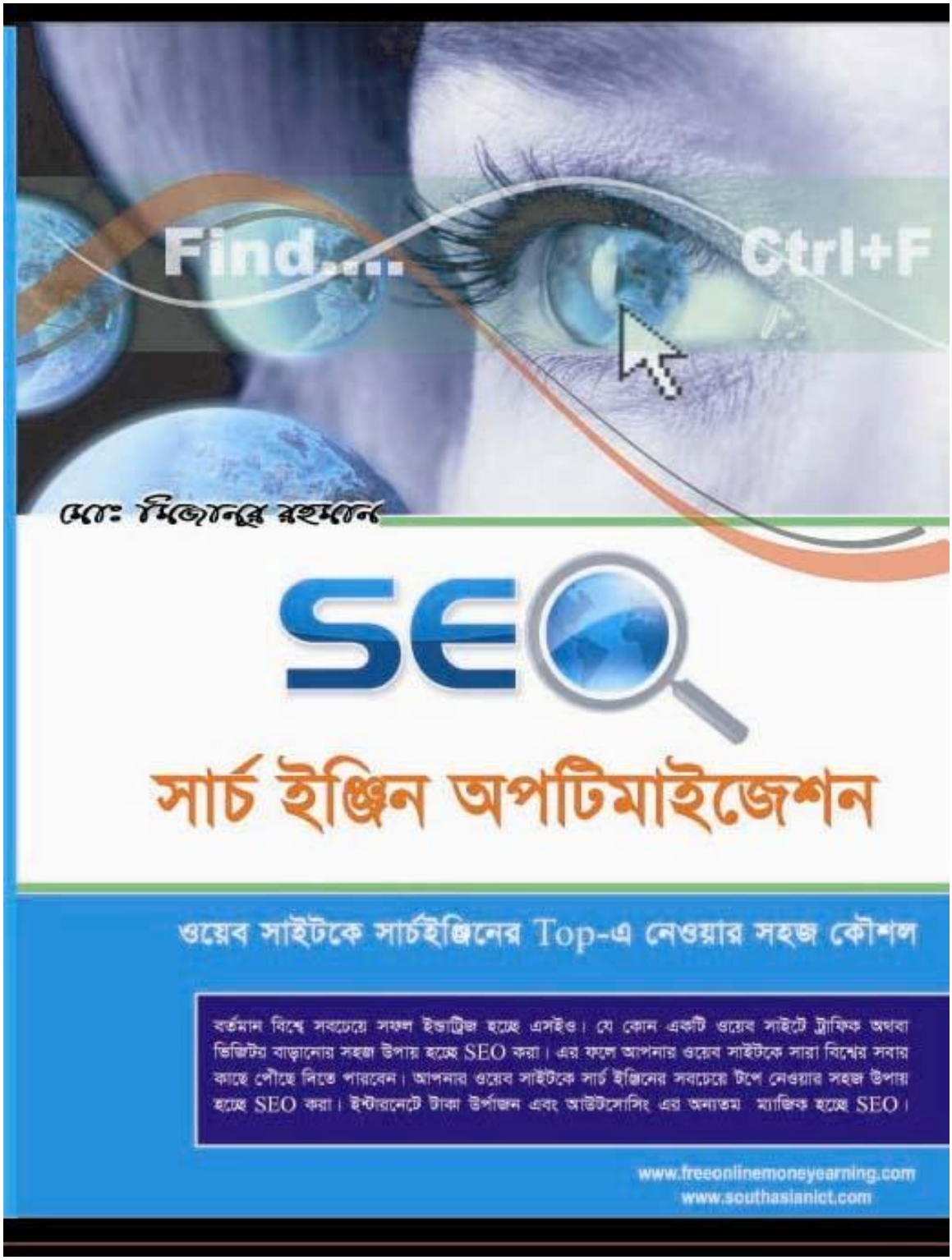
Find.... Ctrl+F
মোঃ মিজানুর রহমান
SEO
সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
ওয়েব সাইটকে সার্চইঞ্জিনের Top-এ নেওয়ার সহজ কৌশল
বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে সফল ইন্ডাস্ট্রিজ হচ্ছে এসইও। যে কোন একটি ওয়েব সাইটে ট্রাফিক অথবা ভিজিটর বাড়ানোর সহজ উপায় হচ্ছে SEO করা। এর ফলে আপনার ওয়েব সাইটকে সারা বিশ্বের সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। আপনার ওয়েব সাইটকে সার্চ ইঞ্জিনের সবচেয়ে টপে নেওয়ার সহজ উপায় হচ্ছে SEO করা। ইন্টারনেটে টাকা উপার্জন এবং আউটসোর্সিং এর অন্যতম মাজিক হচ্ছে SEO।
www.freeonlinemoneyearning.com
www.southasianict.com

২য় অধ্যায়
ই-মেইল এড্রেস তৈরি

Gmail একটি ই-মেইল এড্রেস তৈরি করা :

ই-মেইল হচ্ছে ইন্টারনেটে বা অনলাইনে যোগাযোগের একটি প্রধান মাধ্যম। এই ই-মেইল এর মাধ্যমে খুব দ্রুত ও সহজে যেকোন মূহূর্তে বিশ্বের যেকোন প্রান্তে যোগাযোগ করা যায়। আপনারা অনেকেই হয়ত যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কোন এক সময় চিঠি ব্যবহার করতেন কারণ সেই সময় এই চিঠি ছিল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। কিন্তু এখন সেই চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগের প্রচলন নেই বললেই চলে কারণ চিঠিকে এই যুগে যোগাযোগের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার করলে তা আমাদের সময়গত উপযোগ নষ্ট করবে বলে এখন সবাই যোগোযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে এই ই-মেইলকেই বেছে নিয়েছে। যা আমদের সময় রক্ষা করে এবং অর্থও।

ই-মেইলের কার্য পদ্ধতি ও সুবিধা সমূহ ঃ

এই মেইলকে বর্তমানে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা এবং অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্থান দেওয়ার কারণ গুলো হলঃ

ই-মেইলের মাধ্যমে খুব দ্রুত প্রাপকের নিকট বার্ত-প্রেরন করা যায়। এটি মূহূর্তে মধ্যে বিশ্বের এক প্রান্ড় থেকে অপর প্রান্ড়ে বার্তা পৌঁছে দিতে পারে। এই ই-মেইলের মাধ্যমে প্রাপকের নিকট বার্তা পৌঁছতে ৪-৫ সেকেন্ডের মত সময় লাগে।

ই-মেইলে মাধ্যমে কোন রকম খরচ ছাড়াই ই-মেইল প্রাপকের নিকট প্রেরণ করা যায়। ই-মেইল প্রেরনের জন্য শুধু কম্পিউটারের সাথে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই চলবে। তবে বর্তমানে মোবাইলে চালিত ইন্টারনেটের মাধ্যমেও মেইল করা যায়।

ই-মেইলে মাধ্যমে যত ইচ্ছে তত লিখিত তথ্য প্রেরন করা যায়। সেই ক্ষেত্রে কোন তথ্য বা বার্তার পরিমণা বেশি হলে ও কোন রকম সমস্যা নেই। আপনি চাইলে আপনার বিশার তথ্যের ভান্ডার এই ই-মেইলে মাধ্যমে লিখে বক্তার কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন।

ই-মেইলের মাধ্যমে আপনি চাইলে কোন অতিরিক্ত ফাইলও সংযোগ করে দিতে পারবেন। তবে বিভিন্ন ই-মেইল সার্ভিস প্রোভাইডার বিভিন্ন রকম সুবিধা দিয়ে থাকে। এক এক ই-মেইল সার্ভিস প্রোভাইডারদের সংযোগ ফাইলের সাইজের পরিমান এক এক রকম হয়ে থাকে । যেমন ধরুন, আপনি জি-মেইলের মাধ্যমে আপনার ই-মেইলের সাথে ৫ মেগাবাইটের ফাইল প্রেরণ করতে পারবেন। আবার আপনি সেই মেইল হটমেইলের মাধ্যমে ১০ মেগাবাইট ফাল সহ প্রেরণ করতে পারবেন।

ই-মেইলের একটি অনন্য দিক হল এই ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরিত তথ্যের গোপণিয়তা রক্ষা। অর্থাৎ ই-মেইলে মাধ্যমে যে সকল তথ্য প্রেরন করা হয় তা প্রাপক ব্যতিত সকলের নিকট গোপন থাকে। কারণ প্রাপককে তার ই-মেলের বার্তা দেখার জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা এবং পাসওয়ার্ডে মাধ্যমে তার একাউন্টে সাইন ইন করতে হয় যার ফলে একজনের তথ্য অন্য জন দেখতে পারে না এবং সকল তথ্যই নির্দিষ্ট ব্যাক্তিবর্গদের মধ্যে গোপন থাকে।

ই-মেইল প্রেরণের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। আপনার যত পরিমাণ বার্তা প্রেরনের প্রেয়োজন আপনি তত পরিমণাণ বার্তা প্রেরন করতে পারবেন। যদিও ই-মেইল উদ্ভাবনের প্রথম দিকে প্রেরণের পরিমাণের নির্দিষ্টি সীমারেখা ছিল তবে এখন তা নেই।

ই-মেইলে এই সকল সুবিধার কারণে তা বর্তমান যুগে মানষের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

ইন্টারনেট প্রায় সব ধরনের কাজ করার জন্যই আপনার একটি ই-মেইল এড্রেসের প্রয়োজন হবে। যারা অনলাইনে কাজ করেন বা এ সম্বন্ধে ধারণা আছে তার হয়ত জানেন যে অনলাইনে কাজ করার ক্ষেত্রে ই-মেইল আইডি কতটা প্রয়োজনীয় আর যারা এই ক্ষেত্রে নতুন তারা অল্প সময়ের মধ্যে এই সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবেন।

তাই প্রথমেই দেখে নেয়া যাক গুগুলের (Google) এর মাধ্যমে কিভাবে একটি ই-মেইল এড্রেস তৈরি করা যায় অর্থাৎ জিমেইল (Gmail) এ কিভাবে একটি একাউন্ট তৈরি করা যায়। আপনি ইয়াহু, জিমেইল, হটমেইল যে কোন একটি একাউন্ট তৈরি করতে পারেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বলে দেওয়া হয় ই-মেইল এড্রেসটি জিমেইলেরই হতে হবে। সাধারণত গুগল কোম্পানিং সকল ক্ষেত্রেই কাজ করতে গেলে বলে দেওয়া হয় যে জিমেইলের একাউন্ট লাগবে। তাছাড়া জিমেইল হচ্ছে ই-মেইল সার্ভিস প্রোভাইডারদের সেরাদের মধ্যে একটি।

এই জিমেইলে একাউন্ট করার জন্য প্রথমে আপনার কম্পিউটার থেকে যে কোন একটি ব্রাউজার খুলন (ইন্টারনেট এক্সপেন্সার, ফায়ার ফক্স, গুগুল ক্রম) এটি সাধারণত আপনার ডেস্কটপ এ থাকবে অথবা আপনার স্টার্ট প্রোগ্রাম থেকে গিয়ে নিতে পারেন। ব্রাউজারটা ওপেন হওয়ার পর সবার উপরে নিচের চিত্র (২.১) এর মত সরু খালি বক্স দেখতে পাবেন সেখান Gmail এর এড্রেস ব্রাউজারে লিখে অর্থাৎ www.gmail.com এ ভিজিট করুন।

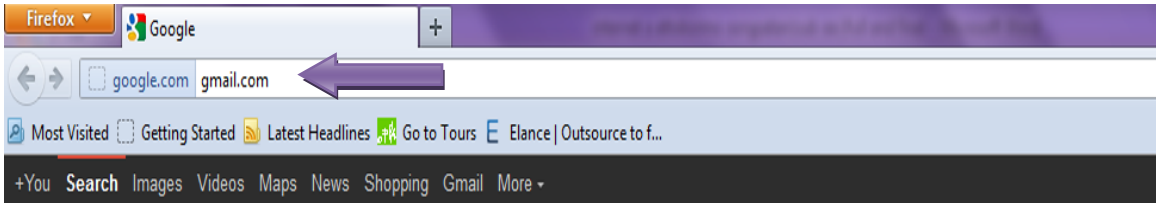

চিত্র (২.১) : Gmail-এর এড্রেস ব্রাউজারে লিখা।

তারপর নিচের ছবিটির মতো একটি পেইজ আসবে।

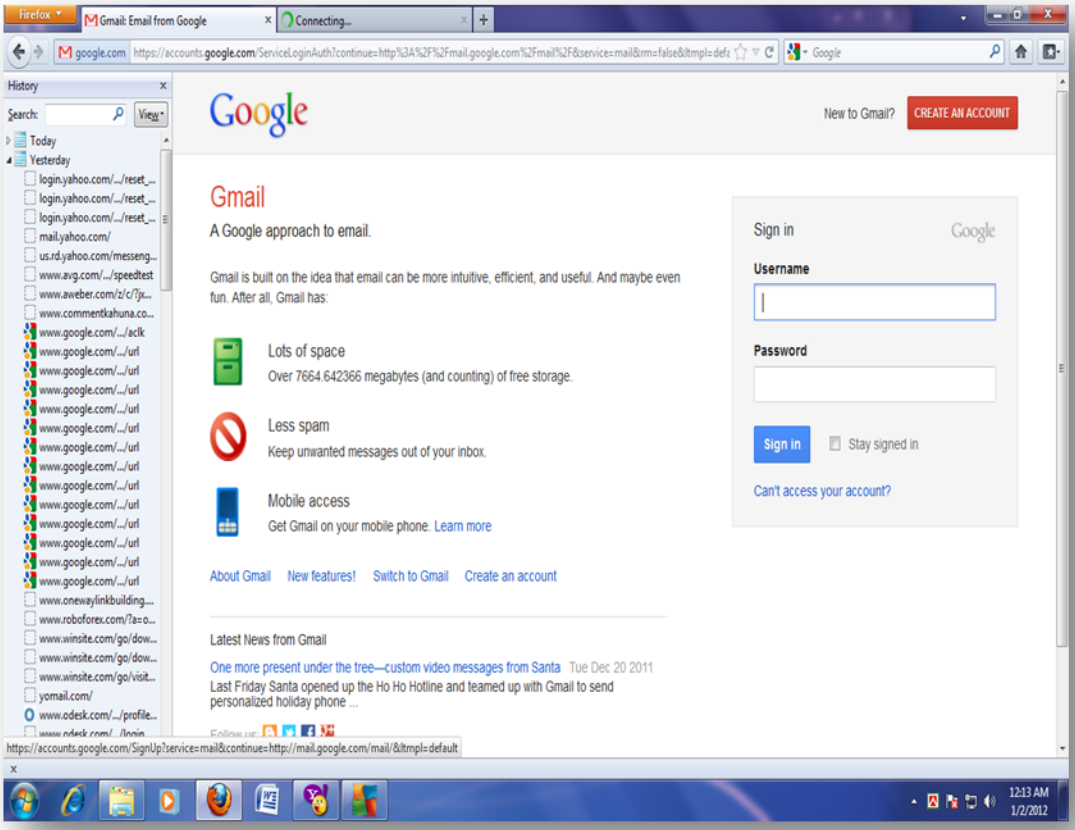

চিত্র () : Gmail রেজিস্ট্রেশন হোম পেজ।

এরপর উপর এর দিকে Create an account এ ক্লিক করুন।

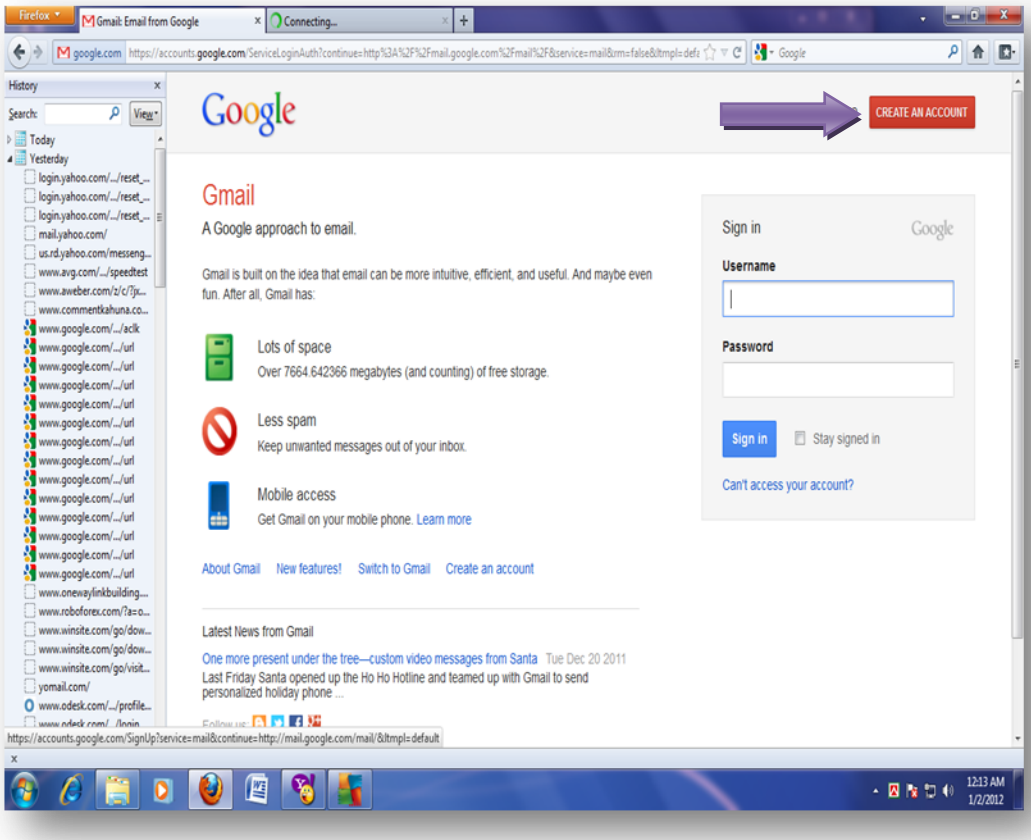

চিত্র (২.১) : Gmail এর হোম পেজ।

প্রথমে First name-এর জায়গায় আপনার নামের প্রথম অংশ দিন যেমন আমি এখানে দিয়েছি Arif তারপর last name এর জায়গার আপনার নামের দ্বিতীয় অংশ দিন এখানে আমি দিয়েছি Hossain এরপর Choose your Username এর জায়গায় এমন একটি নাম বা word লিখুন যে নাম বা ওয়ার্ড এ কোন জি-মেইল ঠিকানা নেই এবং এই ওয়ার্ডটিই হবে আপনার জি-মেইল এড্রেস। আমি এখানে দিয়েছে arifhossain1995। এখানে আমি আমার ই-মেইল এড্রেস হিসেবে arifhossain1995 এই এড্রেসটি দিয়েছি কিন্তু আপনি আপনার ইচ্ছে মত দিতে পারেন তবে ইউনিক হতে হবে। এরপর choose password এর স্থানে একটি Password দিন। এই পাসওয়ার্ডটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে কারন এটি ভুলে গেলে আপনার তৈরিকৃত একাউন্ট এ লগইন করতে পারবেন না। আর পাসওয়ার্ডটি যাতে আট অক্ষরের কম না হয়। Re-enter password এর জায়গায় আগের

পাসওয়ার্ডটি হুবহু লিখুন অর্থাৎ যে পাসওয়ার্ডটি একটু আগে লিখেছেন সেটি আবার লিখুন। এটি আবার লেখার কারণ হল আপনি আপনার জন্য যে পাসওয়ার্ডটি নির্বাচন করেছেন তা আপনার মনে আছে কিনা।

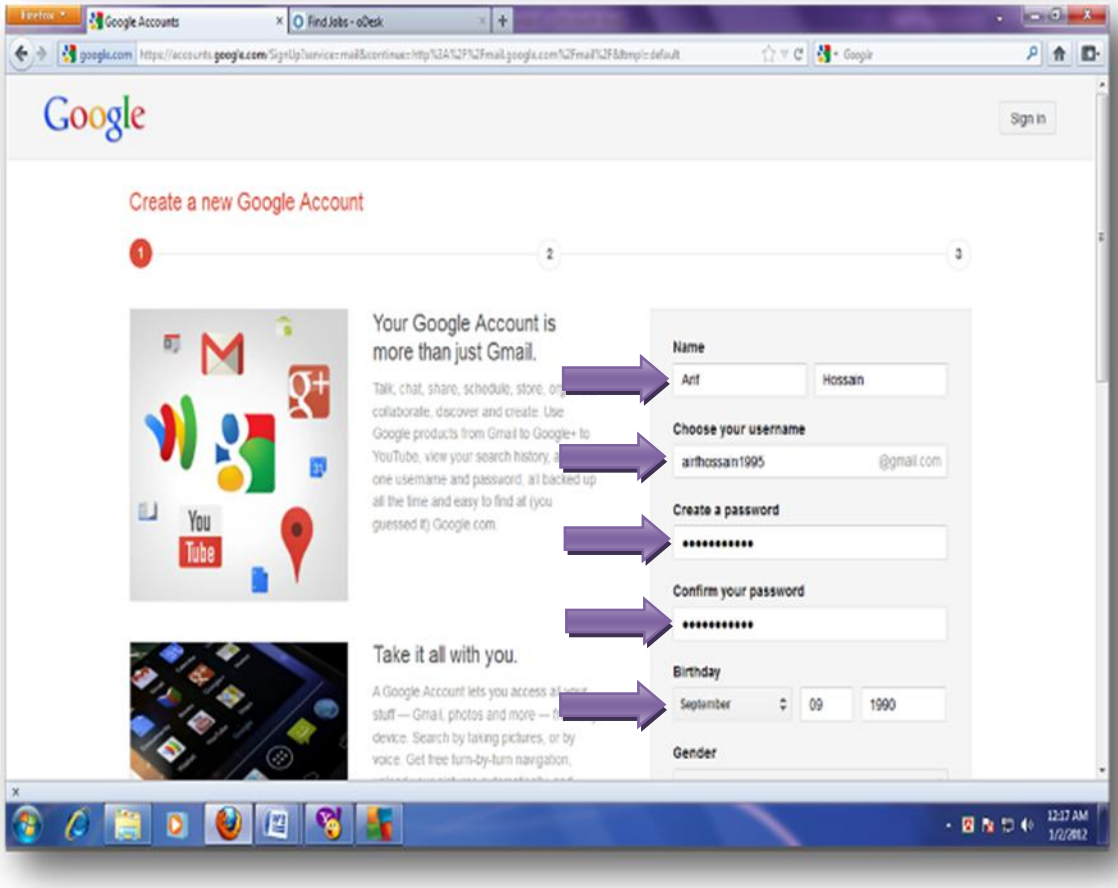

চিত্র () : Gmail এর একাউন্ট করতে ঘর গুলো পূরণ করুন।

Gender এর জায়াগায় আপনি যেই হন Male এবং female তা সিলেক্ট করে দিন।

Location এর স্থানে Bangladesh সিলেক্ট করুন।

মোবাইল নাম্বার এর স্থানে আপনার মোবাইল নাম্বারটি দিয়ে দেন।

Other e-mail address এর স্থানে আপনার জন্য একটি ই-মেইল এড্রেস দিন। এই ঘরটি খালি রাখতে পারেন। তবে আপনি যদি কোন সময় আপনার gmail একাউন্টের পাসওয়ার্ড অথবা ইউসার নেম ভুলে যান বা হারিয়ে ফেলেন তখন Other e-mail address এর মাধ্যমে আপনি ইউসার নেম ও পাসওয়ার্ড উদ্ধার করতে পারবেন।

এরপর word verification এর স্থানে উপরে যে ক্যাপচারটি আছে তা হুবহু লিখুন।

শেষের দিকে দেখতে পাবেন যে দুটি রেডিও বাটন আছে। সেখান থেকে প্রথম রেডিও বাটনে অবশ্যই ক্লিক করবেন এবং দ্বিতীয়টি আপনার ইচ্ছে, আপনি যদি চান Google+1এ information personalize করতে চান তবে ক্লিক করতে আর যদি না করতে চান তো ক্লিক করা দরকার নেই।

সর্বশেষ Next step এ click করুন।

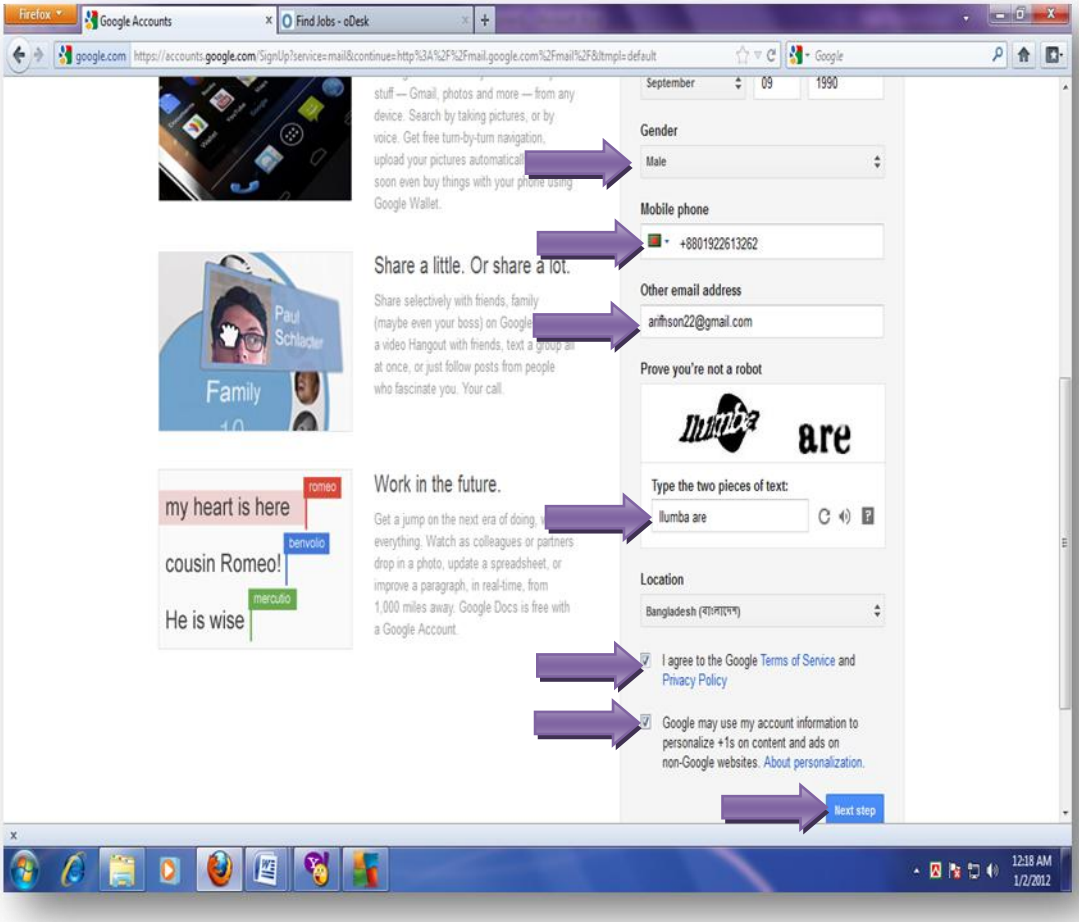

চিত্র() : Gmail এর একাউন্ট করতে ঘর গুলো পূরণ করুন সর্বশেষ Next step এ click করুন।

এবার যে পেজটি এসেছে তার মাধ্যমে আপনি আপনার ফটো আপলোড করতে পারবেন কিংবা আপনি চাইলে Next step ক্লিক এর মাধ্যমে ফটো আপলোডিং Skip করতে পারেন। এবং পরেও তা আপলোড করে নিতে পারবেন।

তবে আপনার সুবিধার্থে ফটো আপলোডিংটি দেখিয়ে দেয়া হল।

প্রথমে Add profile photo তে ক্লিক করুন।

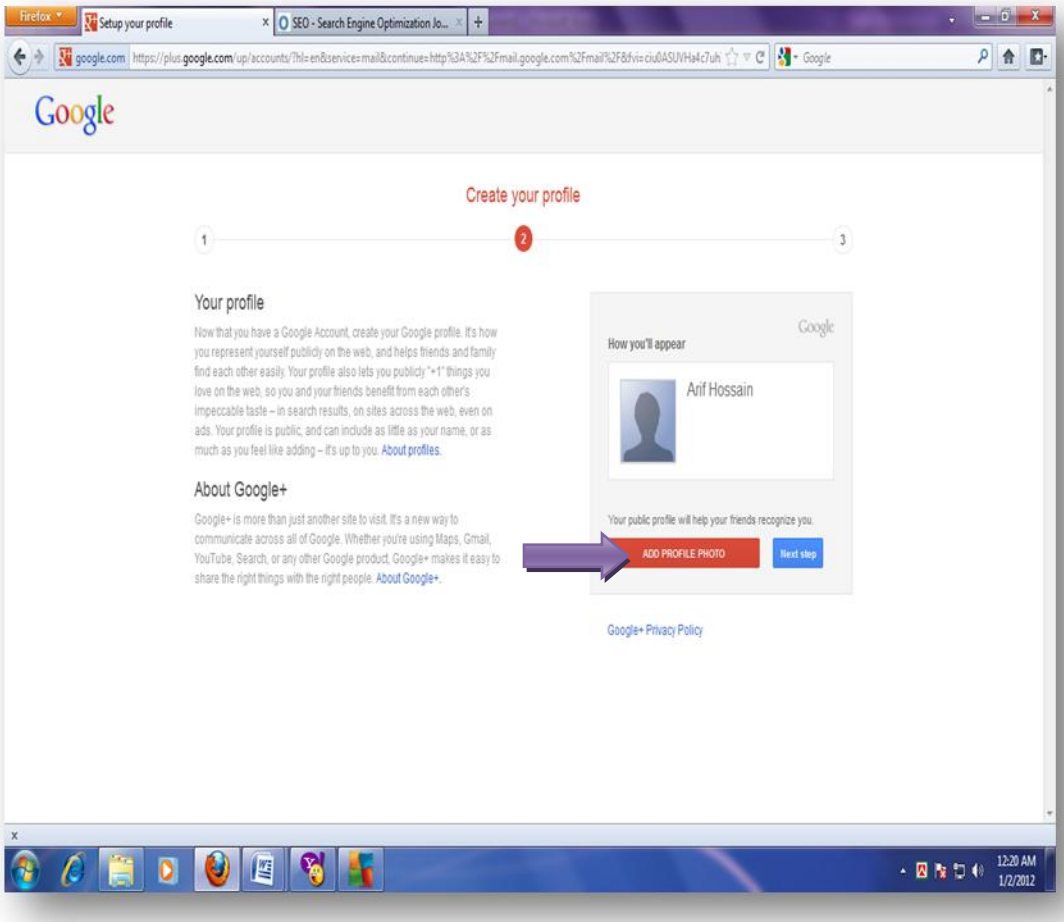

চিত্র() : Gmail এর একাউন্ট এ ছবি যোগ করতে Add profile photo তে ক্লিক করুন। ।

তারপর Add photo from your computer এ ক্লিক করুন।

এখন আপনার কম্পিউটার থেকে Brwosing এর মাধ্যমে ফটোটি নির্বাচন করুন এবং Open বাটনে ক্লিক করে আপনার কাঙ্ক্ষিত ফটোটি আপলোড করে নিন।

এবং অবশেষে Save as দিয়ে বেরিয়ে আসুন।

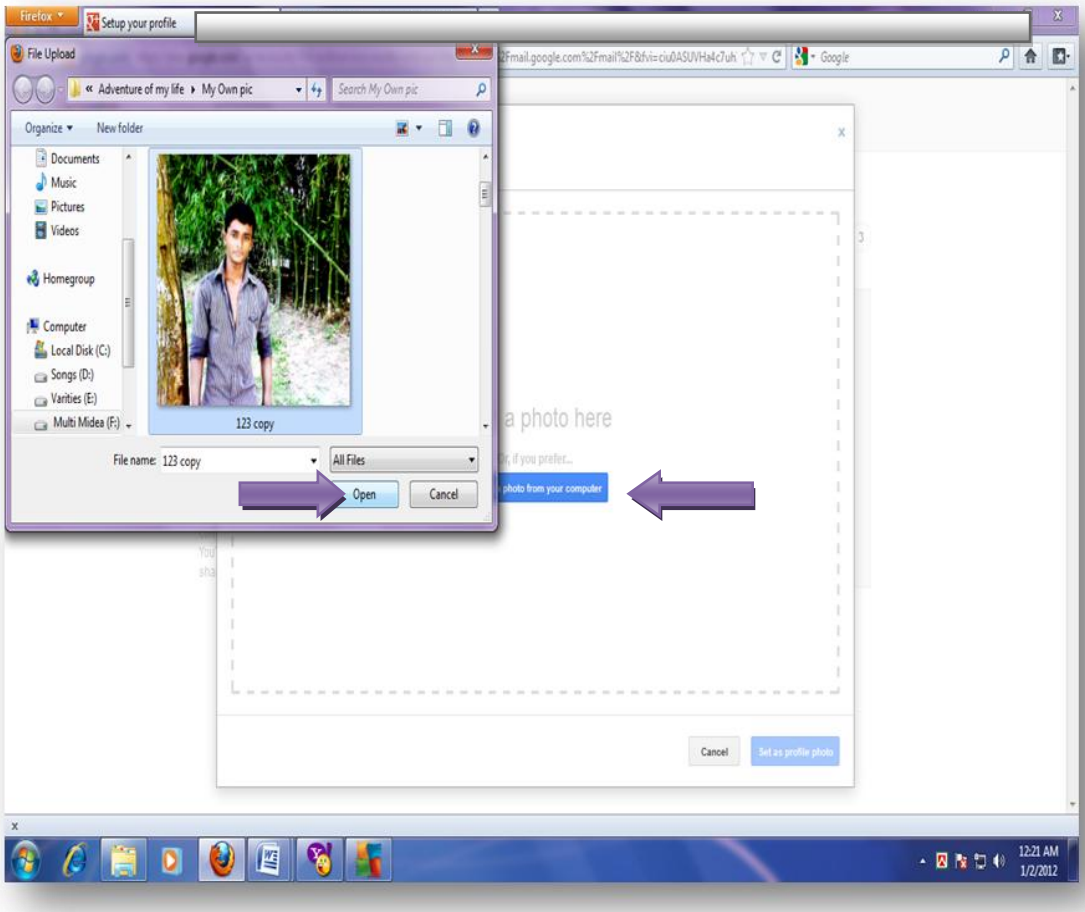

চিত্র() : Gmail এর একাউন্ট ছবি যোগ করতে Add photo from your computer এ ক্লিক করুন অবশেষে Save as দিয়ে বেরিয়ে আসুন।

এরপর Next step এ ক্লিক করুন।

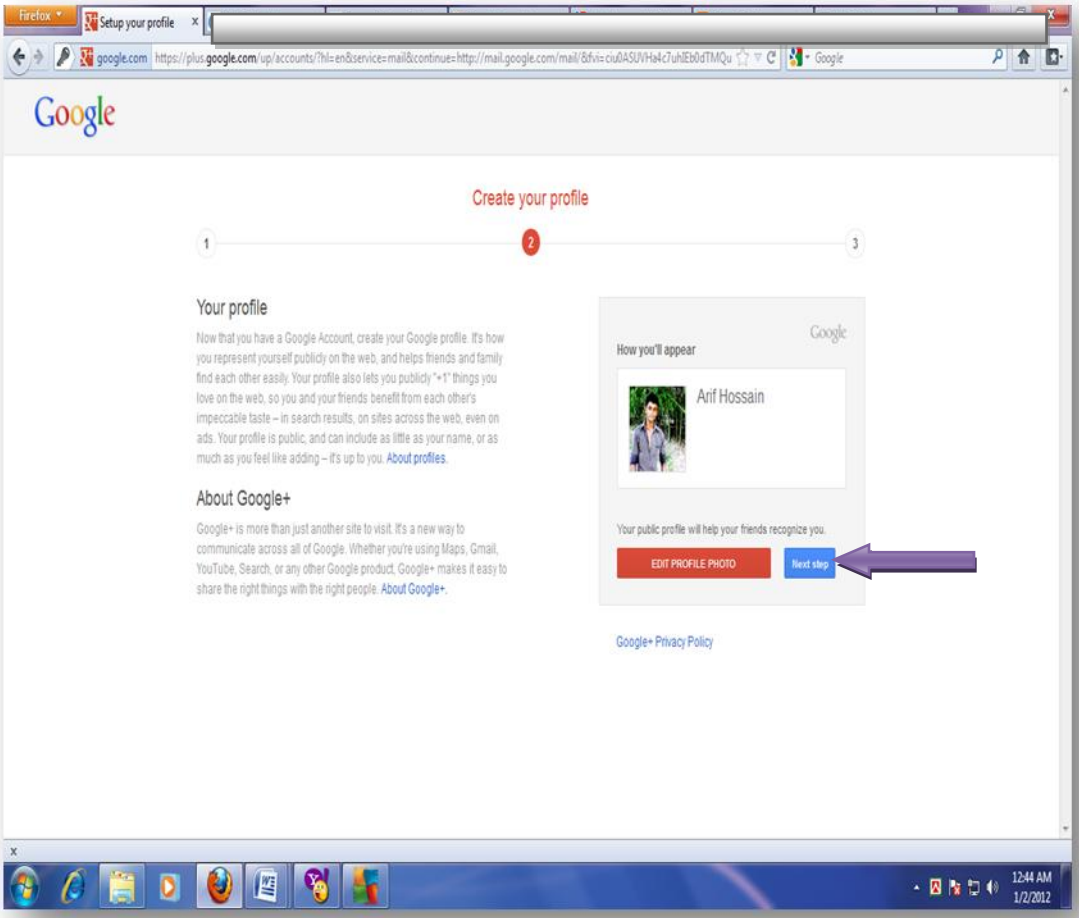

চিত্র() : Gmail এর একাউন্ট ছবি যোগ করা শেষে এরপর Next step এ ক্লিক করুন।

তারপর একটি Welcome massege দেখতে পাবেন। এবং এই পেজে আপনার নতুর ই-মেইল এড্রেসটিও দেখতে পাবেন।

এবার আপনার জি-মেইল একাউন্ট দেখার জন্য Continue to Gmail এ ক্লিক করুন।

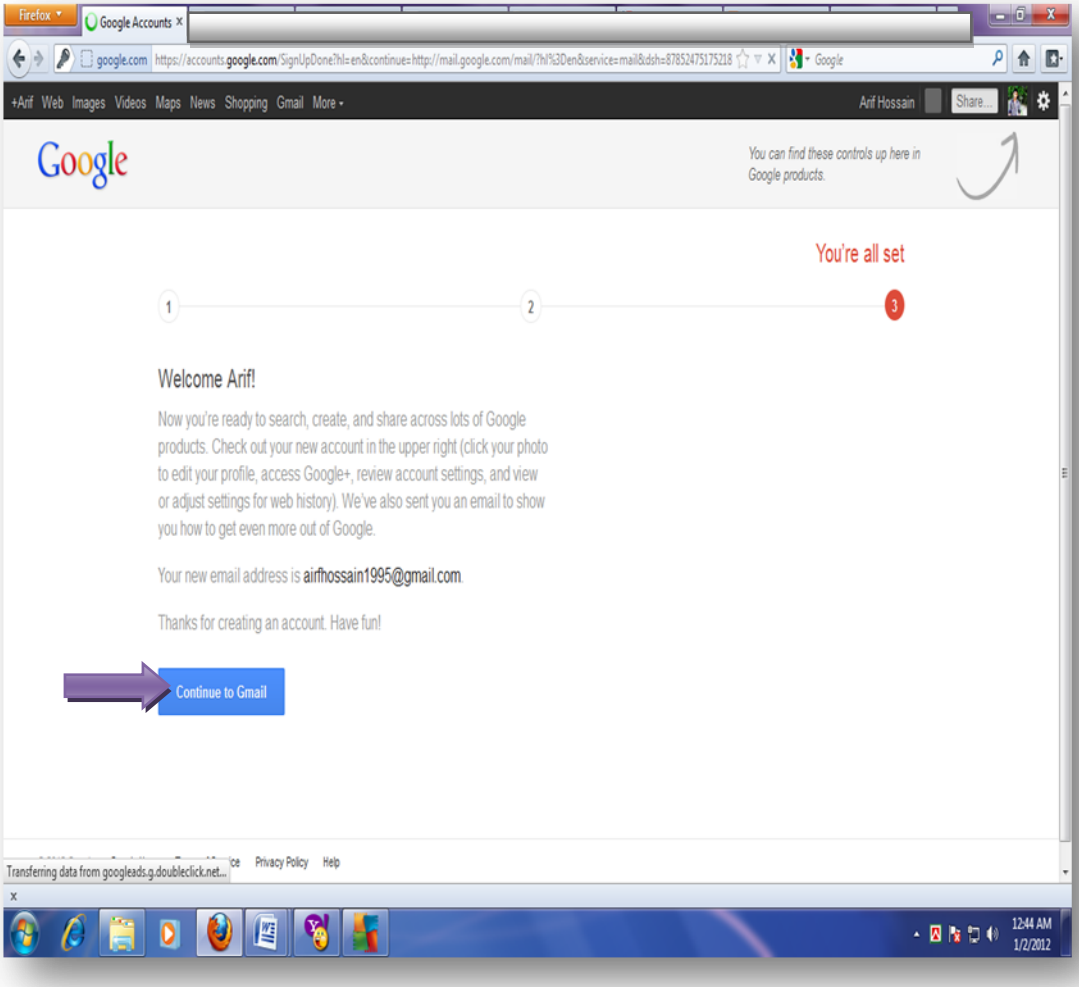

চিত্র() : এবার আপনার জি-মেইল একাউন্ট দেখার জন্য Continue to Gmail এ ক্লিক করুন।

এবং আপনার একাউন্টকে জি-মেইল এর নতুন ডিজাইনসহ দেখার জন্য Continue to new look ক্লিক করুন।

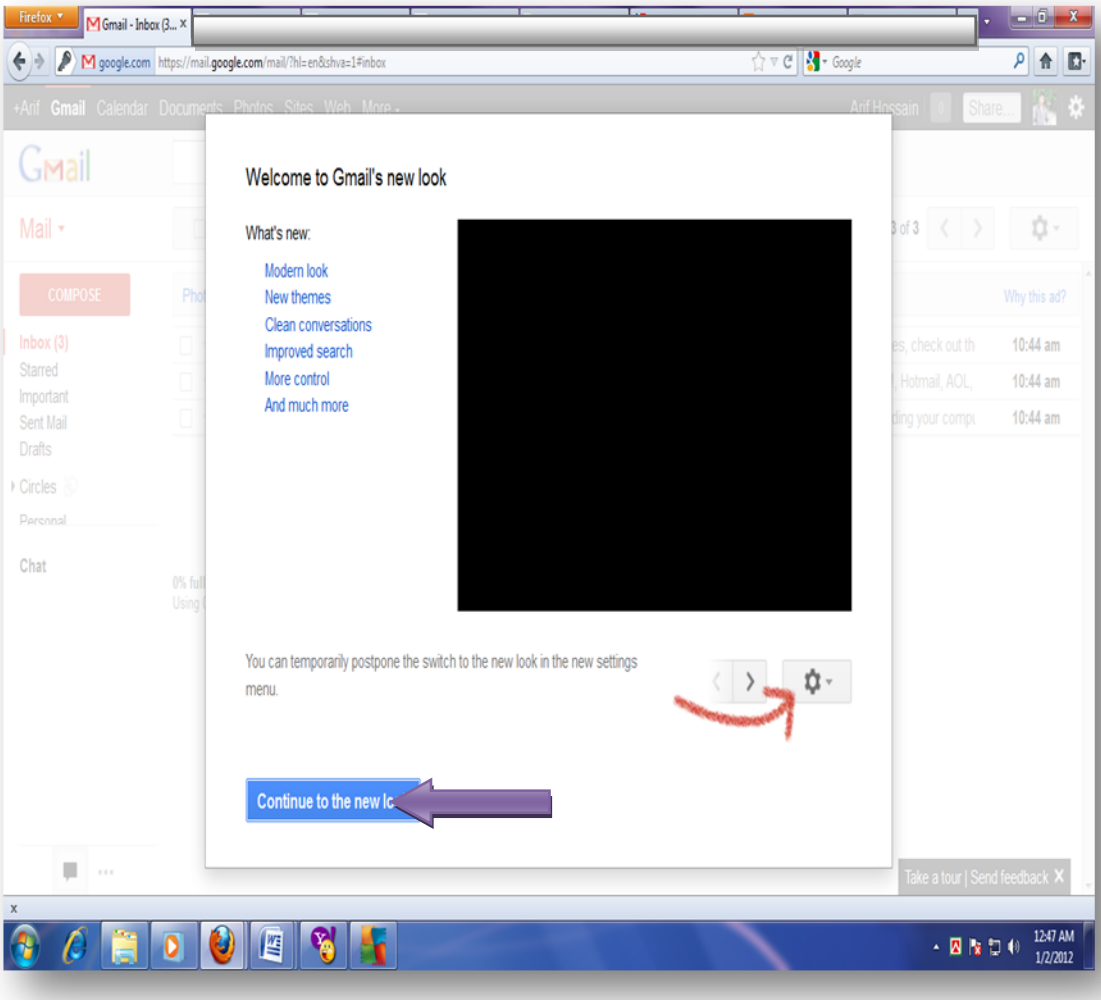

চিত্র() :এবার জিমেইল এর নতুন ডিজাইনসহ দেখার জন্য Continue to new look ক্লিক করুন।

এর পর কিছু সময় অপেক্ষা করুন, তারপর যে পেজ আসবে সেটি হচ্ছে আপনার ই-মেইল Account. এখান থেকে আপনি আপনার সব ই-মেইল পড়তে ও পাঠাতে পারবেন।

আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার Account প্রাথমিকভাবে তিনটি মেইল এসে গেছে। তো আপনার ই-মেইল একাউন্ট এর প্রথম মেইলটি পড়ে নিন দেখুন কি মেইল Gmail Team আপনার একাউন্ট এ কি মেইল পাঠিয়েছে ।

প্রথমে Gmail Team লেখা লাইনটির উপর আপনার মাউসের কার্সারটি নিয়ে যান এবং ক্লিক করুন।

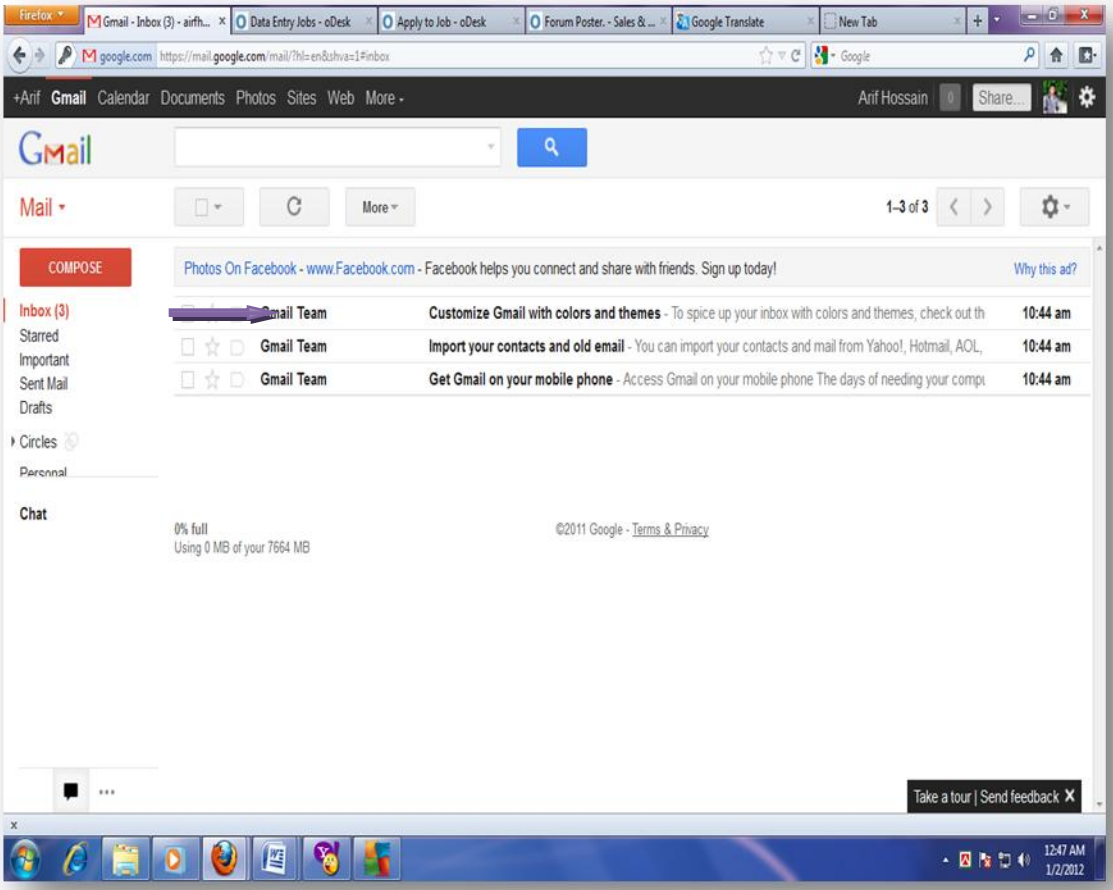

চিত্র : Gmail Team লেখা লাইনটির উপর আপনার মাউসের কার্সারটি নিয়ে যান এবং ক্লিক করুন।

আপনার Gmail Accountকে আরও সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য একটি Customize Gmail মেইলটি পাঠিয়েছে। এর মাধ্যমে আপনি চাইলে আপনার একাউন্টকে আরও সুন্দর এবং কালার ফুল করতে পারবেন।

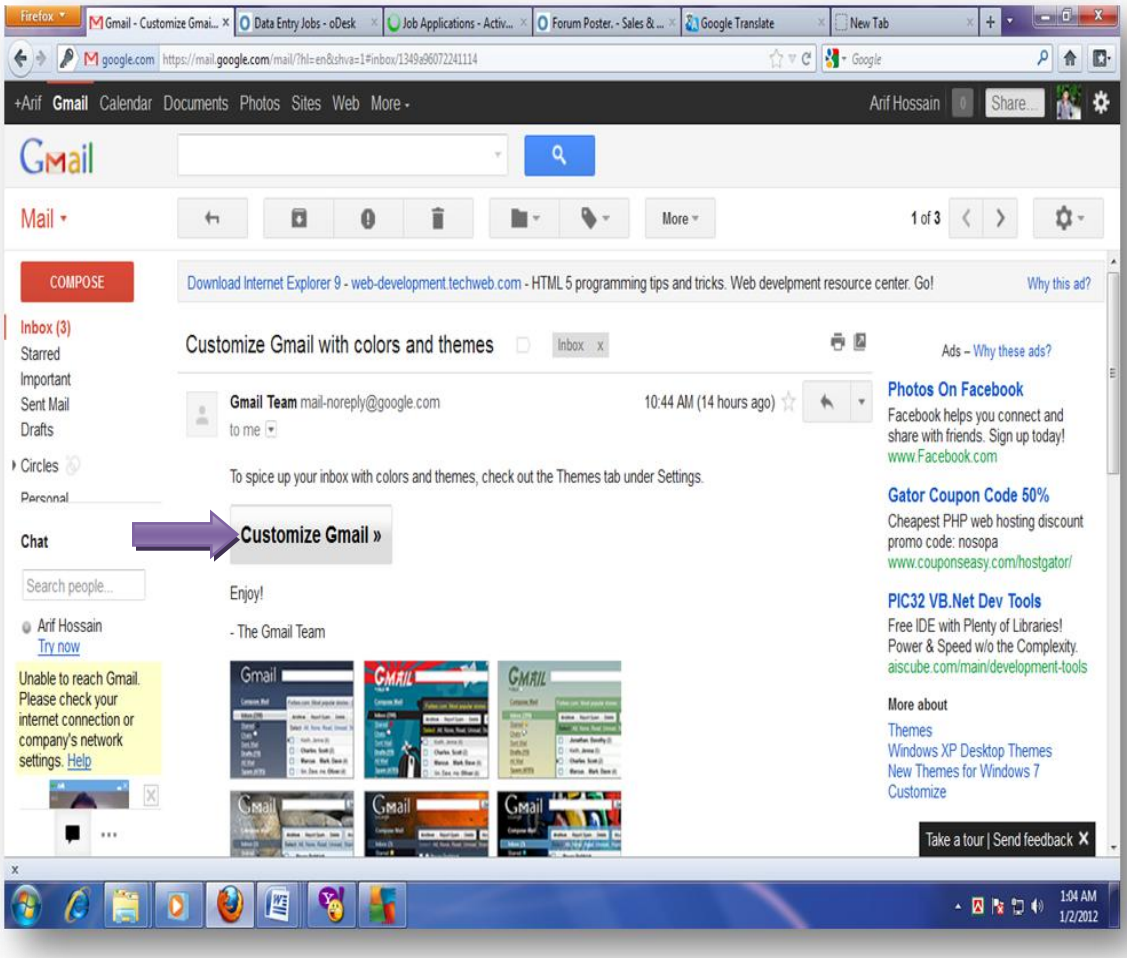

চিত্র :Customize Gmail এর মাধ্যমে আপনি চাইলে আপনার একাউন্টকে আর সুন্দর এবং কালার ফুল করতে পারবেন।

আপনি অনেক সময় দেখবেন যে আপনি অনেক মেইল আপনার inbox এ দেখতে পাচ্ছেন কারণ। inbox ছাড়াও আপনার একাউন্টে আরো একটা অপশন রয়েছে যার নাম হলো Spam। তাই Gmail আপনারা কোন মেইল যদি inbox না দেখতে পান তবে আপনার একাউন্টের Spam অপশনটি চেক করবেন।

Spam চেক করার জন্য আপনার একাউন্টের বামপাশের মেনু থেকে Spam অপশনটিতে ক্লিক করুন।

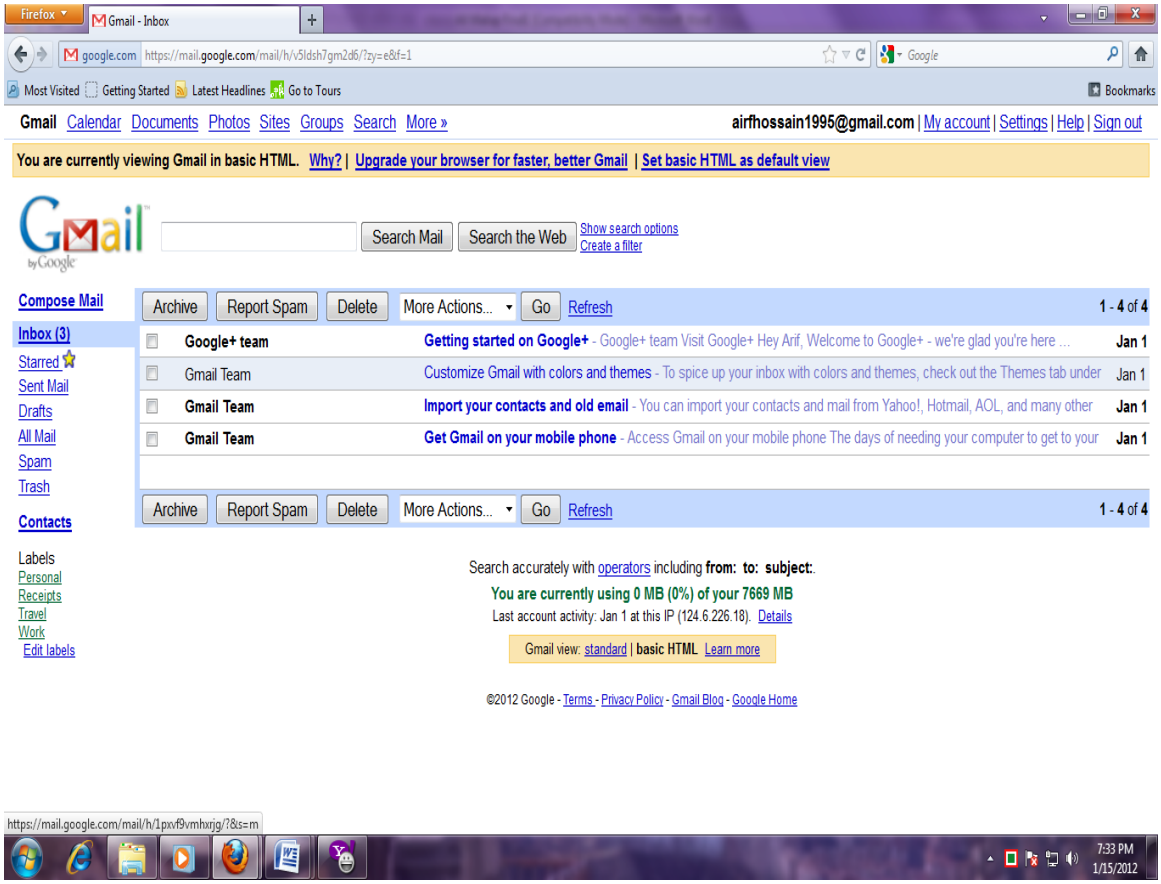

এখন যে পেজটি দেখতে পাচ্ছেন এটাই হল সেই Spam পেজ। যেখানে আপনি আপনার inbox অদৃশ্যমান মেইলগুলো দেখতে পাবেন।

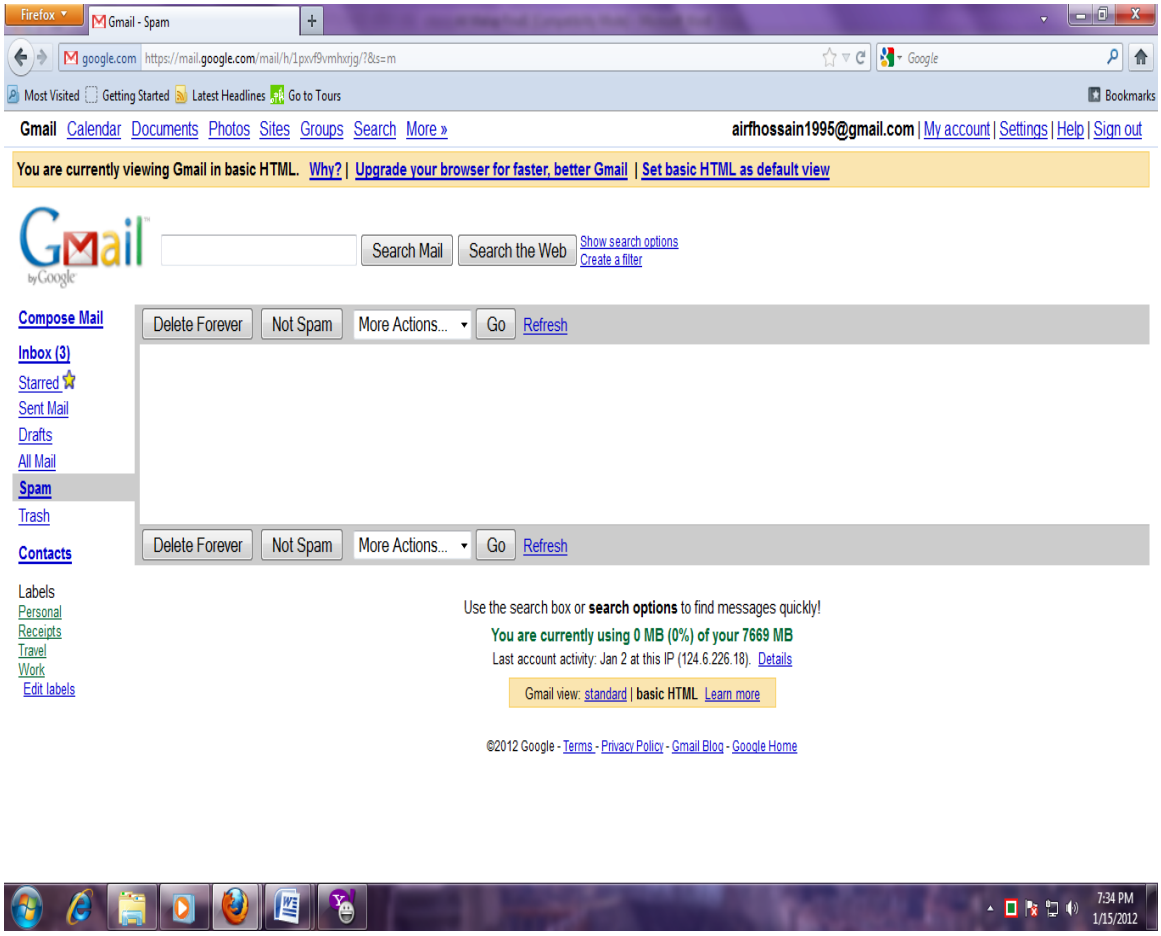

Gmail একটি খুবই জনপ্রিয় ই-মেইল সার্ভিস প্রভাইডার। Gmail এ সবাই এ ই-মেইল একাউন্ট তৈরিতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন এর উন্নত নেটওয়ার্কের জন্য । Gmail এর জনপ্রিয়তা রয়েছে বিশ্বজুড়ে, বিশেষ করে অনলাইনে প্রফেশনাল লোকেরা Gmailকে বেশি অগ্রাদিকার দিয়ে থাকেন। Google এর নিজস্ব অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বলে Google এর সকল ক্ষেত্রে সাইন আপ বা অংশগ্রণ করার ক্ষেত্রে Gmail এর একাউন্ট প্রয়োজন হয়। তাছাড়া জি-মেইলে রয়েছে ই-মেইল সার্ভিসের বিভিন্ন সুবিধা।

প্রশ্নপর্বঃ

আপনাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের রয়েছে Book Support center। আর এই বুক সাপোর্ট সেন্টারের ই-মেইল এড্রেস হল infobook7@gmail.com যা আপনার সমস্যার সমাধান এবং এই বই সম্পর্কে যেকোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি আছে সবসময়। তাই আপনার যদি এই বইয়ে কোন কিছু বুঝতে সমস্যা হয় বা আপনার যদি কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে মেইল করুন এই ঠিকানায় infobook7@gmail.com।

প্রফেশনাল বুকস ঃ

১. বিগীনিং জুমলা
২. অ্যাডভান্সড জুমলা
৩. বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস
৪. ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান
৫. ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২
৬. ই-কমার্স এন্ড জুমলা! ভার্চুমার্ট
৭. ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিমওয়েভার
৮. সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
৯. ফরেক্স ট্রেডিং
১০. অ্যাডভান্স ওর্য়াডপ্রেস
১১. ই-মার্কেটিং
১২. ই-কমার্স
১৩. অ্যাডভন্স সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
১৪. এইচ টি এম এল- ৫
১৫. সি.এস.এস এন্ড ডিভ
১৬. পি এইচ পি অ্যান্ড মাই এস কিউ এল
১৭. জুমলা! টেমপ্লেট মেকিং
১৮. গ্রাফিক্স ডিজাইন
১৯. আউটসোর্সিং এবং ওডেস্ক
২০. এফিলিয়েট মার্কেটিং

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
মোঃ মিজানুর রহমান

৩য় অধ্যায়
পিটিসি (পেইড টু ক্লিক)

পিটিসি কি ?

আপনারা অনেকেই হয়ত শুনে থাকবেন যে ক্লিক করলেই টাকা পাওয়া যায়, যত ক্লিক করবেন তত টাকা পাবেন যদিও এই রকম ভাবেই এই পিটিসির প্রচার করা হয় (পেইড টু ক্লিক)। কথাটা খানিকটা সত্যি হলেও সম্পর্ণ সত্যি নয়। তবে এটা সত্যি যে কাজটি খুবই সহজ। আপনি যদি এই সকল পিটিসি সাইটে গিয়ে তাদের সদস্য হন (তবে যেখানে টাকা লাগবে সেখানে নয়)। এরপর সেই সকল পিটিসি সাইটের সকল নিয়ম-কানুন মেনে তাদের নির্দিষ্ট এ্যাডগুলো ক্লিক করেন। আর সেই জন্য আপনার প্রতি এ্যাডে ক্লিক করায় আপনার একাউন্টে টাকা জমা হবে। আর এখানে যারা এ্যাড দিয়েছেন তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনি ক্লিক করলে যে টাকা পাবেন তার বিনিময়ে তাদের বিজ্ঞাপন দেখবেন। যদি এভাবে যথেষ্ট পরিমাণ আয় করতে চান তাহলে কঠিন বিষয় শুর" হবে।

তাই আপনার যদি বেশি পরিমাণ আয় করতে চান তাহলে নিম্নের নিয়মগুলো অনুসরণ করে চলুন। মনে করুন আপনি ক্লিকসেন্স এর সদস্য হলেন। আপনি এক দিনে কয়টি ক্লিক করতে পারবেন তা কিছু শর্তের উপর নির্ভর করবে। সাধারণভাবে আপনি ১০ থেকে ১৫ টি এ্যাডে ক্লিক করতে পারবেন। এই ভবে ক্লিক করার মাধ্যমে আপনার মাসে ৫ ডলার বেশি আয় করতে পারবেন না। আপনি যদি এইভাবে আরো বেশ কয়েকটি সাইটের সদস্য হন তাহলে সর্বোচ্চ ৬০-৭০ ডলার আয় করতে পারেন। আর আপনি যদি অন্য কাউকে এখানকার সদস্য করে দিতে পারেন (কোন খরচ ছাড়াই) তাহলে তিনি ক্লিক করলে তার ভাগও আপনি পাবেন। কিন্তু তার ক্লিকের টাকা সে সম্পূর্ণ পাবে। আর আপনি এইভাবে যত সদস্য বৃদ্ধি করবেন আপনার আয় তত বাড়বে। বাস্ড়বে যদি বণ্ঢগ, ওয়েবসাইট, ফেসবুক, ই-মেইল ইত্যাদি ব্যবহার করে আপনি চাইলে অনেক সদস্য বৃদ্ধি করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তাদের মাধ্যমে আয় আপনার নিজের আয়ের বহুগুণ বেশি হবে। তবে আপনি নিশ্চই বুঝতে পারছেন যে এখানে আয় করা যতটা সহজ

ভেবেছিলেন এখন তা তার চেয়ে একটু কঠিন। তবে একটা ভাল উপায় আছে তা হল আপনাকে জনপ্রিয় ব- গ বা বহু ফলোয়ার সহ ফেসবুক একাউন্ট তৈরি করতে পারেন। আর আপনি চাইলে আরেকভাবে আয় বাড়াতে পারবেন তাহল আপনি টাকা দিয়ে বিনামূল্যের সদস্য থেকে প্রিমিয়াম সদস্যপদ নিতে পারেন। এর ফলে নিশ্চিতভাবে বেশিসংখ্যায় বেশি টাকার বিজ্ঞাপনে ক্লিক করার সুযোগ পাবেন। সেইসাথে আপনার সদস্যের মাধ্যমে যারা সদস্য হবেন তাদেও টাকাও পাবেন। কিন্তু আমরা যেহেতু এখানে নতুন আয় করছেন সেহেতু ইনভেস্ট বা ঝুঁকি নিয়ে কোন কিছু করবেন না। আপনারা যদি এই সকল উপায় অবলম্বন করেন তবে আপনার পক্ষে পিটিসি থেকে হাজার ডলারও আয় করা সম্ভব। আরেকটি বিষয় মনে রাখবেন তাহল অনেক পিটিসি সাইট অত্যন্ড় মনোলোভা বিজ্ঞাপন দেয়, কাজ করলে আপনার একাউন্টে টাকা জমেবে সেটা দেখা যায় কিন্তু সেই টাকা পাওয়া যায় না। তবে আপনাদেও সুবিধার্থে পিটিসি এর স্কেম সাইট এর একটি তালিকা তুলে ধরা হয়েছে। কাজেই কারো সদস্য হওয়ার আগে আপনার জেনে নেয়া প্রয়োজন সেই সাইট নির্ভরযোগ্য নাকি ভুয়া। একটা সমস্যার কথা আপনারা হয়ত শুনেছেন যে, বাংলাদেশে পেপলের মাধ্যমে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা না থাকা। অনেক পিটিসি সাইট কেবলমাত্র পেপলের মাধ্যমে টাকা দেয়। শুধুমাত্র একারণেই আপনি সেই পিটিসি সাইট ব্যবহারের সুযোগ পাবেন না ? এখন তা আর ভাববেন না কারণ পেপালের আমদের দেশে সফল ভাবে আগমন হচ্ছে। তোখন হয়তো আপনাদের এই পেমেন্ট নিয়ে কোন চিন্ড়া করতে হবে না। কারণ এই পেপালের জন্য আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই পেমেন্ট সমস্যায় পরতে হত। তবে আপনারা যদি বুঝে শুনে বেশি সময় দিয়ে এই পিটিসি সাইটে কাজ করতে পারেন তাহলে এই পিটিসি এর মাধ্যমে আপনিও হাজার ডলার আয় করতে পারবেন। এখানে যারা সফল হতে চান তারা একটা কথা মনে রাখবেন আপনারা এখানে কাজ করতে চান করুন আয়ের পরিমান কম তাও ঠিক আছে তবে যদি নিয়ম অনুযায়ী চেষ্টা করেন এবং বেশি করে সময় দিন তাহলে আয়ের পরিমাণ আস্ড়ে আস্ড়ে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে ।

কিন্তু কখনো ধৈর্য হারাবেন না।

পিটিসি কেন ?

পিটিসি হল এমন এক ধরনের সহজ কাজ যেখানে ক্লিক করেই আয় করা যায়। তবে অনেক এর মনে প্রশ্ন জাগে যে শুধু ক্লিক করার জন্য কেন টাকা পাওয়া যায় ? আসলে পিটিসির ওয়েবসাইটগুলো শুধু ক্লিক এর জন্য আপনাকে টাকা দেয় না এই ক্লিকের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কোম্পনির মার্কেটিং করে থাকে। এই পিটিসি সাইটের মূল উদ্দেশ্য হল কোন প্রোডাক্ট, সেবা বা কোন কোম্পানিকে অনলাইন গ্রাহকদের নিকট তুলে ধরা এবং সেই প্রোডাক্ট, সেবা বা কোন কোম্পানির গ্রাহকের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। আর এই

প্রোডাক্ট, সেবা বা কোম্পানির গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য কোম্পনিগুলো পিটিসি সাইট এর মাধ্যমে এদের এ্যাড দিয়ে থাকে এবং পি টি সি সাইট সল্প অর্থের বিনিময়ে সেই প্রোডাক্ট, সেবা বা কোম্পানির এই এ্যাড গুলো প্রদর্শনে গ্রাহকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং গ্রাহকরাও তা অর্থের বিনময়ে দেখতে আগ্রহী হন এতে করে গ্রাহকদের নিকট সেই প্রোডাক্ট, সেবা বা সেই কোম্পানির এ্যাড খুব সহজে পৌঁছে যায় এবং গ্রাহক সেই পন্যের বা কোম্পানি সম্পর্কে অবগত হয়। এছাড়া পিটিসি সাইট এর আরেকটা গ্রাহক বৃদ্ধি পদ্বতি হল রেফার করা । রেফার কারার মাধ্যমে একাটি বোনাস এর ব্যবস্থা রেখেছে এই পিটিসি সাইট অর্থাৎ যারা এই পি টি সি সাইট এর সদস্য তারা যদি তাদের নিজস্ব রেফার আইডর মাধ্যমে অন্য কাউকে এই সাইটের মাঝে অন্ড়ভুর্ক্ত করাতে পারে তবে সেই সদস্যকে পি টি সি সাইট অন্য জনকে ঢুকানোর জন্য সেই রেফারালের আয়ের উপর কমিশন দিয়ে থাকে। এভাবেই পি.টি.সি সাইট মার্কেটিং করে থাকে। অর্থাৎ পি টি সি সাইট এর প্রধান কাজ হল এ্যাড দেখানো এবং এই এড দেখতে আগ্রহি করার জন্য পেমেন্ট এর ব্যবস্থা করা। তাই পি.টি.সি সাইট কে এ্যাডব্রাইটাইস কোম্পনিও বলা হয়।

রেফারাল কি ?

পিটিসি সাইট এ আপনি শুধু নিজস্ব ক্লিক এর উপর নির্ভর করে আয় করলে আপনি তেমন বেশি আয় করতে পারবেন না। পিটিসি সাইট থেকে বেশি পরিমাণ আয় করতে হলে আপনাকে অবশ্যই রেফারাল এর ক্লিক এর উপর নির্ভরশীল হতে হবে। তো আপনার যত বেশি রেফারাল (অবশ্যই Active member) থাকবে আপনি তত বেশি আয় করতে পারবেন। এই রেফারেল আপনি পাবেন আপনার পিটিসি সাইট এ যে রেফারাল আইডি বা রেফারাল ব্যানার আছে এই আইডি বা ব্যানার যদি কোন ব- গ বা ওয়েবসাইট এ পোস্ট হিসেবে দেন এবং এর মাধ্যমে যদি কেউ সেই পিটিসি সাইটিতে Sign up করে বা করাতে পারেন তহলে সে আপনার রেফারাল হয়ে যাবে।

তাছাড়া আপনারা যদি রেফারাল এর মাধ্যমে বেশি পরিমাণ আয় করতে চান তবে ‘‘ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২” বইটি দেখতে পারেন। ‘‘ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২” বইটিতে কিভাবে রেফারাল বৃদ্ধি করা যায় তা বিস্ড়রিত আলোচনা করা হয়েছে।

পিটিসি সাইট থেকে আয় এর একটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল :

এটা খুবই ভাল যদি আপনার নিয়ন্ত্রণে ২০ জন active রেফারাল থাকে,

আপনি প্রতিদিন এড দেখতে পাবেন = ৫; তো আপনার প্রতিদিনের আয় =০.০৫ $

২০জন রেফারাল ক্লিক=১০০;তো আপনার প্রতিদিনের রেফারাল এর মধ্যমে আয় =১.০০ $

আপনার প্রতিদিনের মোট আয় = ১.০৫ $

তো আপনি যদি একটি সাইট থেকে একদিনে ১.০৫$ পান। আর যদি আপনি এরকম আরও ১০টি সাইটে কাজ করেন তহলে আপনার প্রতিদিনের আয় পরিমাণ হয় = ১.০৫x১০ = ১০.৫০ $

এবং আপনার মাসিক আয় হবে ***= ১০.৫০*** x ***৩০ = ৩১৫ $***

৩১৫$ কিন্তু কম কিছু নয় আপনি যদি উপরের নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত এ্যাড দেখে এবং রেফারাল তৈরি করতে পারেন। তাহলে আপনিও মাসে ৩১৫$ আয় করতে পারবেন।

পিটিসি সাইটের কিছু নিয়মাবলি ঃ

পিটিসি সাইট তাদের সফল এবং সুষ্ট মার্কেটিং-এর জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে এখানে যারা কাজ করবে তাদের জন্য। তাই এখনে কাজ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই এই শর্তাবলি মেনে চলতে হবে। আর আপনি যদি এই শর্ত না মানেন তবে পিটিসি সাইট আপনার একাউন্টকে বন্ধ করে দিবে।

পিটিসি সাইটের এই শর্তগুলি হল:

ফিক্সড আইপি লাগবেঃ

পিটিসি সাইট এ কাজ করার জন্য অবশ্যই ফিক্সড আইপি লাগবে। যা আপনারা ব্রডব্যান্ড লাইন হতে পেয়ে থাকবেন। তবে এখন তা মডেমেও সম্ভব। কারণ বিভিন্ন মডেম কোম্পানি এখন ফিক্সড আইপি দিয়ে থাকে। তাই মডেম থেকে ফিক্সড আইপি পেতে আপনাকে অবশ্যই সেই মডেম সার্ভিস প্রোভাইডারকে বলতে হবে যে আপনার ফিক্সড আইপি প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আপনাকে কিছু টাকা বেশি দিতে হবে। তবে এই শর্ত শুধু পিটিসি সাইট এ কাজ করার জন্যই প্রযোজ্য।

একটি ডেস্কটপ/লেপটপ থেকে কাজ করাঃ

এই পিটিসি সাইটে আপনাকে অবশ্যই একটি ডেস্কটপ/লেপটপ এর মাধ্যমেই কাজ করতে হবে। অর্থাৎ আপনি যে কম্পিউটার থেকে সাইন আপ করেছেন এই পিটিসি সাইটে সেই কম্পিউটার থেকে কাজ

করতে হবে। কারণ পিটিসি সাইটগুলো আপনার সাইন আপের সময় আপনার আইপ এবং কম্পিউটারে নাম্বার কালেক্ট করে নেয়। আপনি যদি পরে অন্য কোথাও হতে ক্লিক করেন তবে তারা আপনার একাউন্ট বন্ধ করে দিতে পারে।

একই সময় একটি এ্যাড দেখা :

আপনি যখন আপনার পিটিসি সাইটের এ্যাড দেখেবেন তখন অবশ্যই এক সাথে সকল এ্যাডে ক্লিক করবেন না। পিটিসি সাইট এ ধরনের গ্রাহকের একাউন্ট বন্ধ করে দেয়। কারণ এতে তাদের মার্কেটিংএ বিঘ্ন ঘটে।

আপনি যখন পিটিসি সাইট এ কাজ করবেন তখন একটু সতর্কতা অবলম্বন করবেন কারণ দিন দিন এর গ্রাহক বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এর অনেক ফ্রড সাইট তৈরি হয়েছে। তো পি টি সি এর জন্য আপনার প্রথম কাজ হলো এই ফ্রড সাইট গুলোকে এড়িয়ে চলা কারন এখানে আপনি শুধু কাজই করতে পারবেন কিন্তু কোন পেমেন্ট পাবেন না।

আপনি যখন পিটিসি সাইট এ কাজ করবেন তখন একটু সতর্কতা অবলম্বন করবেন কারন এর অনেক ফ্রড সাইট তৈরি হয়েছে।

পিটিসি সাইটে কাজ করার ক্ষেত্রে বেশি রেফারাল পাওয়ার উপায় এবং পিটিসি নিয়ে আরো নতুন তথ্য সমন্বয়ে ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২ বইটিতে লেখা হয়েছে। যা আপনাদের পিটিসি সাইটের মাধ্যমে আয়ের পরিমাণ বাড়াতে এবং পিটিসি সাইটে সাফল্য অর্জনে সাহয্য করবে।

৪র্থ অধ্যায়
পিটিসি সাইটের মাধ্যমে আয়

Neobux

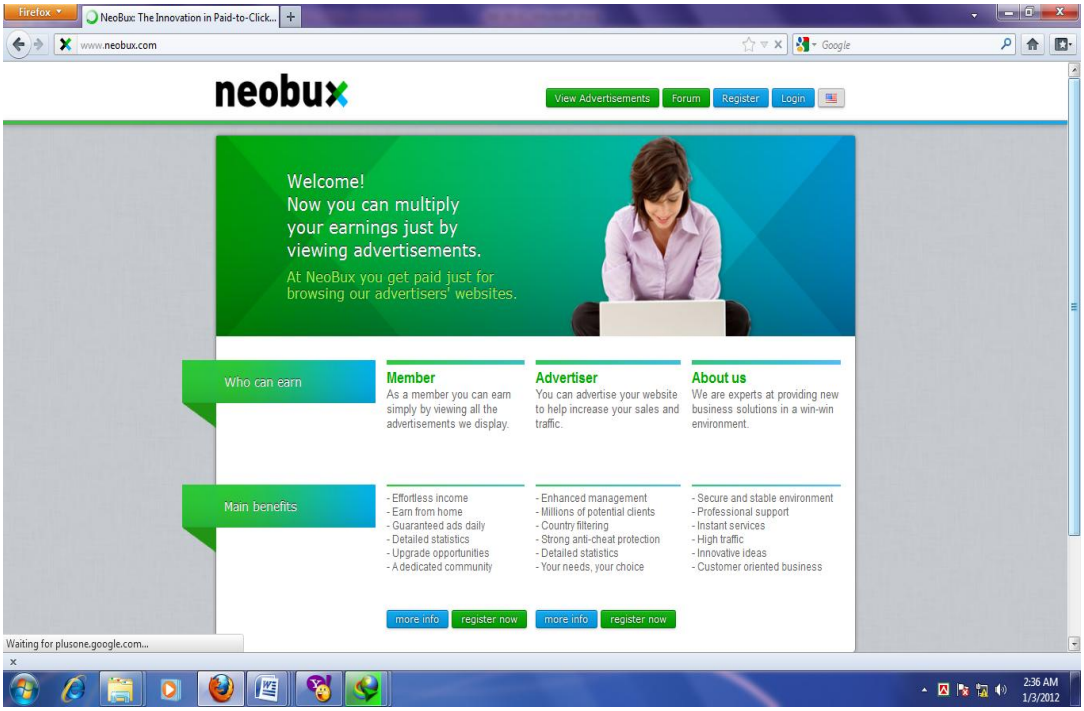

চিত্র (৩.১) : Neobux এর হোম পেইজ।

নিও বাক্স আসলে কি ?

প্রথমতঃ নিওবাক্স হল একটি পিটিসি সাইট। তবে অন্য সব পিটিসি সাইট থেকে এটি বিশ্বস্ড়। পিটিসি (PTC) পূর্ণ রূপ হল Paid to Click. অর্থাৎ আপনি ঠিক যতটি ক্লিক করবেন আপনাকে ঠিক ততই পে করা হবে।

নিওবাক্সে আপনার কাজ ?

নিওবাক্স থেকে টাকা আয় করতে হলে আপনাকে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, তবে ভয় নেই এটি সম্পূর্ণ ফ্রি। তারপর আপনি আপনার একাউন্টে লগিন করতে পারবেন। এরপর view advertisement এ ক্লিক করে তাদের বিজ্ঞাপন ভিসিট করলে আপনি পাবেন .০১ সেন্ট থেকে .০৩ সেন্ট পর্যন্ড়। আর এভাবে ১০০ বার বিজ্ঞাপন ভিসিট করলেই আপনি পেয়ে যাবেন ১ ডলার। তবে নিওবাক্সের সবচেয়ে বড় যে সুবিধা তা হল এটি সর্বনিু ২ ডলার জমা হলেই টাকা উত্তোলনের অনুমতি দেয়। টাকা উত্তোলনের জন্য আপনাকে পেপাল অথবা এলার্ট পে একাউন্ট থাকতে হবে। যারা পেপাল একাউন্ট করতে পারছেন না তারা সহজেই এলার্ট পে তে একাউন্ট খুলতে পারেন এই লিঙ্কে।

রেফারেল

এখানে টাকা আয়ের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল রেফারেল। অনেকেই শুধু রেফারেল দিয়েই মাসে ১০০০ ডলার পর্যন্ড় আয় করে থাকেন। আর সেজন্য প্রয়োজন সক্রিয় রেফারেল। তবে যাদের রেফারেল নেই তারাও ইচ্ছা করলে নিওবাক্স সাইট থেকে রেফারেল ভাড়া করতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনাকে কিছু খরচ করতে হবে। প্রথমে নিজে নিজেই শুরু করুন দেখবেন আয় খারাপ হচ্ছে না।। www.neobux.com

Neobux একাউন্ট তৈরি :

Neobux একাউন্ট তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় করণীয়গুলো নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

প্রথমে www.neobux.com এ প্রবেশ করুন।

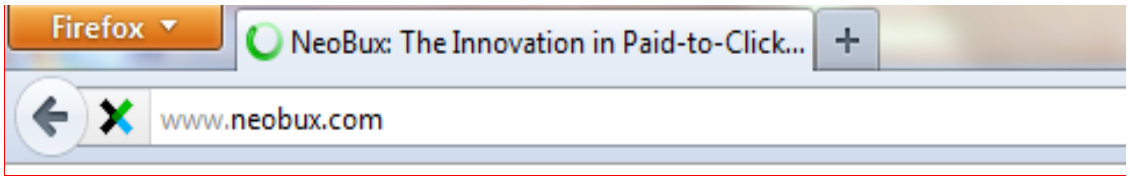

চিত্র(৩.২) : ব্রাউজারে Neobux এর এড্রেস লিখা।

এরপর Register এ Click করুন।

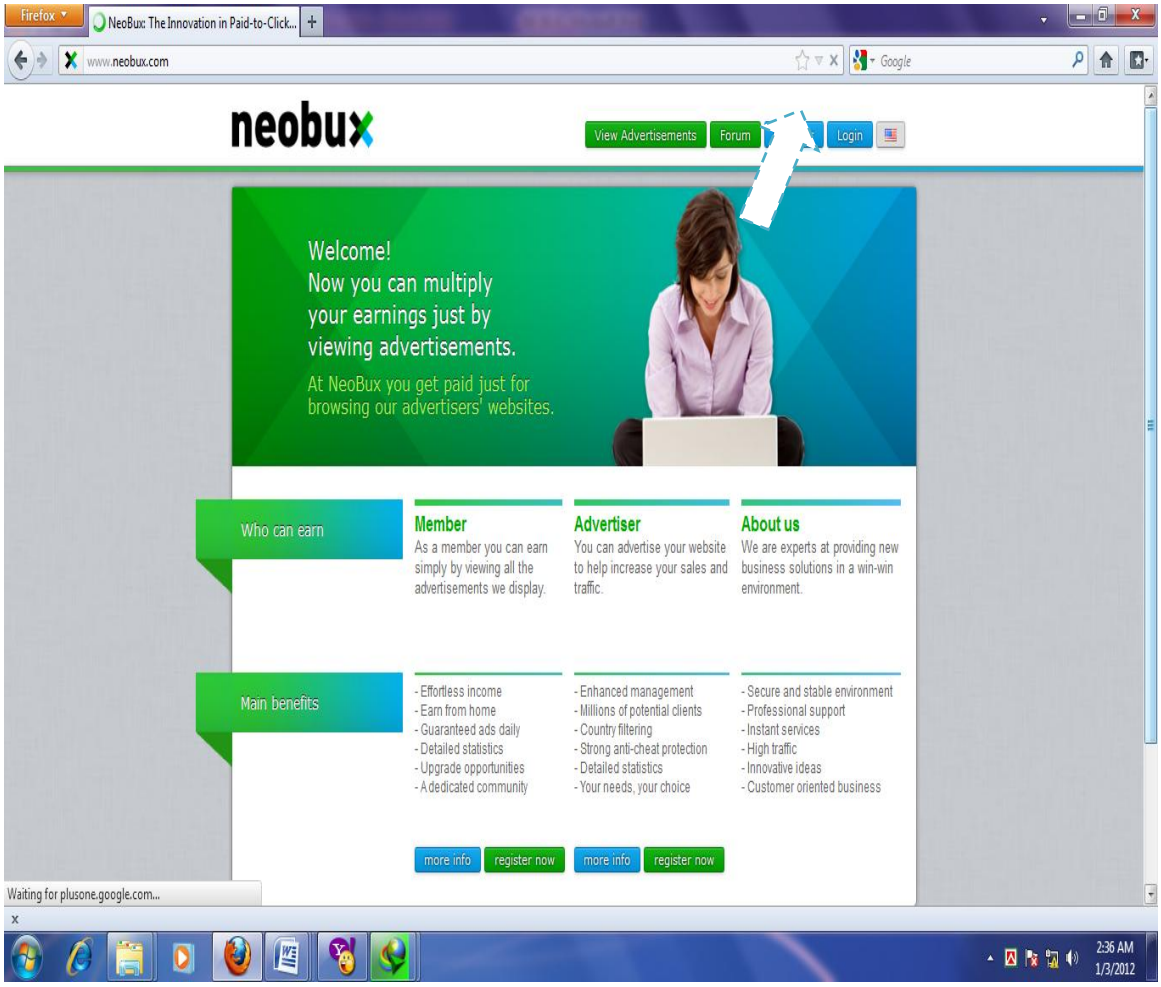

চিত্র (৩.৩) : Neobux এর হোম পেইজ থেকে Register-এ ক্লিক করা।

এরপর নিচের ছবিটির মতো একটি Page আসবে।

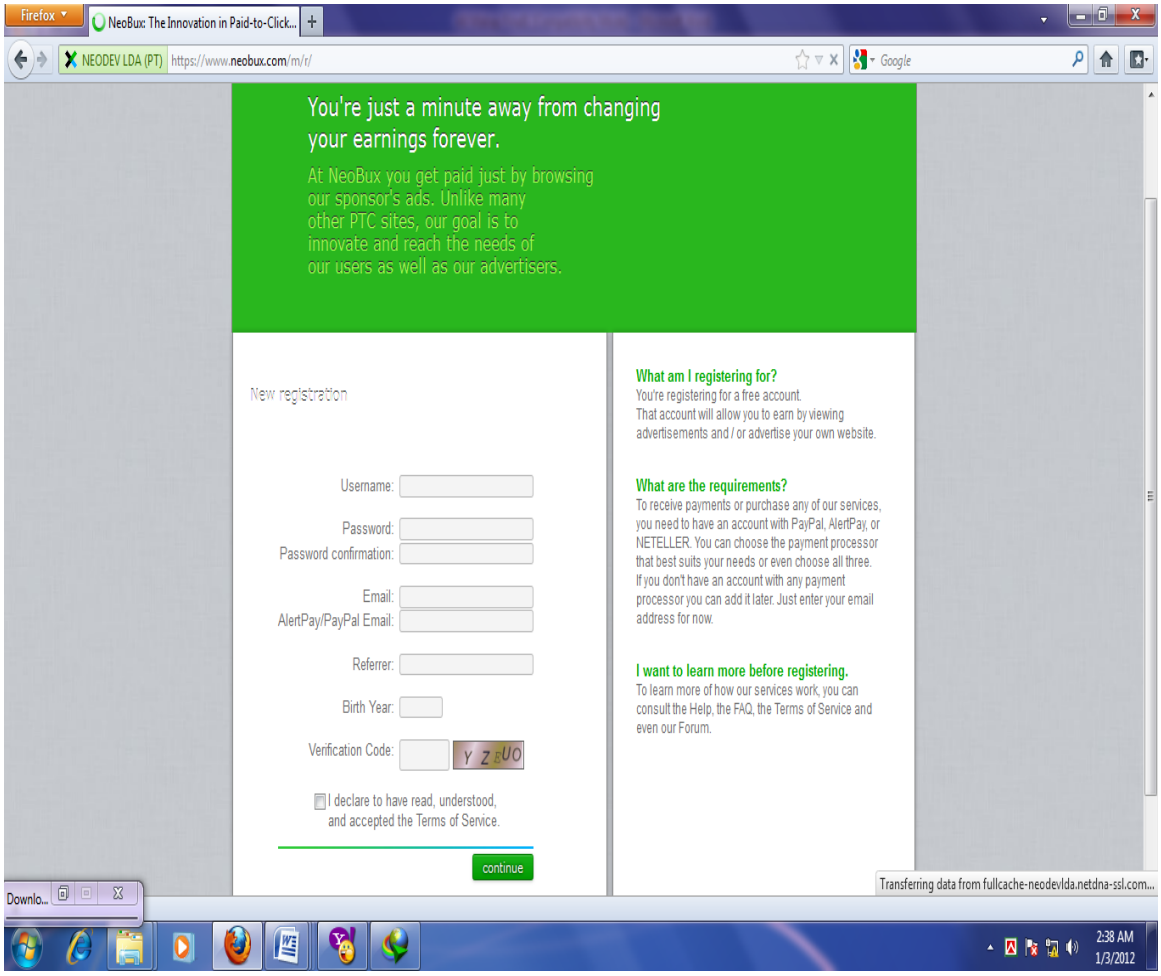

চিত্র (৩.৪) : Neobux এর রেজিস্ট্রেশন পেইজ।

এখান থেকে Username-এর জায়গায় একটি ইউজারনেম দিন যা অবশ্যই ইউনিক হতে হবে। যদি বলা হয় নামটি ব্যবহৃত তাহলে আপনি নামটি পরিবর্তন করেণ অন্য একটি নাম লিখবেন।

এরপর Password-এর জায়গায় একটি পাসওয়ার্ড দিন।

Password confirmation-এর জায়গায় আগের পাসওয়ার্ডটি হুবহু টাইপ করুন।

E-mail-এর জায়গায় আপনার ই-মেইল এড্রেসটি লিখুন।

Alertpay/ Paypal E-mail-এর জায়গায় Alertpay অথবা Paypal একাউন্ট তৈরির সময় যে ই-মেইল এড্রেস ব্যবহার করেছেন সেটি লিখুন অথবা যেটি ব্যবহার করবেন সেটা লিখুন।

Birth/Year-এর জায়গায় আপনার জন্ম সাল লিখুন।

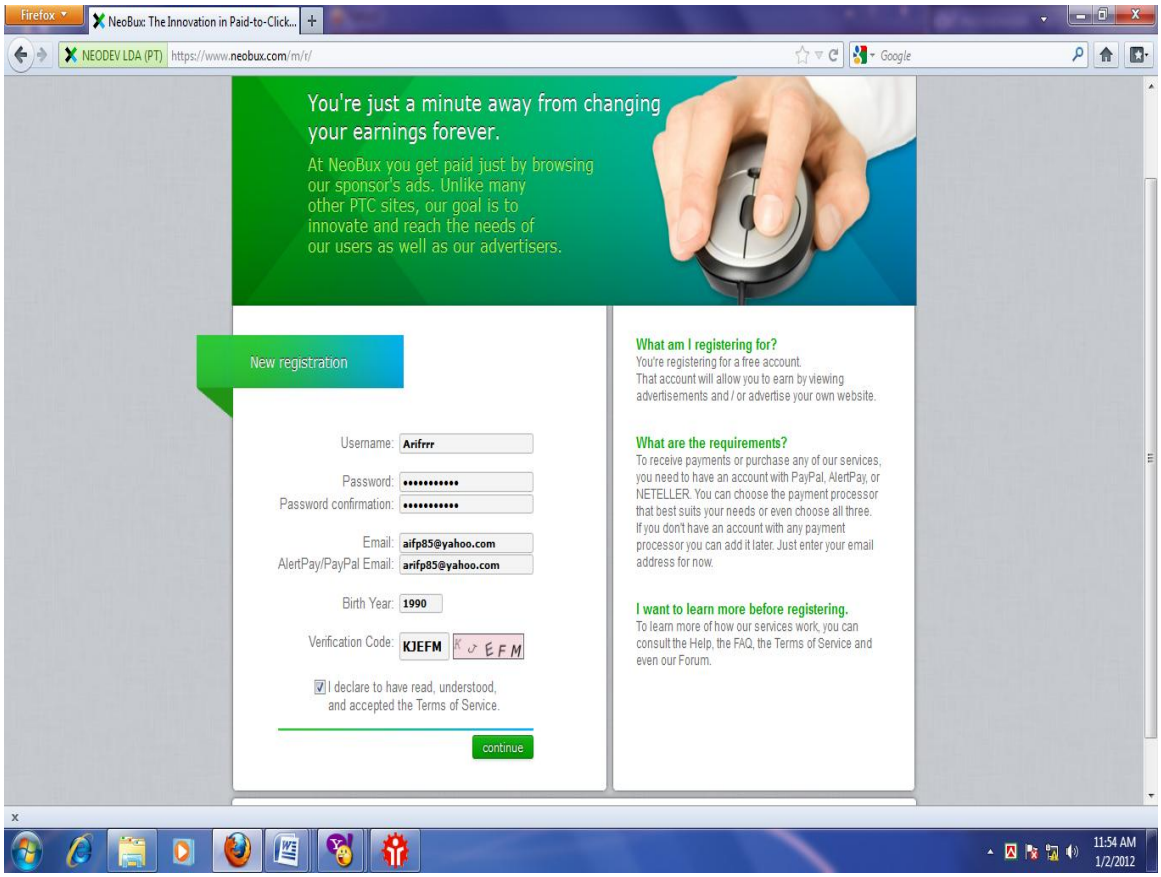

চিত্র (৩.৫) : Neobux-এর রেজিস্ট্রেশন পেইজ।

এবার Image verification-এর জায়গায় পাশে যে ক্যাপচাটি রয়েছে সেটি হুবহু লিখুন।

তারপর I declare to have read……এর পাশের চেকবক্সে Click করে টিক চিহ্ন দিন ।

এরপর সবশেষে Continue-এ Click করুন।

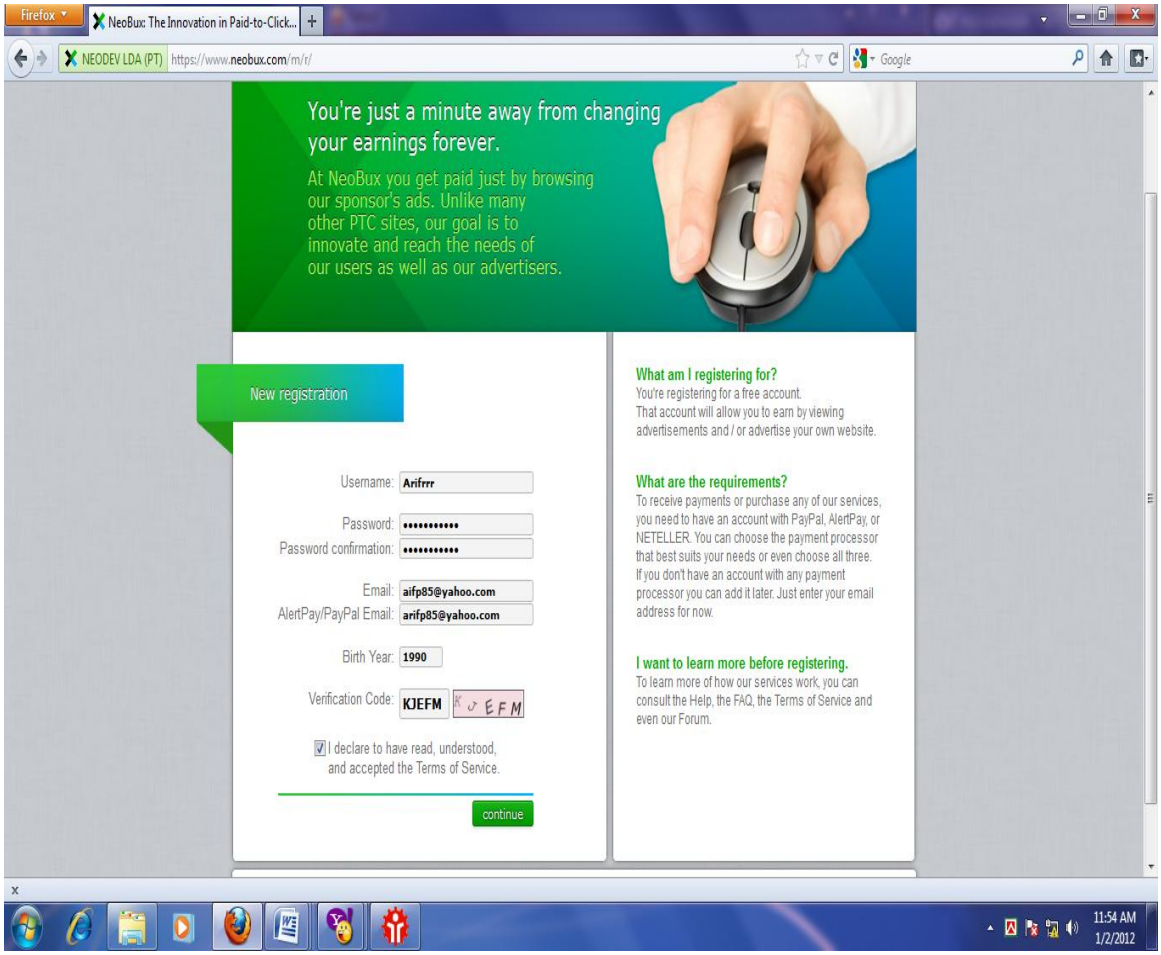

চিত্র (৩.৬) : Neobux-এর রেজিস্ট্রেশন পেইজ।

এরপর নিচের ছবিটির মতো একটি Page আসবে।

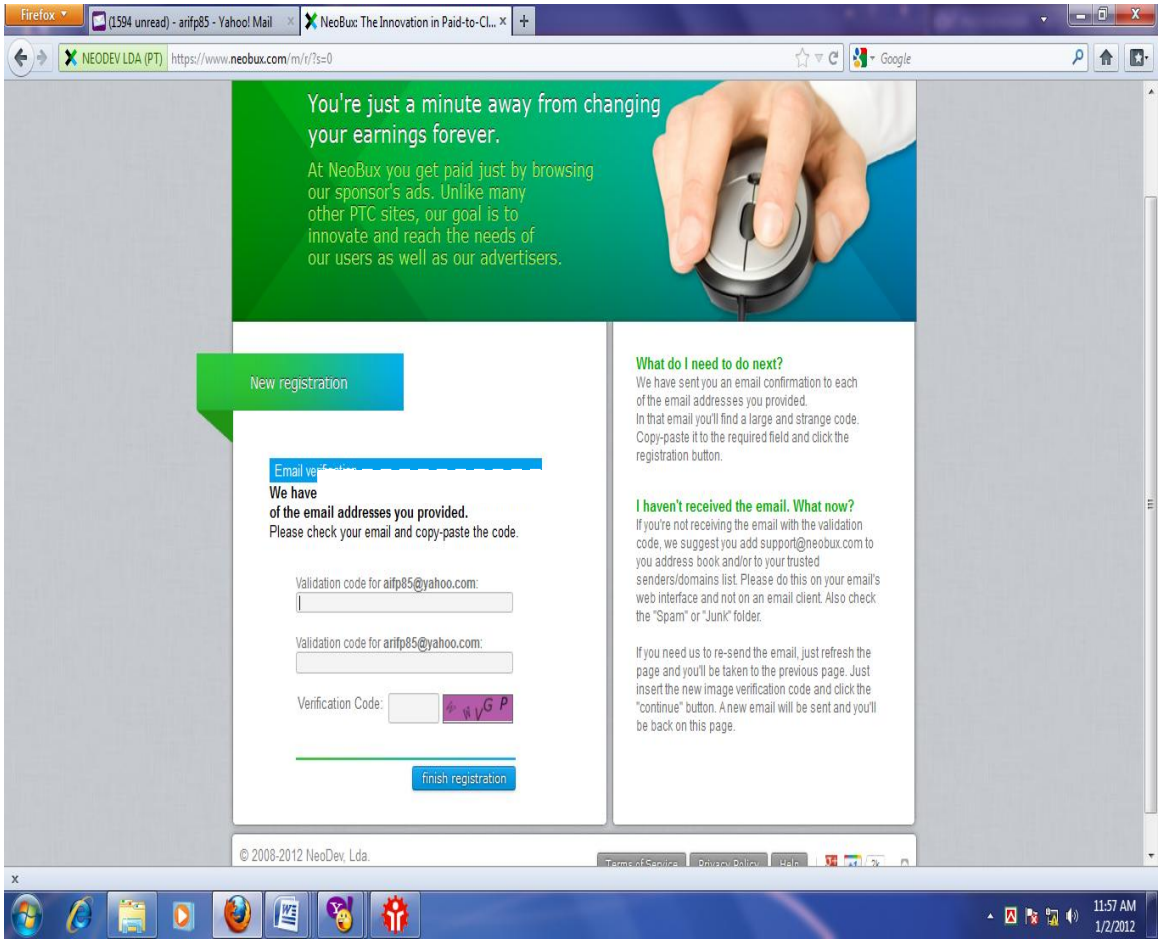

চিত্র (৩.৭) : Neobux এর ই-মেইল ভেরিফিকেশন পেইজ।

Neobux থেকে আপনার দেওয়া ই-মেইল আইডেতে একটি কনফারমেশন মেসেজ পৌঁছে গেছে। এখন এই পেইজটি রেখে নতুন একটি ব্রাউসার (ইন্টারনেট এক্সপোলার, ফায়ারফক্স, গুগুল ক্রম) বা একটি নতুন ট্যাব খুলে আপনার ই-মেইল একাউন্টটি খুলুন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখবেন সেখানে Neobux থেকে একটি ই-মেইল এসেছে। এটি আপনার Inbox-এ থাকতে পারে আবার Spam বা Junk-এ ও থাকতে পারে।

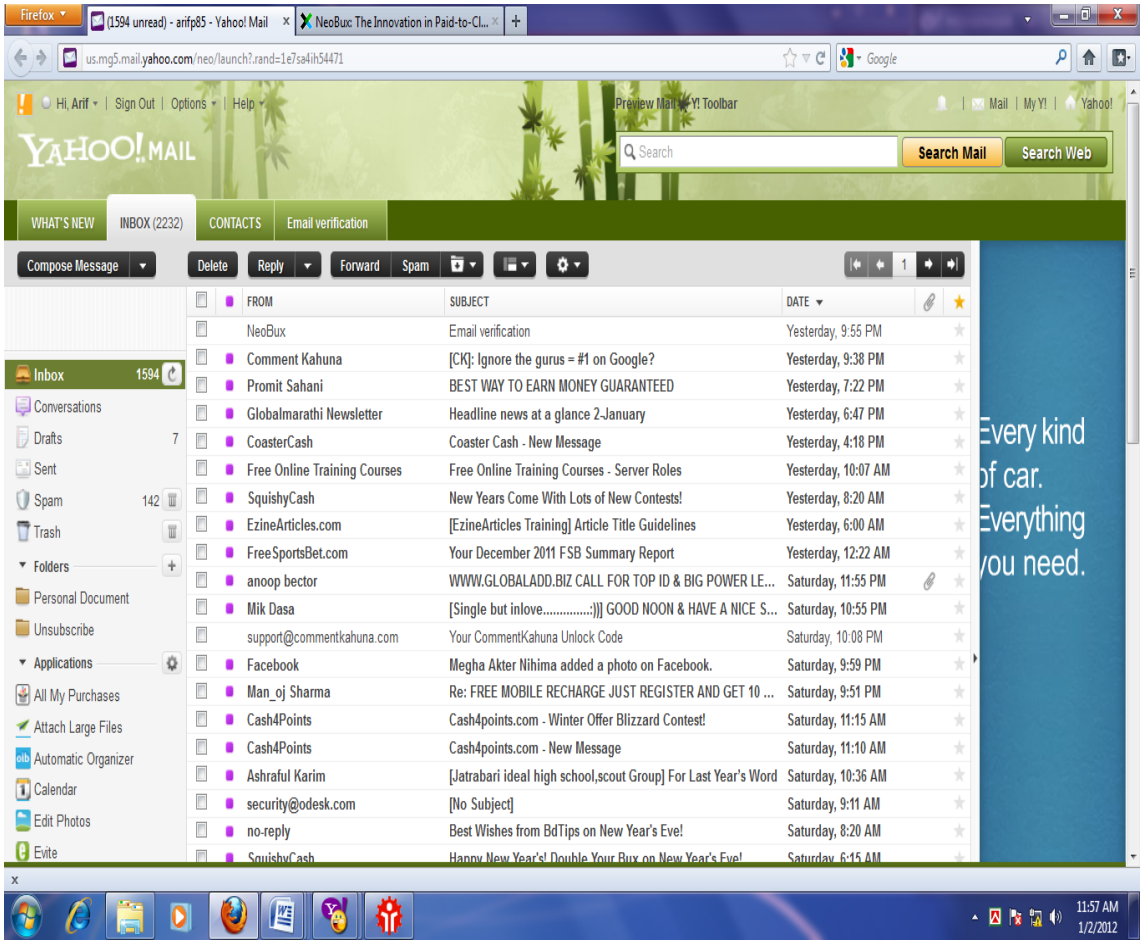

চিত্র (৩.৮) : Neobux থেকে প্রেরিত ই মেইল।

এই ই-মেইলটি খোলার পর দেখবেন সেখানে একটি Code রয়েছে এটিকে Copy করুন।

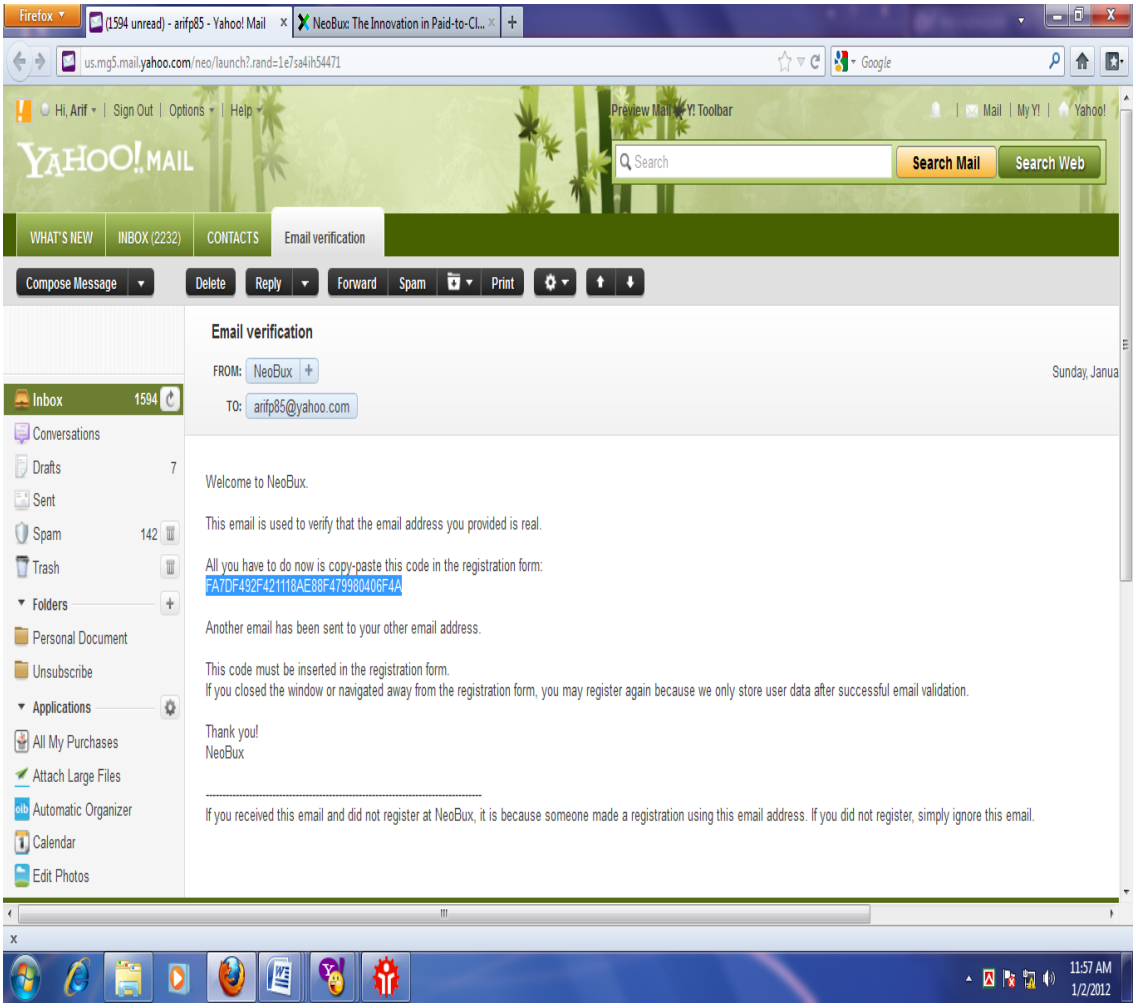

চিত্র (৩.৯) : Neobux থেকে প্রেরিত ই-মেইল এর মাঝে প্রয়োজনীয় কোড।

এবার Copy অংশটুকু আগের যে Pageটি রেখে এসেছিলাম সেখানে Validation code for.....এর নিচের বক্সে Paste করুন।

এরপর Image verification-এর জায়গায় পাশের ছবিতে থাকা word গুলো টাইপ করুন।

এরপর Finish registration-এ Click করুন।

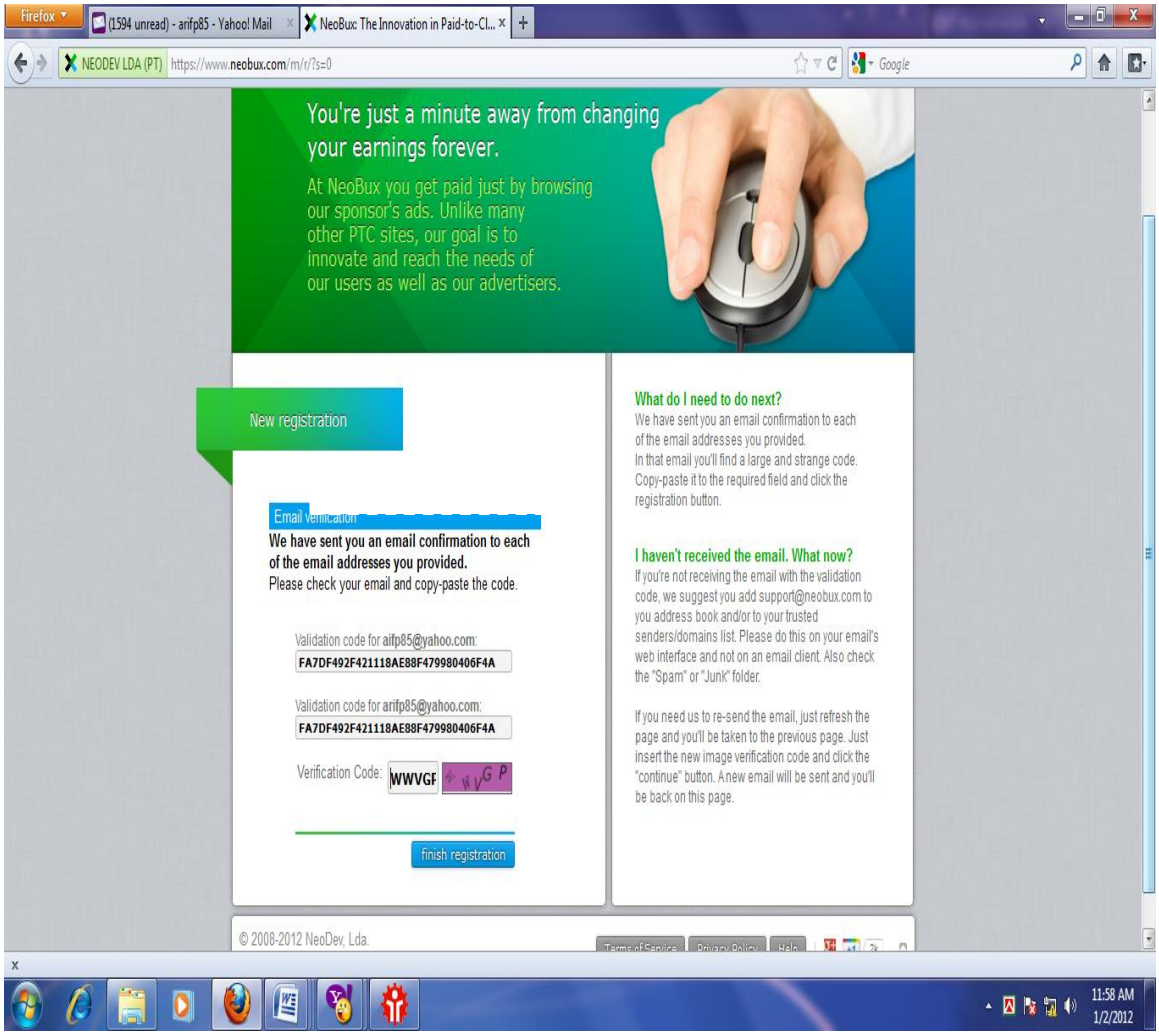

চিত্র (৩.১০) : কোডটুকু দিয়ে যথাস্থান পূরণ করা।

এবার নিচের ছবিটির মতো একটি Page আসবে।

চিত্র (৩.১১) : Neobux-এর একাউন্ট কনফার্মেশন পেইজ।

এর মাধ্যমে আপনার Neobux এ Registration হয়ে গেল।

Neobux এ কিভাবে বিজ্ঞাপনে Click করে আয় করা যায় :

এবার আপনাদের দেখাবো Neobux-এ কিভাবে বিজ্ঞাপনে Click করে আয় করা যায়।

এর জন্য প্রথমে www.neobux.com-এ ভিজিট করুন।

এরপর নিচের ছবির মত Neobux-এর হোম পেজ চলে আসবে, ছবি উপরের দিকে চিহ্নিত Login এ Click করুন।

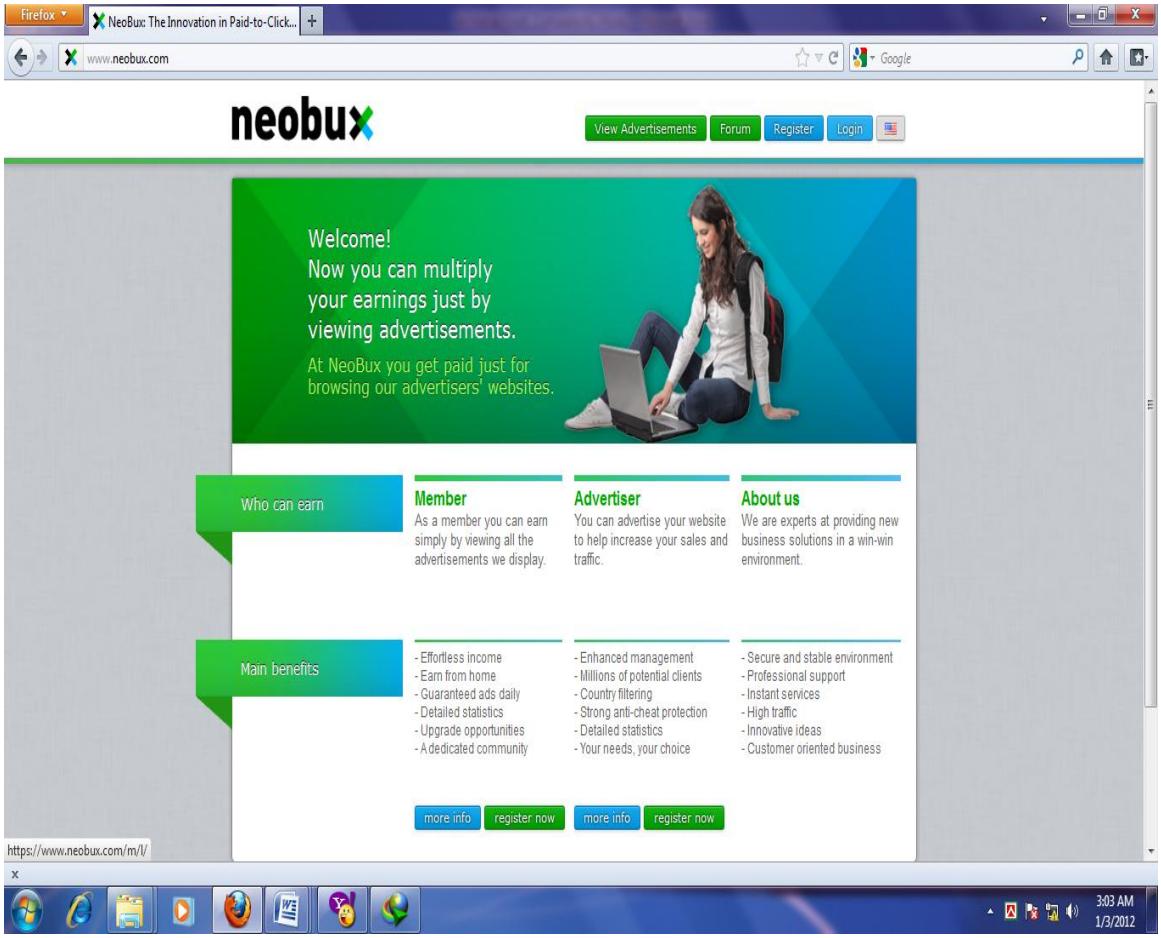

চিত্র (৩.১২) : Neobux-এর হোম পেইজ থেকে Login-এ ক্লিক করা।

যে Page টি আসবে সেখানে Username-এর জায়গায় আপনার Username টি দিন।

Password-এর জায়গায় আপনার Password টি দিন।

Secondary Password-এর জায়গাটি ফাঁকা রাখুন ।

এরপর Verification code-এ পাশের চিত্রের Word গুলো হুবহু টাইপ করুন।

এরপর Submit-এ Click করুন।

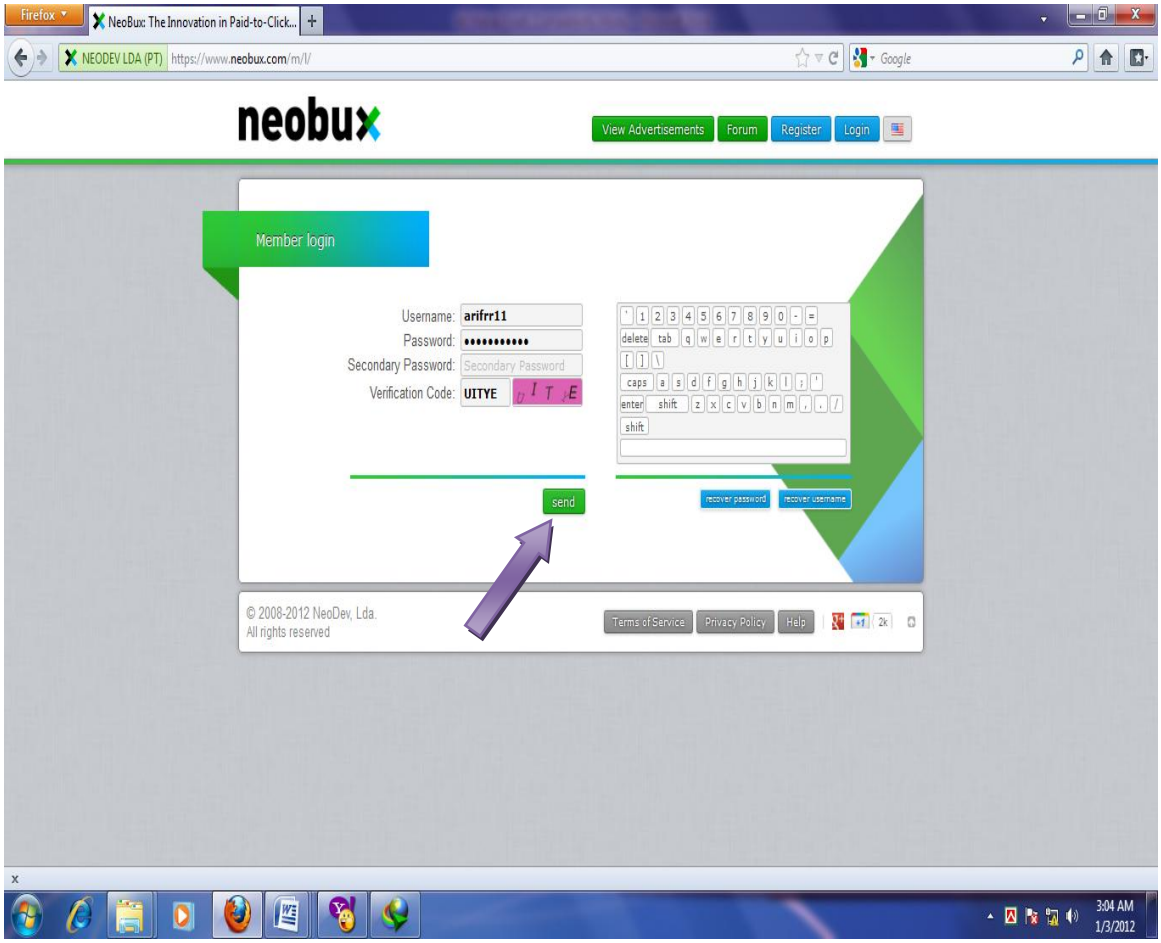

চিত্র (৩.১৩) : Neobux-এর লগিং পেইজ।

এরপর View Advertisements-এ Click করুন।

চিত্র (৩.১৪) : Neobux-এ লগিং করার পর হোম পেইজ।

View Advertisements এ Click করলে নিম্নের ছবির মত দেখাবে (যদি অন্যরকম দেখায় তো অবাক হওয়ার কিছু নেই)। লক্ষ করবেন এখানে কিছু বক্স রয়েছে এবং এর ভেতরেও কিছু লিখা রয়েছে। এই বক্সগুলো এক একটি এ্যাড বা বিজ্ঞাপন।

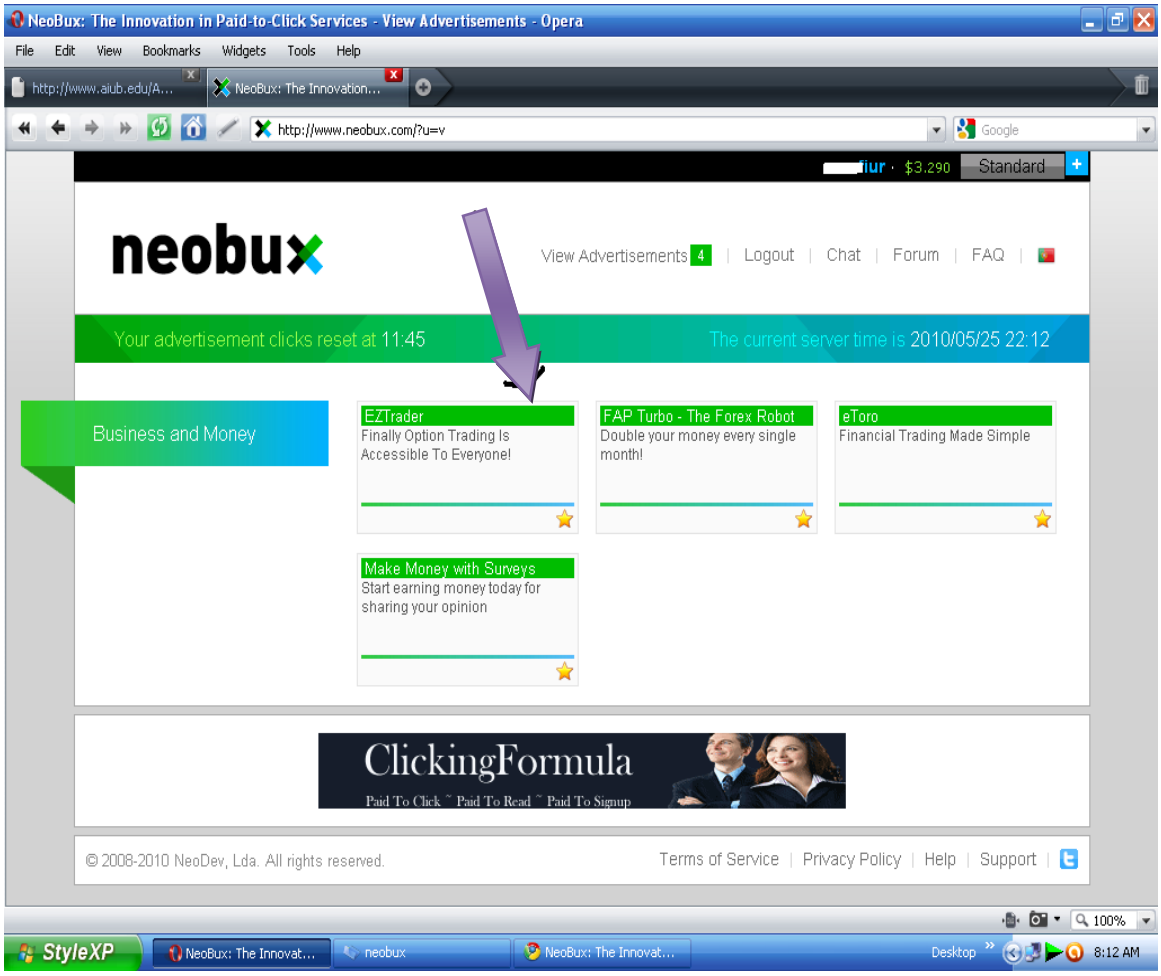

চিত্র (৩.১৫) : Neobux-এর বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত পেইজ।

এরপর প্রথম বক্সের উপরে কার্সর নিয়ে Click করুন। Click করার পর দেখবেন যে বক্সে Click করেছেন সে বক্সের মাঝখানে একটি লাল বৃত্ত এসেছে।

চিত্র (৩.১৬) : Neobux-এর বিজ্ঞাপনে ক্লিক করা।

এবার লাল বৃত্তে Click করুন। Click করার পর নতুন একটি পেইজে চলে যাবেন এবং এই পেইজটিই আপনার জন্য প্রদর্শিত বিজ্ঞাপন।

এবার লক্ষ করুন যে Pageটিতে গিয়েছেন সে Page টির উপরের দিকে যতক্ষণ Advertisement validated লিখাটি না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ড় আপনাকে এই Page-এ থাকতে হবে। অন্যথায় এই Page বন্ধ হয়ে গেলে আপনার একাউন্টে কোনো অর্থ জমা হবে না।

[বি:দ্রঃ এক সাথে অনেক এ্যাড এ Click করবেন না। একটি এ্যাড দেখা সম্পূর্ণ হলে আরেকটিতে ক্লিক করবেন নয়তো আপনার একাউন্ট বন্ধ করে দিবে।}

চিত্র (৩.১৭) : Neobux-এর এ্যাড কনফার্মেশন স্ক্রিন।

Advertisement validated দেখালে আপনি এইটি বন্ধ করে আগের Page টিতে চলে যান। তারপর হুবহু একই পদ্ধতিতে বাকি যে বিজ্ঞাপনগুলো রয়েছে সেগুলোর জন্যও হুবহু একই পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

এভাবে আপনি ২৪ ঘণ্টা পর পর প্রতিটি বিজ্ঞাপনে একবার করে Click করতে পারবেন। প্রতিটি বিজ্ঞাপনে Click করার জন্য আপনি ১ সেন্ট থেকে ২ সেন্ট করে পেতে পারেন। এভাবে আপনার একাউন্টে যখন ২ ডলার পূর্ণ হবে তখন আপনি অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন।

{বি: দ্র: ২ ডলার অথবা তার চেয়ে বেশি বা কম হলে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন এটি নির্ভর করবে তাদের Business Policy-এর উপর।]

Neobux থেকে অর্থ Alertpay এ ট্রান্সফার :

Neobux থেকে Alertpay এবং Paypal অর্থ নেওয়া যায়। এখানে দেখানো হবে কিভাবে আপনি Alertpay তে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। তার আগে অবশ্যই আপনার এলার্টপেতে একাউন্ট থাকতে হবে আর যদি না থাকে তবে বইয়ের শেষে Alertpay তে কিভাবে একাউন্ট তৈরি করবেন তা নিয়ে বিস্ড়রিত আলোচনা করা।

Neobux থেকে অর্থ Alertpay-এ ট্রান্সফারের জন্য প্রথমে আপনার Neobux-এর একাউন্টে লগিং কর"ন।

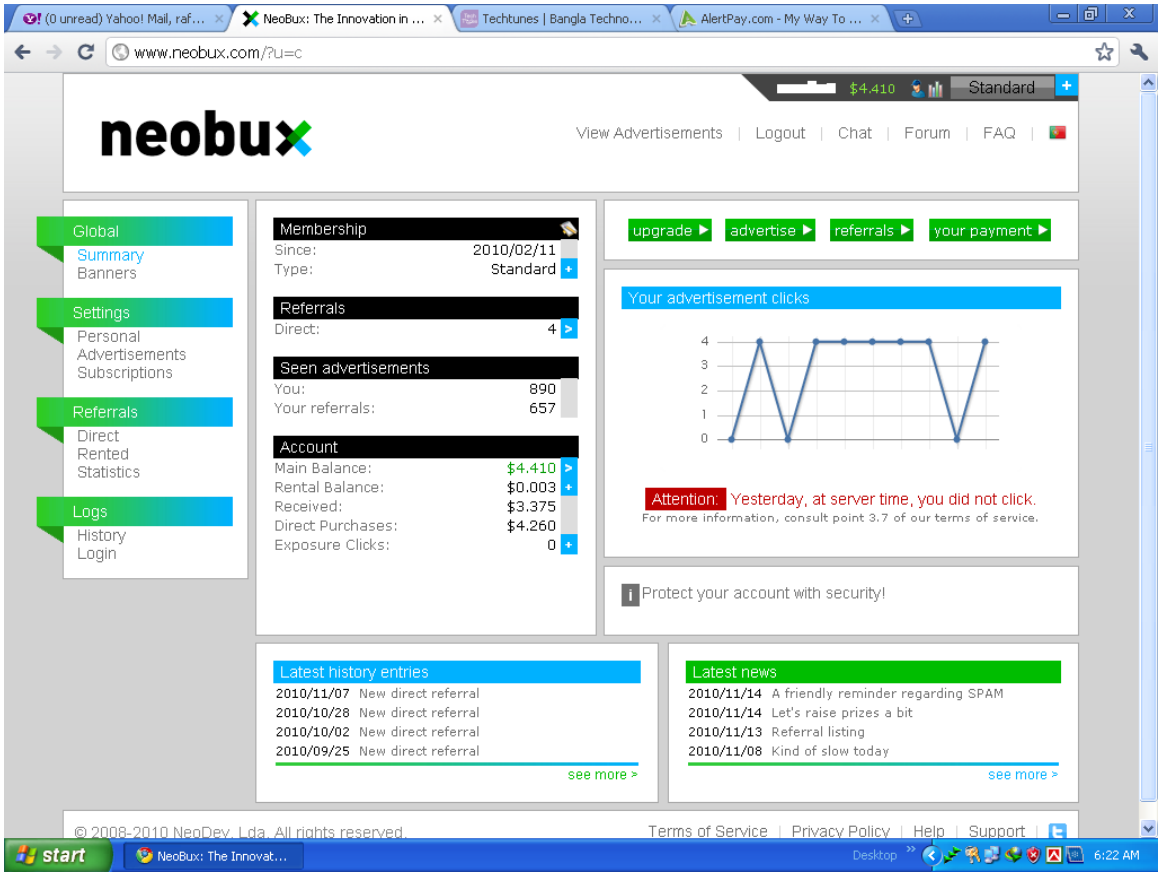

চিত্র (৩.১৮) : Neobux-এর একটি একাউন্টের পেইজ।

এর পর Your payment-এ ক্লিক কর"ন।

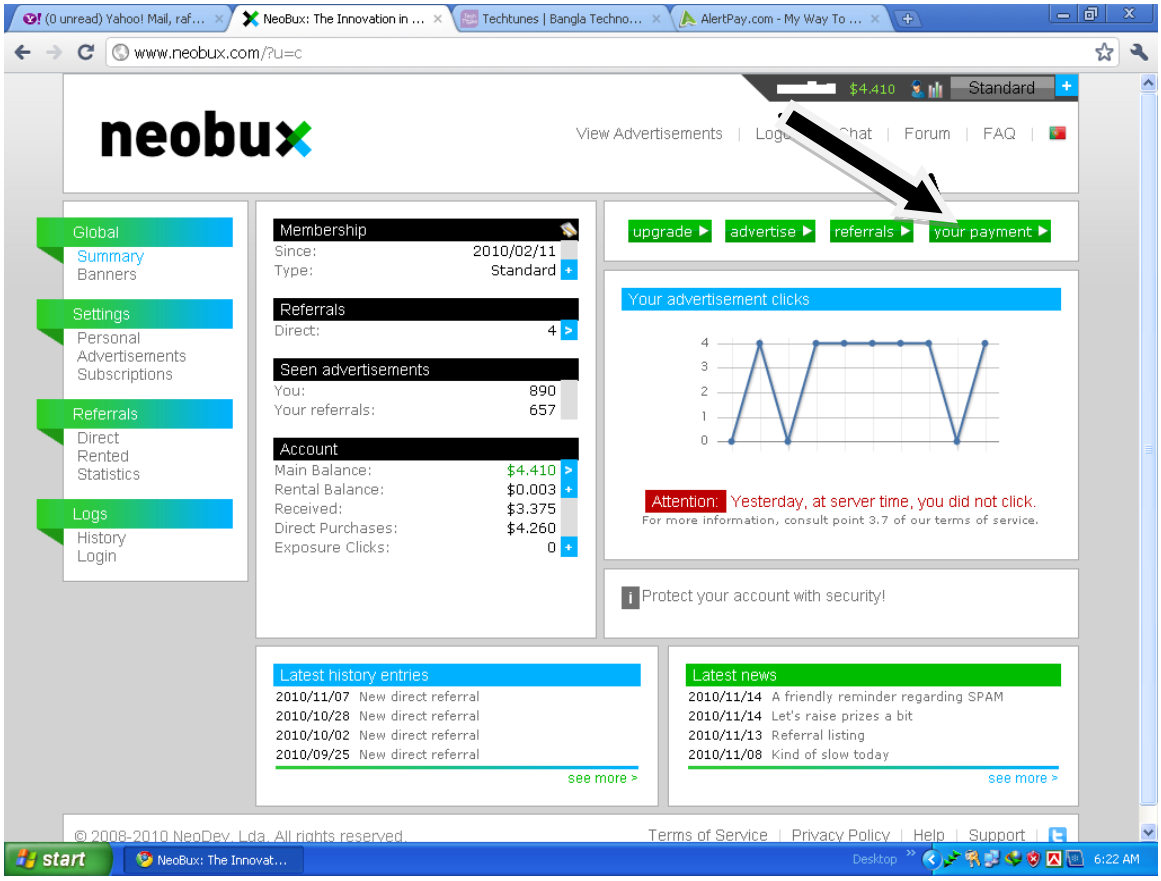

চিত্র (৩.১৯) : Your payment-এ ক্লিক করা।

এরপর নিচের ছবিটির মতো একটি পেইজ আসবে।

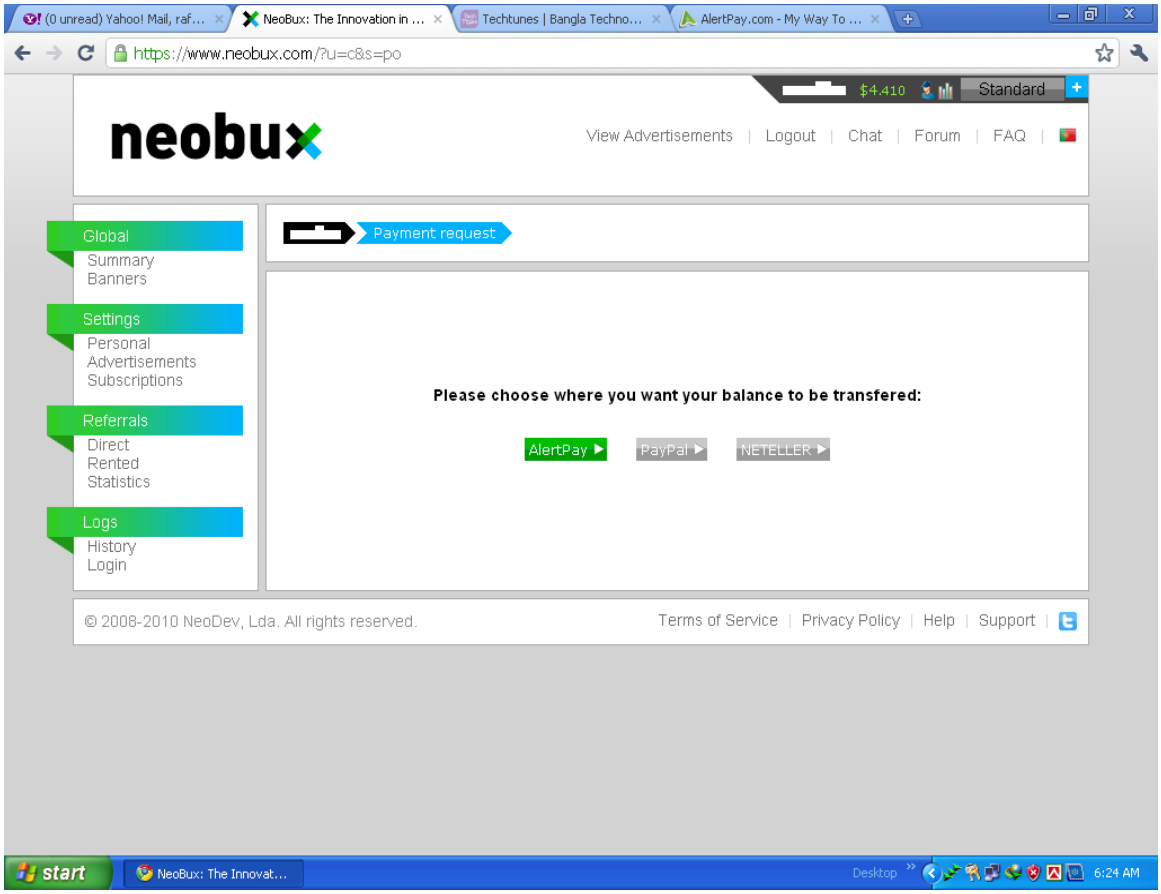

চিত্র (৩.২০) : Neobux-এর পেমেন্ট মেথড পেইজ।

এখান থেকে Alertpay-এ ক্লিক করুন।

চিত্র (৩.২১) : Alertpay-এ ক্লিক করা।

এরপর নিচের ছবিটির মতো একটি পেইজ আসবে।

এখানে Please verify that is your Alertpay email-এর স্থানে আপনি যে ই-মেইল এ্যাড্রেসটি দিয়ে আপনার Alertpay-এ একাউন্ট তৈরি করেছেন সেই আইডিটি এখানে দিন।

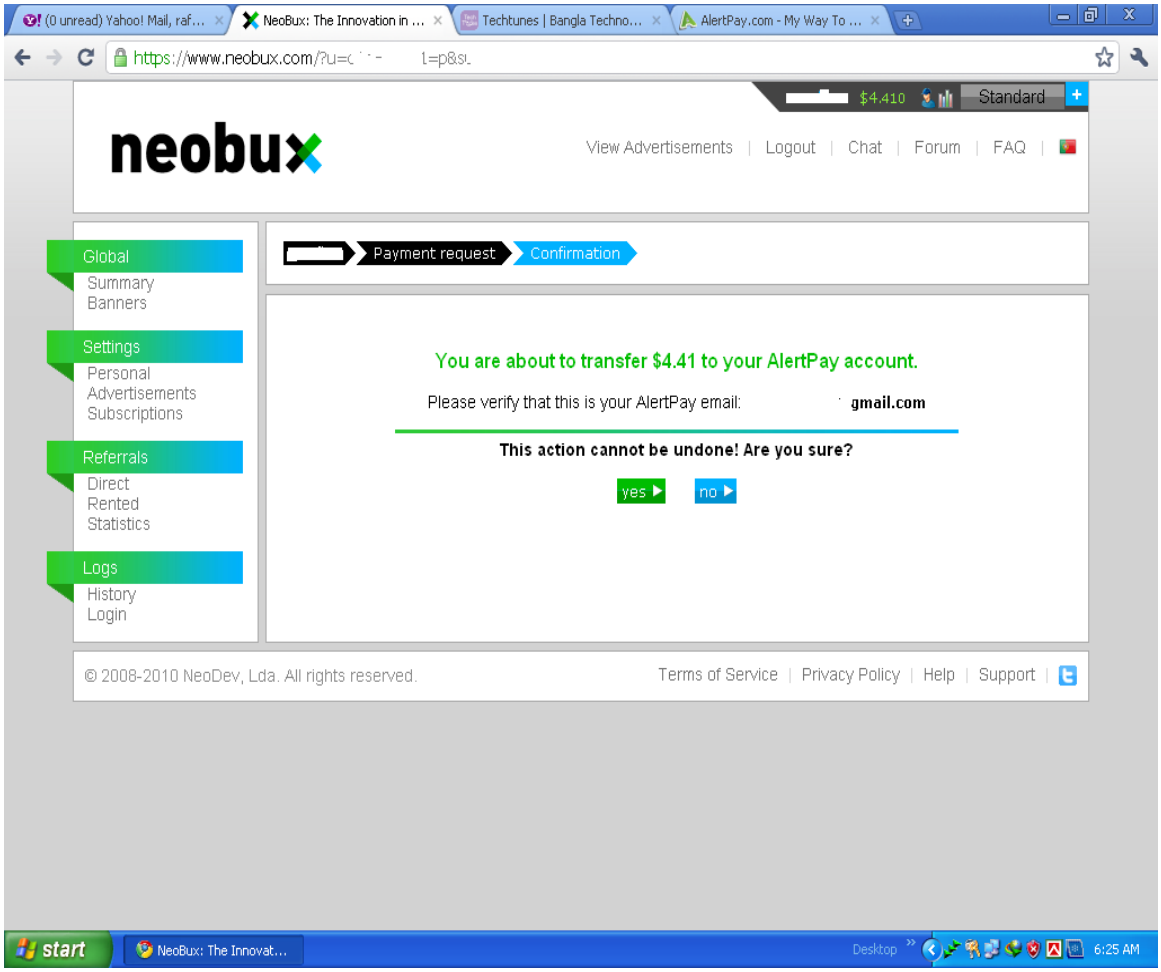

চিত্র (৩.২২) : Neobux-এর পেমেন্ট ট্রান্সফারের জন্য ইউসার কনফার্ম পেইজ।

এখান থেকে Yes-এ ক্লিক করুন।

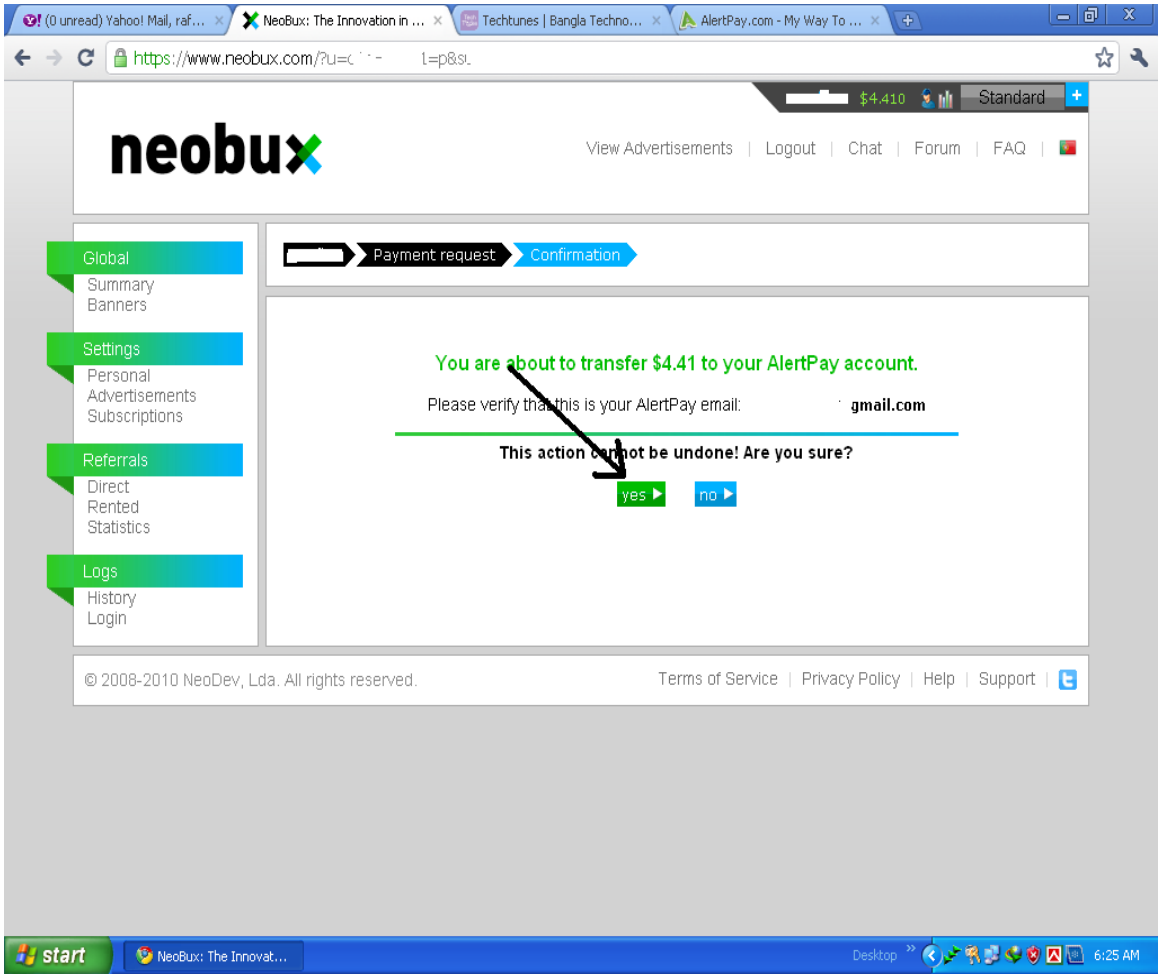

চিত্র (৩.২৩) : Yes-এ ক্লিক করা।

এরপর নিচের ছবিটির মতো একটি পেইজ আসবে।

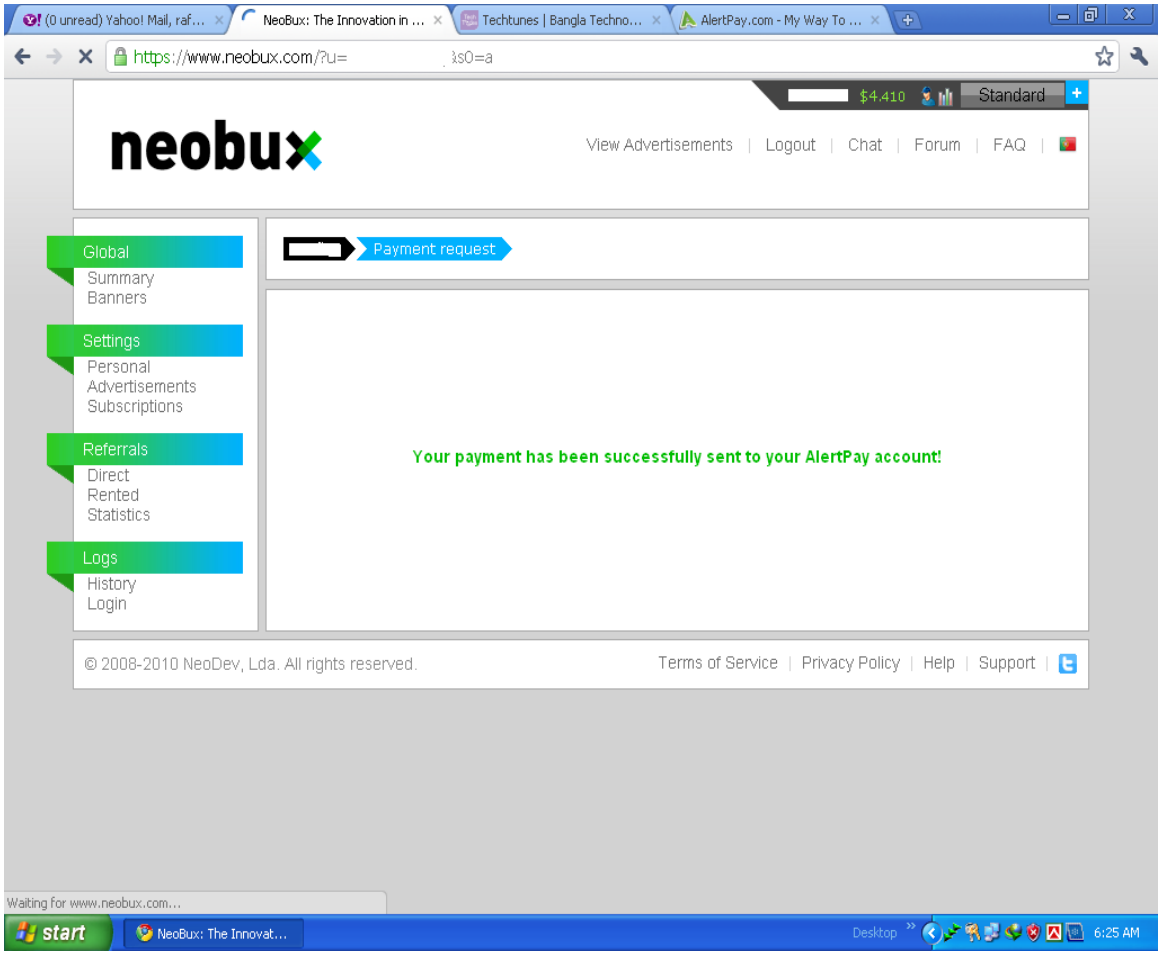

চিত্র (৩.২৪) : Neobux-এর পেমেন্ট ট্রান্সফার কনফার্ম পেইজ।

এর মধ্য দিয়ে অপনার Neobux একাউন্ট থেকে Alertpay-এর একাউন্টে অর্থ ট্রান্সফার হয়ে গেল।

এবার আপনার Alertpay (এলার্টপে)-এর একাউন্টে লগিং করে দেখুন সেখানে অর্থ জমা হয়েছে।

[বি: দ্র: নতুন নতু অনেক পিটিসি সাইট আসতে পারে আবার কোন একটি সাইট বন্ধও হয়ে যেতে পারে।]

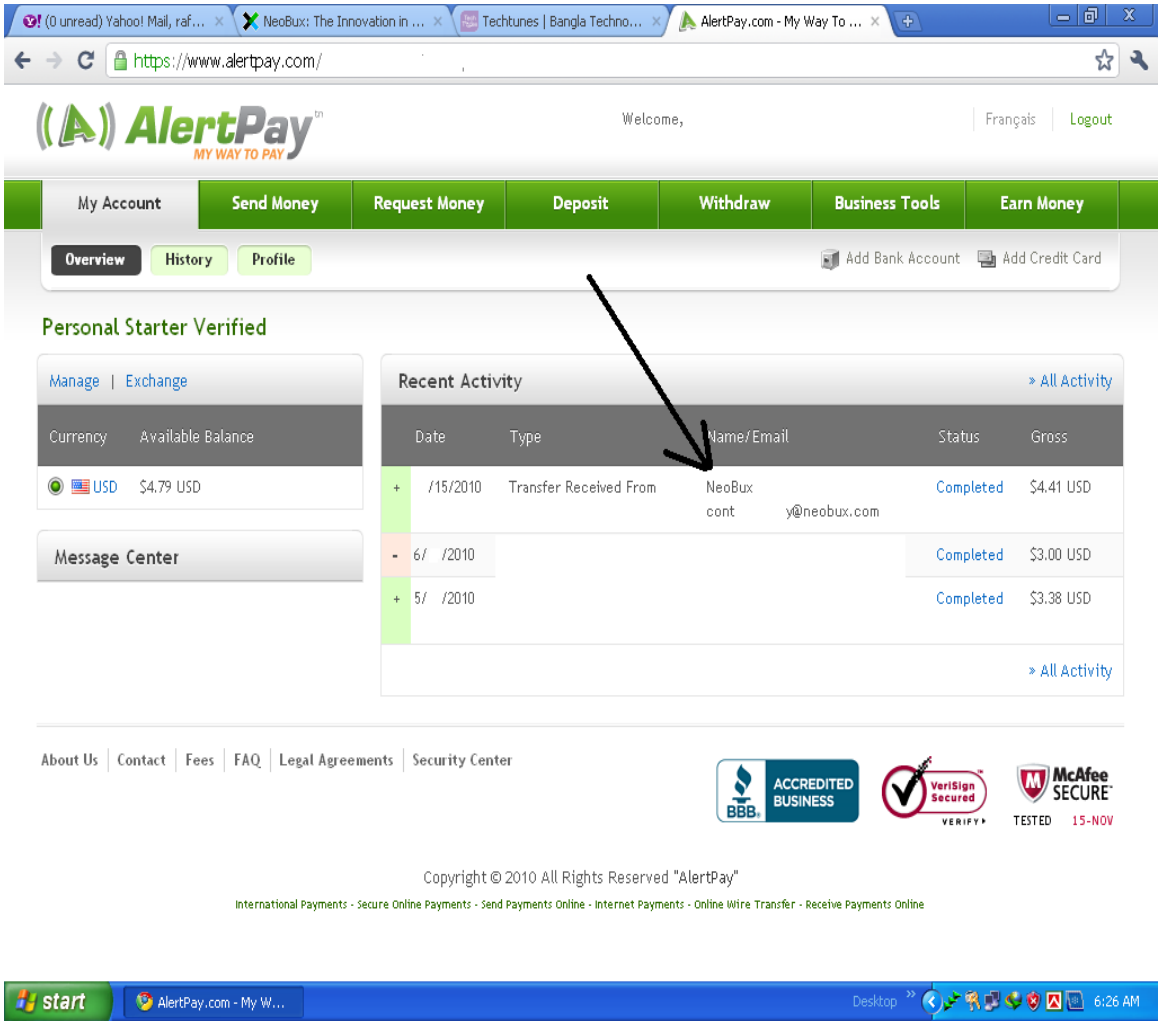

চিত্র (৩.২৫) : Alertpay-এর একটি একাউন্টের হোম পেইজ।

এরপর Alertpay থেকে কিভাবে টাকা আমাদের হতে পাব সেটা বইয়ের শেষাংশে দেখানো হয়েছে।

সাধারণত সকল পিটিসি সাইটের রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি এবং সকল পিটিসি সাইটের কার্য প্রক্রিয়া এই উপরোক্ত পিটিসি সাইটের মতই। অর্থাৎ আপনাকে শুধু কোন নির্দিষ্ট পিটিসি সাইটের সদস্য হতে হবে এবং তাদের প্রকাশিত এ্যাড গুলো ক্লিক করে এক এক করে দেখতে হবে।

যদিও পিটিসি সাইটের কাজটি খুবই সহজ। কিন্তুকাজের মান অনুযায়ী আয় তত বেশি না। তবে আপনার যারা অল্প দক্ষতা সম্পন্ন এবং এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে আয় করার পথে নতুন তারা চাইলে এই পিটিসি সাইটের মাধ্যমে আপনাদের সাধারণ আয়টুকু করতে পারবেন এবং আপনাদের জন্য আর ভাল হবে যদি আপনারা এই পিটিসি সাইটে কাজ করার পাশাপশি অন্যান্য কাজ সম্পর্কে জানা এবং তা শেখার চেষ্টা করেন। তাছাড়া অনলাইনে অন্যতম সুপরিচিত আয়ের উৎস ফ্রিল্যান্সিংকে আপনাদের অনলাইন থেকে আয়ের হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। তবে আপনাদের যদি ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে ভাল ধারনা না থাকে তাহলে আপনারা লেখকে ''ফ্রিল্যান্সিং এবং ওডেস্ক" বইটি দেখতে পারেন। এই বইটি ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে ধারণাহীন ব্যক্তিকে ধারণা দেওয়া থেকে শুর" করে, কিভাবে আদর্শ ফ্রিল্যান্সার হওয়া যায় ইত্যাদি ফ্রিল্যান্সিং তথ্য সম্পর্কে লেখা হয়েছে।

আপনারা হয়ত ইতোমধ্যে পিটিসি সাইট সম্পর্কে জেনে ইতোমধ্যে কাজ করা শুর" করে দিবেন তবে অবশ্যই মনে রাখবেন যে সকল পিটিসি সাইট কিন্তু আসল নয় অর্থাৎ সকল পিটিসি সাইট অর্থ প্রদান করে না। ইন্টারনেটের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মাত্র ১২% পিটিসি সাইট আসল যারা অর্থ প্রধান করে থাকে। আর বাকি সকল গুলোই নকল বা ফেক সাইট এবং তারা অর্থ প্রধান করে না। তাই পিটিসি সাইটে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনাদের সবার প্রথমে যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে তা হল সঠিক পিটিসি সাইট নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা।

আর তাই আপনাদের সুবিধার্থে কিছু সংখ্যক আসল পিটিসি সাইটের ঠিকান নিম্নে উলেণ্ড্যখ করা হল ঃ

CLIXSENSE

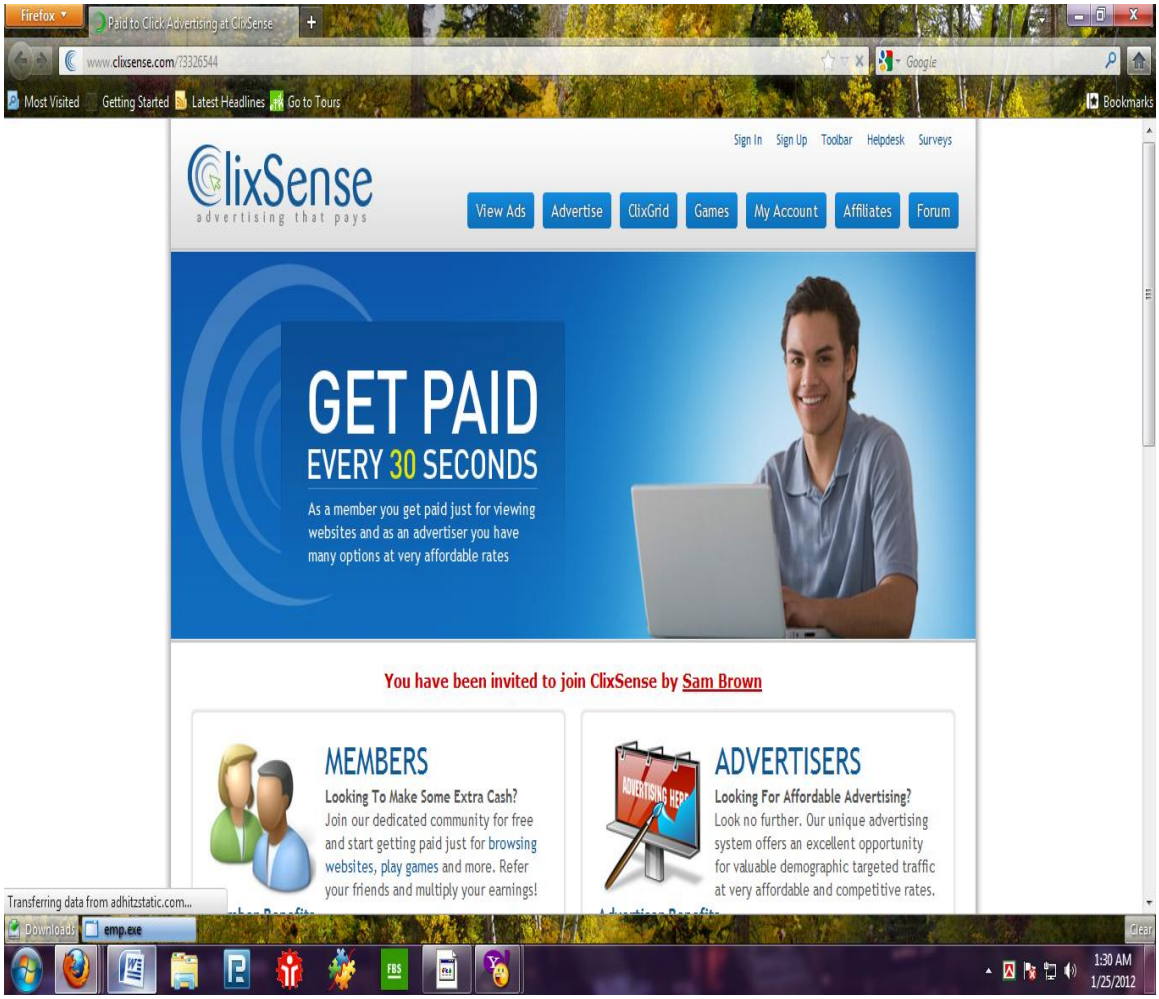

চিত্র (৩.৩৪) : clixsense-এর হোম পেইজ।

প্রতিটি এ্যাড-এ ক্লিক জন্য আপনি সর্বোচ্চ ০.০০২ ডলার পাবেন । প্রতিটি রেফারেল এ্যাড ক্লিকের জন্য পাবেন সর্বোচ্চ ০.০০১ডলার । www.clixsense.com

[বিঃ দ্রঃ এই সকল পিটিসি সাইট যেকোন সময় ফেক বা নকল হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারে]

BUXEV

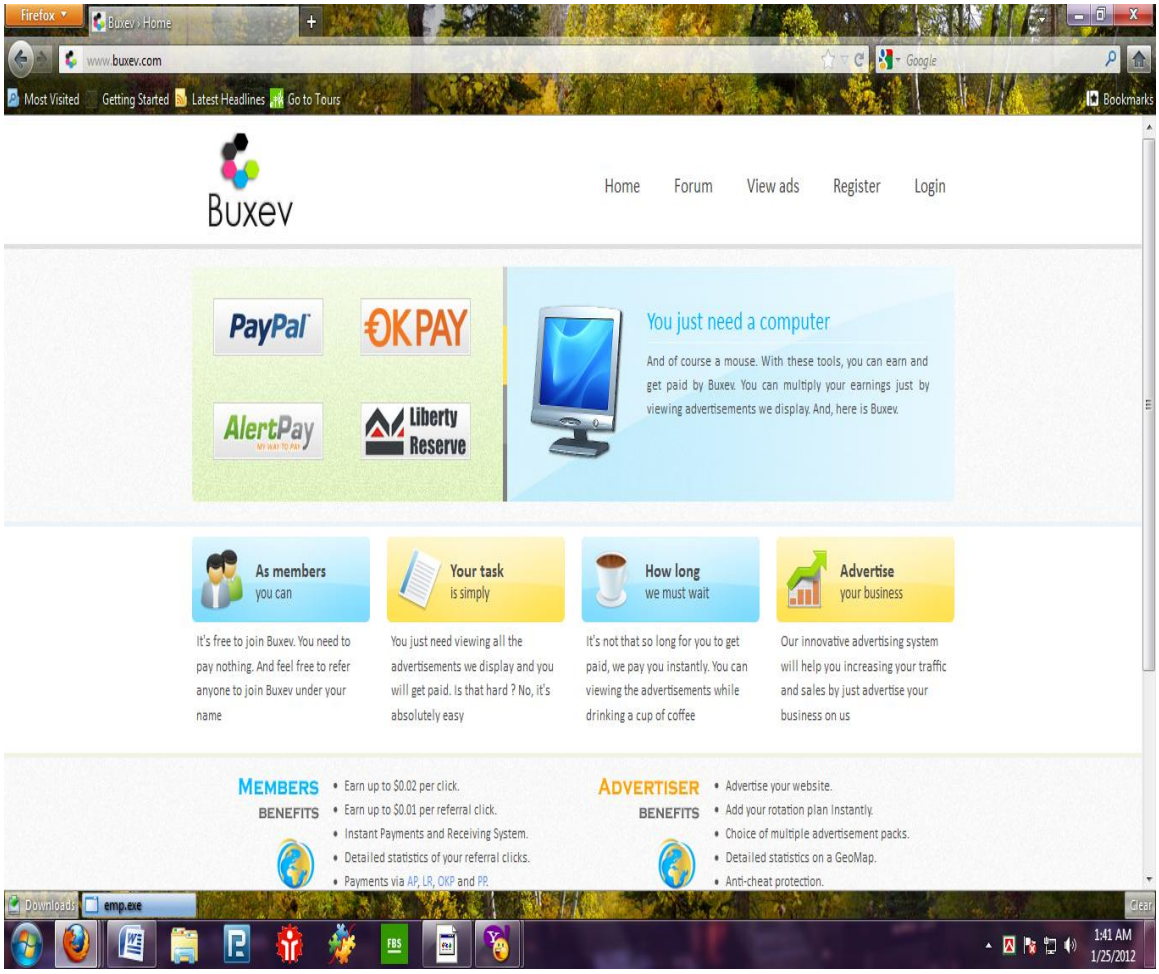

চিত্র (৩.৩৫) buxev-এর হোম পেইজ।

প্রতিটি এ্যাড-এ ক্লিক করার জন্য আপনি সর্বোচ্চ ০.০০৩ ডলার পাবেন । প্রতিটি রেফারেল এ্যাডে ক্লিকের জন্য পাবেন সর্বোচ্চ ০.০০২ ডলার । www.buxev.com

BUXTRIO

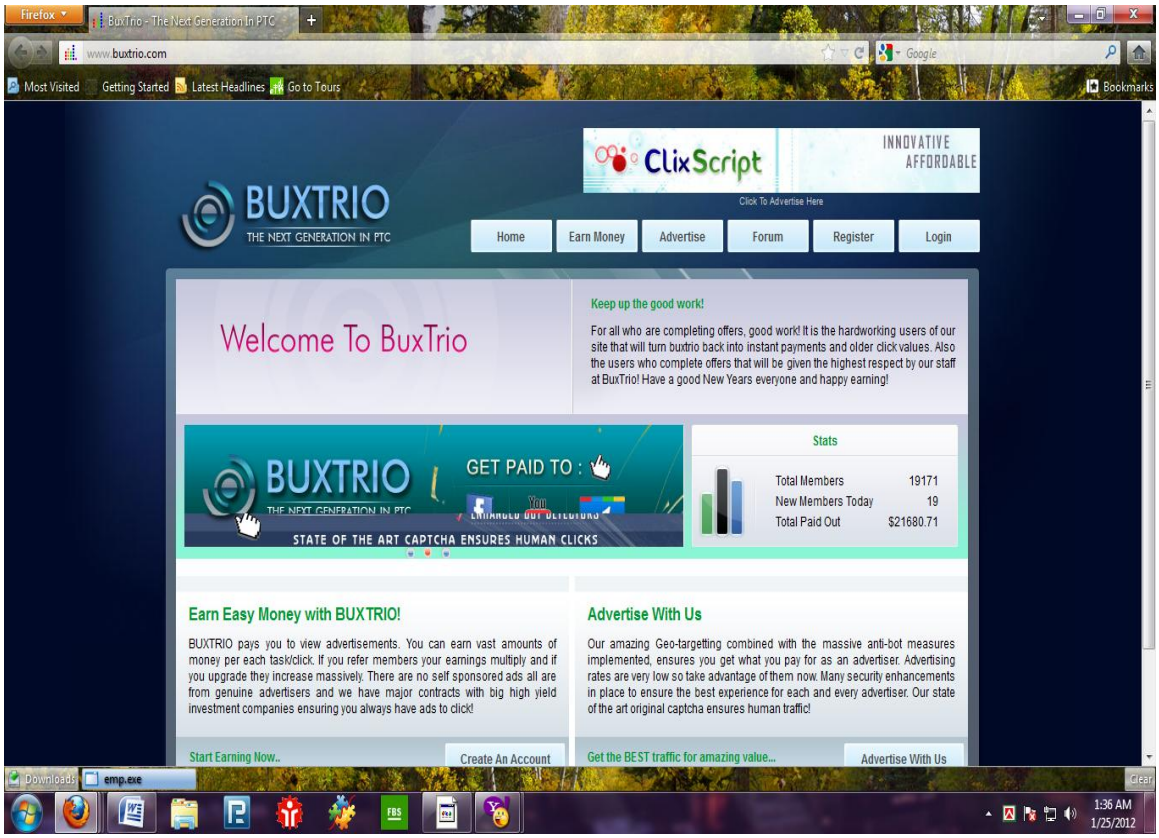

চিত্র (৩.৩৬) : buxtrio-এর হোম পেইজ।

প্রতিটি এ্যাড-এ ক্লিক করার জন্য আপনি সর্বোচ্চ ১ সেন্ট পাবেন । প্রতিটি রেফারেল এ্যাড ক্লিকের জন্য পাবেন সর্বোচ্চ ০.৫ সেন্ট । www.buxtrio.com

[বি: দ্র: পিটিসি সাইটে পেমন্ট এবং আয়ের বিষয়টি তাদের নিয়ন্ত্রণে। তারা চাইলে যেকোন সময় এই সকল আয়ের বা পেমেন্টে রেট বাড়াতেও পারে আবার কমাতেও পারে।]

RAFIBUX

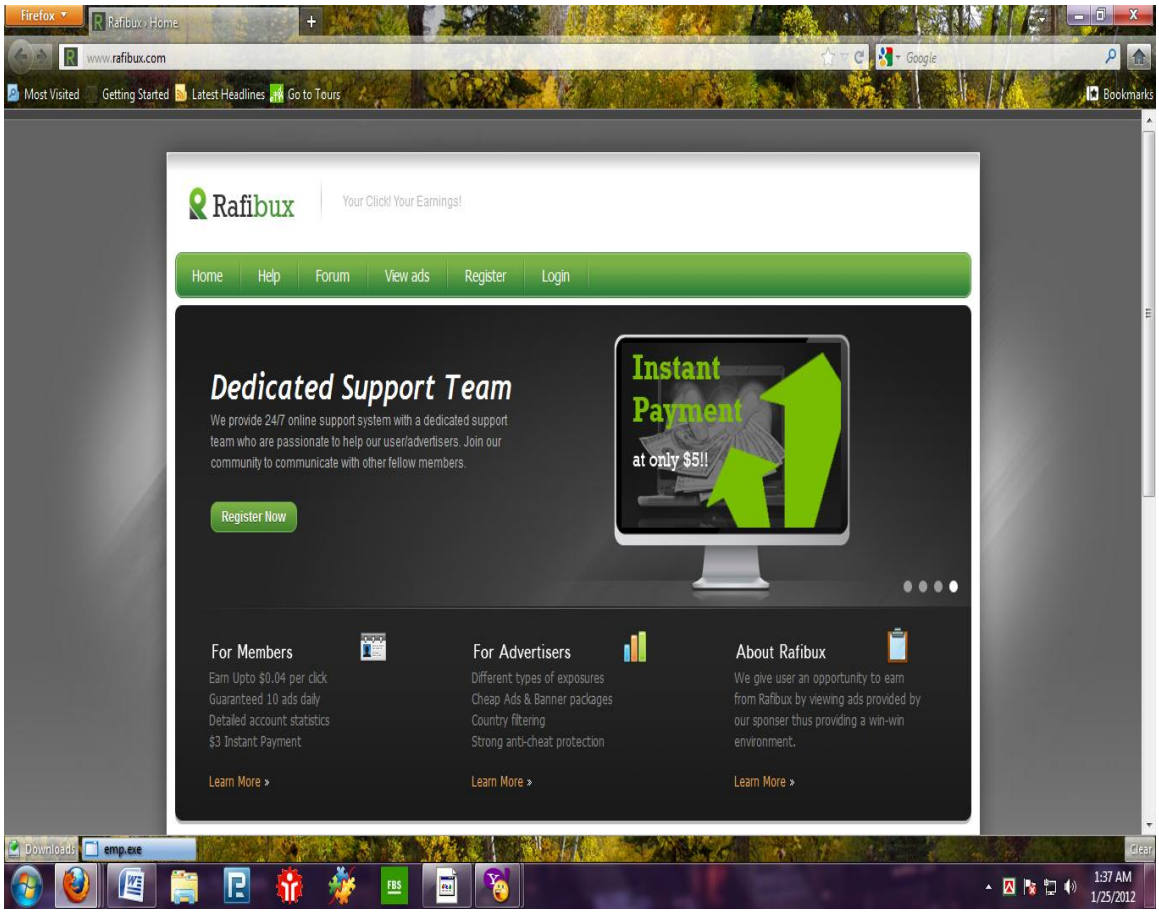

চিত্র (৩.৩৭ম) : rafibux-এর হোম পেইজ।

প্রতিটি এ্যাড-এ ক্লিক করার জন্য আপনি সর্বোচ্চ ১ সেন্ট পাবেন । প্রতিটি রেফারেল এ্যাড ক্লিকের জন্য পাবেন সর্বোচ্চ ০.৫ সেন্ট । www.rafibux.com

এছাড়া আরো অসংখ্য পি টি সি সাইট রয়েছে। এসব সাইট সম্পর্কে জানার জন্য আপনি www.freeonlinemoneyearning.com সাইটটিতে ভিজিট করতে পারেন এবং আরো নতুন সব পিটিসি সাইটের খোঁজ পেতে ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২ বইটি দেখুন।

[বি: দ্র : বর্তমানে অনলাইনে প্রচুর পরিমাণ পি.টি.সি সাইট রয়েছে। সবগুলো সাইট সবসময় অর্থ প্রদান করে না । এগুলোকে স্ক্যাম (Scam) সাইট বলে। আবার কিছু কিছু পি.টি.সি সাইট শুরু করার প্রথম কয়েক বছর অর্থ প্রদান করার পর হঠাৎ অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেয় অর্থাৎ স্ক্যাম সাইটে পরিণত হয়। সুতরাং আপনি কোন পি.টি.সি সাইটে কাজ শুরু করার পূর্বে সাইটটি সম্পর্কে ভালোভাবে যেনে নিন। তাছাড়া আপনি ওয়েবসাইটটিতে ভিজিট করতে পারেন। এখানে প্রতিনিয়ত বিশ্বাসযোগ্য এবং পেইড পি টি সি সাইট আপলোড করাহয়।]

প্রশ্নপর্ব ঃ

আনাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের রয়েছে Book Support center। আর এই বু সাপোর্ট সেন্টারের ই-মেইল এড্রেস হল infobook7@gmail.com যা আপনার সমস্যার সমাধান এবং এই বই সম্পর্কে যেকোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি আছে সবসময়। তাই আপনার যদি এই বইয়ে কোন কিছু বুঝতে সমস্যা হয় বা আপনার যদি কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে মেইল করুন এই ঠিকানায় infobook7@gmail.com।

প্রফেশনাল বুকস ঃ

১. বিগীনিং জুমলা
২. অ্যাডভান্সড জুমলা
৩. বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস
৪. ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান
৫. ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২
৬. ই-কমার্স এন্ড জুমলা! ভার্চুমার্ট
৭. ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিমওয়েভার
৮. সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
৯. ফরেক্স ট্রেডিং
১০. অ্যাডভান্স ওর্য়াডপ্রেস
১১. ই-মার্কেটিং
১২. ই-কমার্স
১৩. অ্যাডভন্স সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
১৪. এইচ টি এম এল- ৫
১৫. সি.এস.এস এন্ড ডিভ
১৬. পি এইচ পি অ্যান্ড মাই এস কিউ এল
১৭. জুমলা! টেমপ্লেট মেকিং
১৮. গ্রাফিক্স ডিজাইন
১৯. আউটসোর্সিং এবং ওডেস্ক
২০. এফিলিয়েট মার্কেটিং

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
মোঃ মিজানুর রহমান

৫ম অধ্যায়
ডাটা এন্ট্রি

ডাটা এন্ট্রির কাজগুলো সাধারণত তুলনামূলকভাবে সহজ হয়। এন্ট্রির কাজগুলোর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে একটু বুঝিয়ে দিলে সবাই এগুলো করতে পারে। এর কোন দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। যারা ইন্টারনেটের কাজ খুঁজছেন অথচ প্রোগ্রামিং অথবা ডিজাইনিং জানেন না তাদের জন্য ডাটা এন্ট্রি হতে পারে একটি উৎকৃষ্ট আয়ের মাধ্যম। ডাটা এন্ট্রির কাজগুলো বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ডাটা এন্ট্রি বলতে মূলত টাইপ করা বুঝায়। কাগজে লেখা আছে সেটা দেখে টাইপ করে ডিজিটাল ফাইল তৈরি করবেন। যে কাজগুলি স্ক্যান করে ডিজিটাইজ করা যায় না সেগুলিই এখনো টাইপ করতে হয়। বর্তমানের ডাটা এন্ট্রির কাজের মধ্যে রয়েছে বিশেষ কিছু শর্ত। যেমন লেখাকে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট বা এক্সেল ডকুমেন্ট কিংবা ডাটাবেজ ফাইল বানাতে হবে। সাধারণত উক্ত হিসেবে আপনাকে দেয়া হবে পিডিএফ ফাইল। সেটা টাইপ করা, প্রিন্ট করা ফরম, হাতের লেখা স্ক্যান করা ইত্যাদি যে কোন কিছুই হতে পারে। বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি বলতে মূলত পিডিএফ ফাইল দেখে টাইপ করাই বুঝায়। কখনো কখনো এমন কাজ পেতে পারেন যেখানে হয়ত পিডিএফ থেকে অন্য ফরম্যাটে নেয়ার সফটওয়্যার ব্যবহার করে মূল কাজ করা যায়, তাহলেও আপনাকে টাইপ করতে হবে এটা ধরে নেয়াই ভাল। তাছাড়া ডাটা এন্ট্রির আরেক ধরনের কাজ হলো কোথাও হতে ডাটা সংগ্রহ করে তা শ্রেণীবদ্ধ করা আবার হতে পারে ভিডিও বা অডিও ফাইল দেখে বা শুনে তা ডুকুমেন্ট তৈরি করা। নিচে ডাটা এন্ট্রি কাজের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো যার মাধ্যমে সহজে এই সম্পর্কে অবগত হবেন।

১) ক্যাপচা এন্ট্রি ঃ

ক্যাপচা এন্ট্রি হচ্ছে অক্ষর বা সংখ্যার সমন্বয়ে এক ধরনের ছবি। যা বিভিন্ন সাইটে রেজিস্ট্রেশন করার সময় কাজে লাগে। কোন প্রোগ্রামের মাধ্যমে কেউ যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সাইটে রেজিস্ট্রেশন বা ফরম পূরণ করতে না পারে সে জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত বায়ার ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ক্যাপচা এন্ট্রি করার জন্য কাজ দিয়ে থাকে। সাধারণত প্রতি ১০০০ ক্যাপচা এন্ট্রির জন্য ১ থেকে ১.৫ ডলার প্রদান করা হয়।

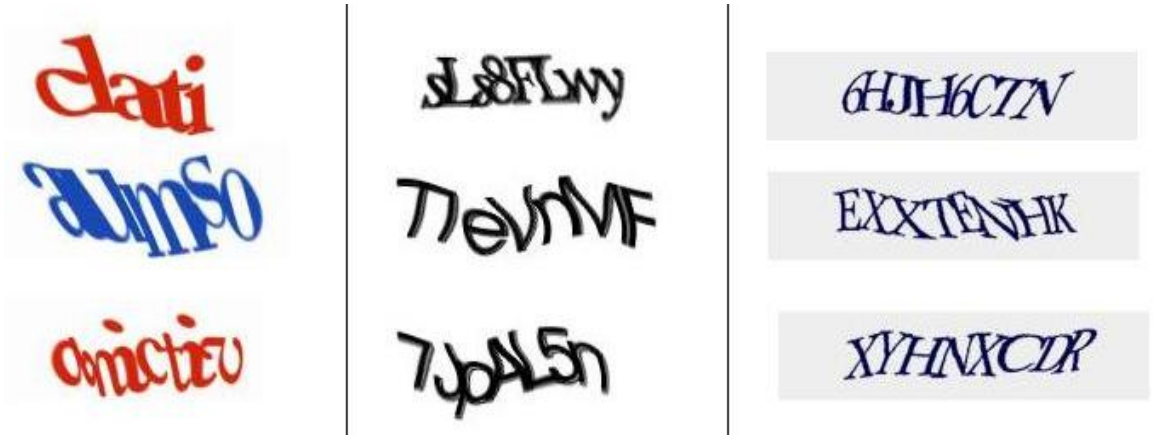

চিত্র (৬.১) : ক্যাপচা।

আপনারা চাইলে শুধু ক্যাপচা এন্ট্রি করে মাসে হাজার হাজার টাকা আয় করতে পারবেন। তবে তার জন্য আপনাকে অবশ্যই একটি সঠিক সাইটে কাজ করতে হবে। তবে আপনারা চাইলে ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২ বইটি দেখতে পারেন কারণ এই বইটিতে ক্যাপচা এন্ট্রির কিছু জিনিয়েন বা আসল সাইট নিয়ে আলোচনা অর্থাৎ যে সকল সাইট পেমেন্ট করে থাকে। আর এই বইটি দেখে আপনারা খুব সহজে ক্যাপচা এন্ট্রি করে আয় করতে পারবেন। কারণ ডাটা এন্ট্রির মধ্যে সবচেয়ে সহজ যে কাজ তাহল ক্যাপচা এন্ট্রি।

সার্চিং ঃ

এ ধরনের কাজে বায়ারের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইন্টারনেটে সার্চ করে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রদান করা। যেমন যুক্তরাজ্যের একটি নির্দিষ্ট শহরের বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার ইত্যাদি তথ্য প্রদান করা। বায়ার এই তথ্যগুলো পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের মার্কেটিং কাজে ব্যবহার করবে। এই প্রজেক্টটি সম্পন্ন করতে প্রকৃতপক্ষে ইন্টারনেটে উক্ত বিষয়ের উপর সার্চ করতে হবে এবং প্রাপ্ত তথ্য একটি এক্সেল ফাইলে সেইভ করে বায়ারকে প্রদান করতে হবে।

ওয়েবসাইট থেকে ডাটা সংগ্রহ করা ঃ

এ ধরনের কাজে বায়ার কয়েকটি ওয়েবসাইটের তথ্য দিয়ে দিবে। প্রোভাইডার হিসেবে আপনার কাজ হবে ওই সাইটগুলো থেকে নির্দিষ্ট কিছু ডাটা আরেকটি ওয়েবসাইটের ফরমের মধ্য সেইভ করা। এই কাজটি করার জন্য কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই, শুধু মাত্র কপি এবং পেস্ট করা জানলেই হবে।

অডিও ট্রান্সক্রিপশন ঃ

এ ধরনের কাজে বায়ার পূর্বে রেকর্ডকৃত কয়েকটি অডিও (Audio) ফাইল দিবে। আপনার কাজ হবে অডিও শুনে ইংরেজিতে একটি ফাইলে লেখা বা প্রতিলিপি তৈরি করা। এই কাজের জন্য ইংরেজিতে অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে।

ডকুমেন্ট কনভার্শন ঃ

এ ধরনের কাজে আপনাকে PDF ফরমেটের একটি ডকুমেন্ট ফাইল দেয়া হবে। আপনার কাজ হবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে এই লেখাগুলো হুবহু প্রতিলিপি করা অর্থাৎ পিডিএফ এর লেখাটির ফরমেট, ছবি, ফুটনোট ইত্যাদি অপরিবর্তিতভাবে ওয়ার্ড ফাইলে প্রতিস্থাপন করা। আর আপনারা চাইলে এই সহজ কাজটি একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে করতে পারেন। আর এই রকম কিছু কনভার্শন সফটওয়্যারের

সমন্বয়ে ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২ বইটি তৈরি করা হয়েছে। এই ইন্টারনেটে আত্মকর্মসংস্থান-২ বাইয়ের সাথে একটি সিডি রয়েছে আর সেখানে এই সফটওয়্যারগুলো এ্যাড করা হয়েছে।

ক্লাসিফাইড এড লিস্টিং ঃ

এ ধরনের কাজে একটি ক্লাসিফাইড বা শ্রেণীবন্ধ বিজ্ঞাপনের ওয়েবসাইটে নতুন নতুন বিজ্ঞাপন যোগ করা। এজন্য Craigslist, Amazon, Ebay ইত্যাদি সাইট থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের তথ্য ওই ওবেসাইটটিতে যোগ করতে হবে এবং একটি এক্সেল স্প্রেডশীট ফাইলে এই তথ্যগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। তারপর পণ্যটির বিক্রেতার কাছে ই-মেইল করে তাকে ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানাতে হবে।

ডাটা এন্ট্রির কোথায় পাওয়া যায় :

সাধারণত ডাটা এন্ট্রির কাজগুলো পাওয়া যায়

FREELANCER

www.freelancer.com

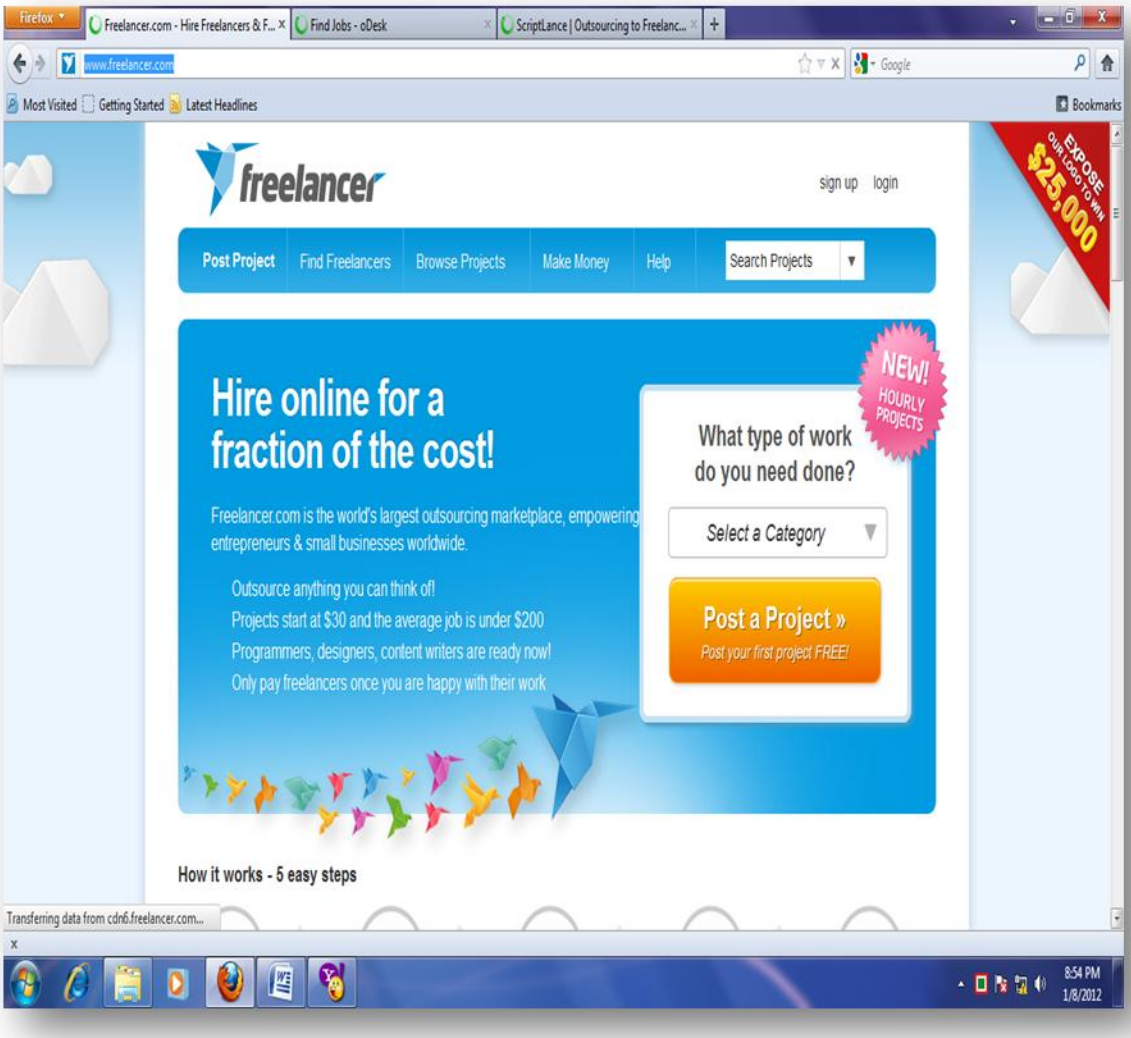

চিত্র : FREELANCER-এর হোম পেজ।

ODESK

www.odesk.com

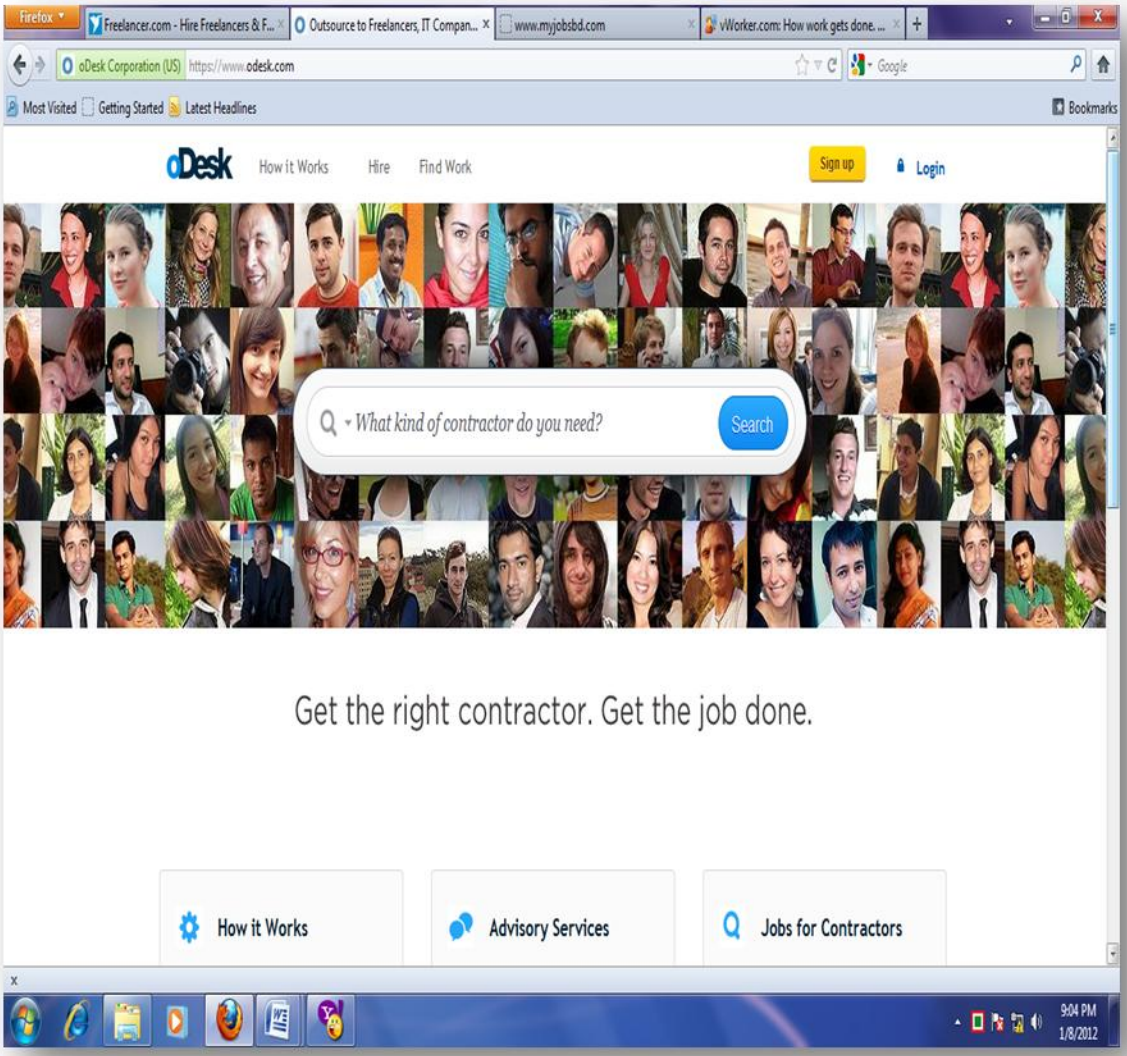

চিত্র : ODESK-এর হোম পেজ।

SCRIPTLANCE

www.scriptlance.com

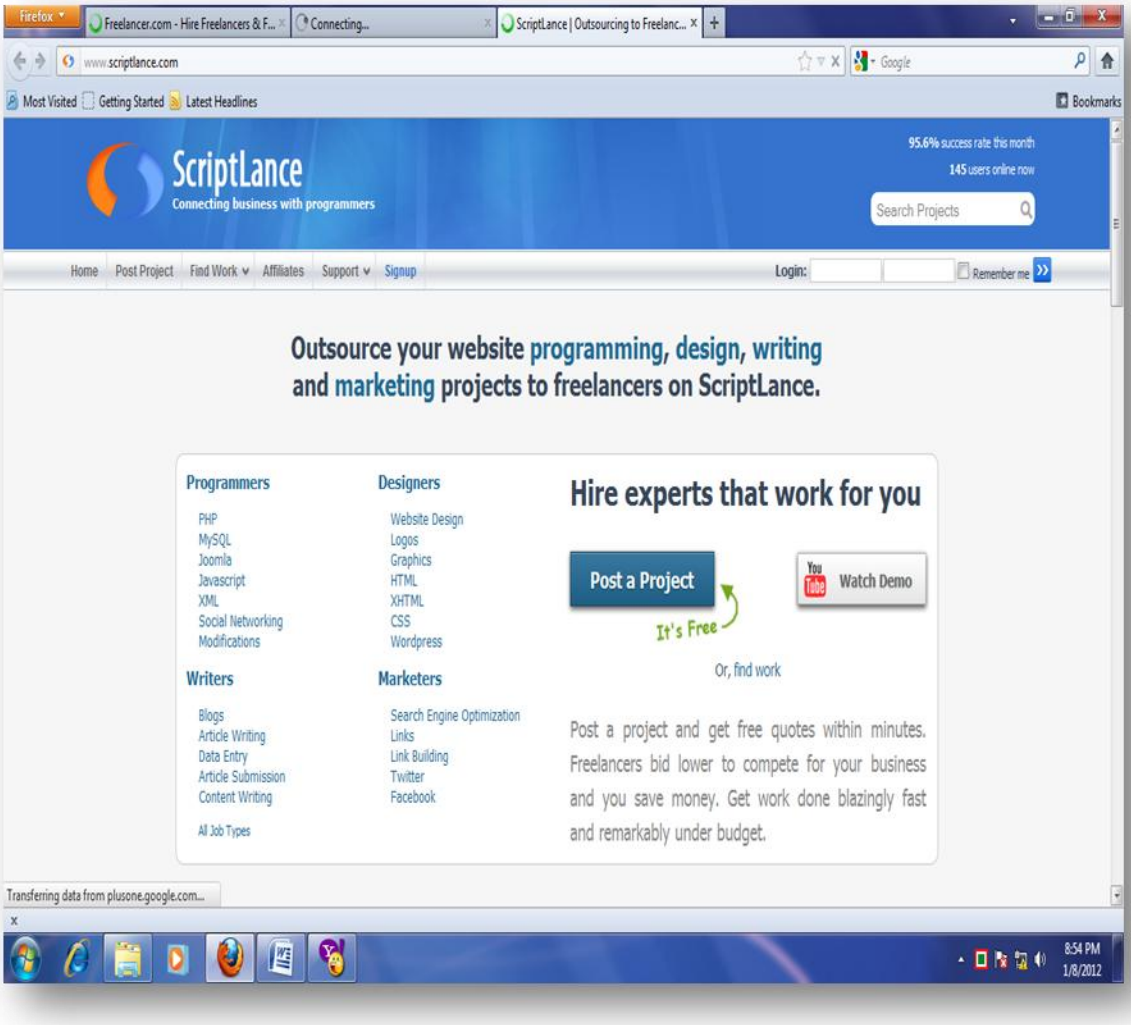

চিত্র : SCRIPTLANCE-এর হোম পেজ।

GETACODE

www.getacoder.com

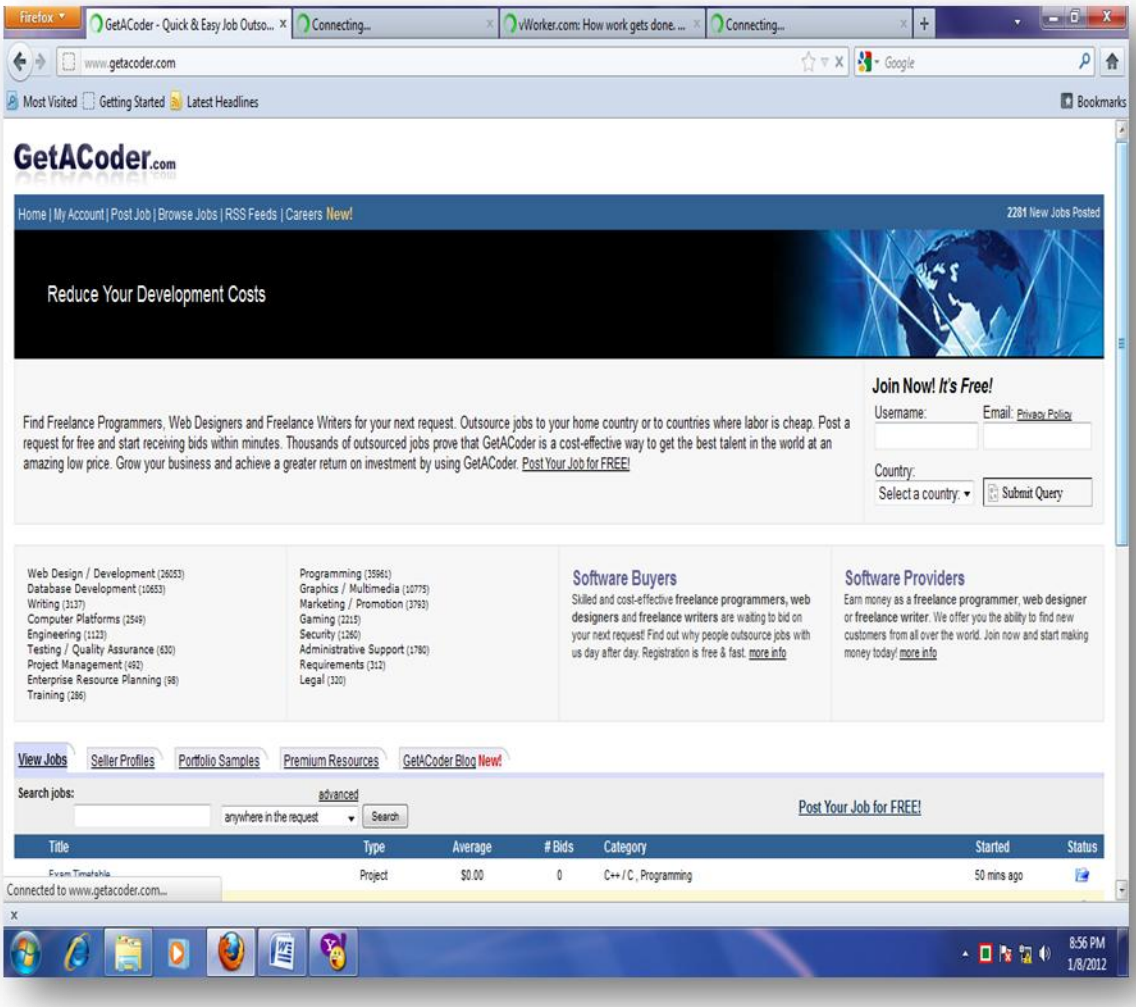

চিত্র : GETACODE-এর হোম পেজ।

VWORKER

www.vworker.com

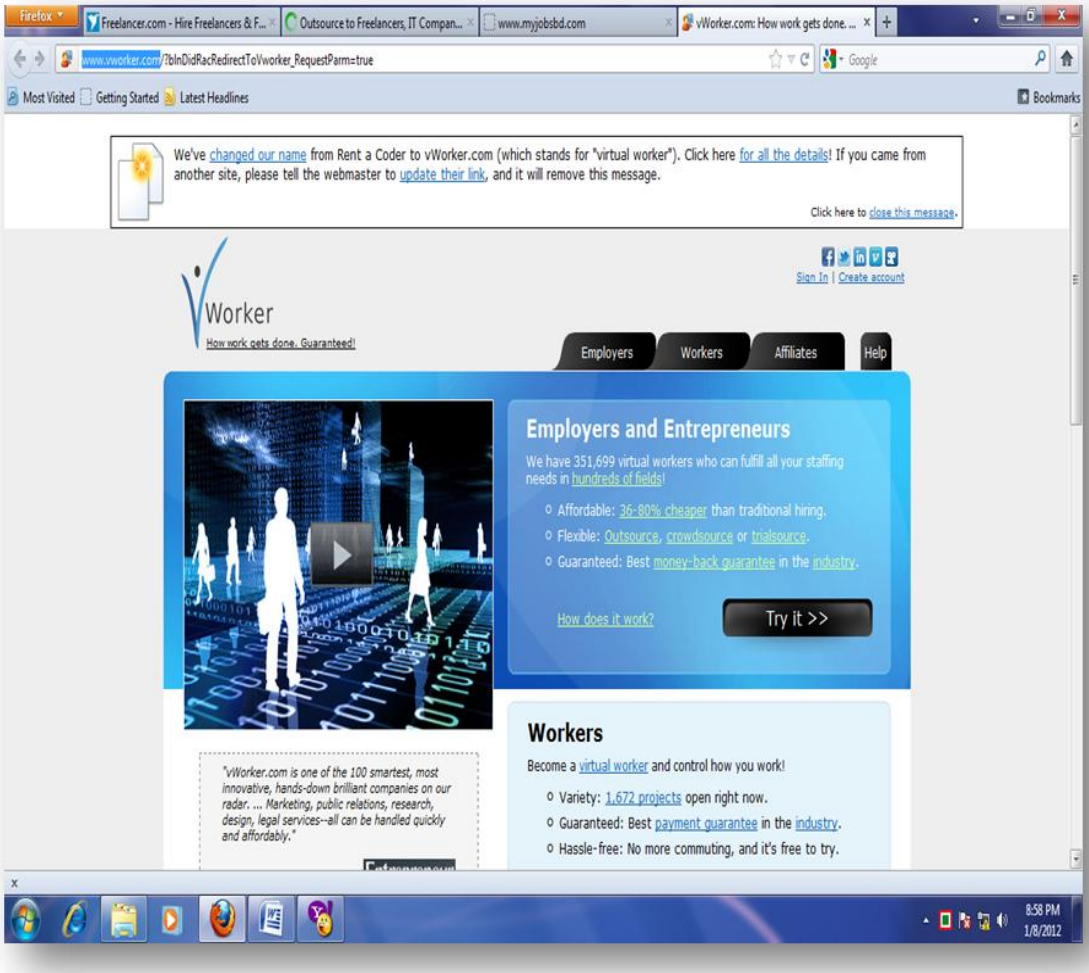

চিত্র : VWORKER-এর হোম পেজ।

PROJECT4HIRE

www.project4hire.com

চিত্র : PROJECT4HIRE-এর হোম পেজ।

ELANCE

www.elance.com

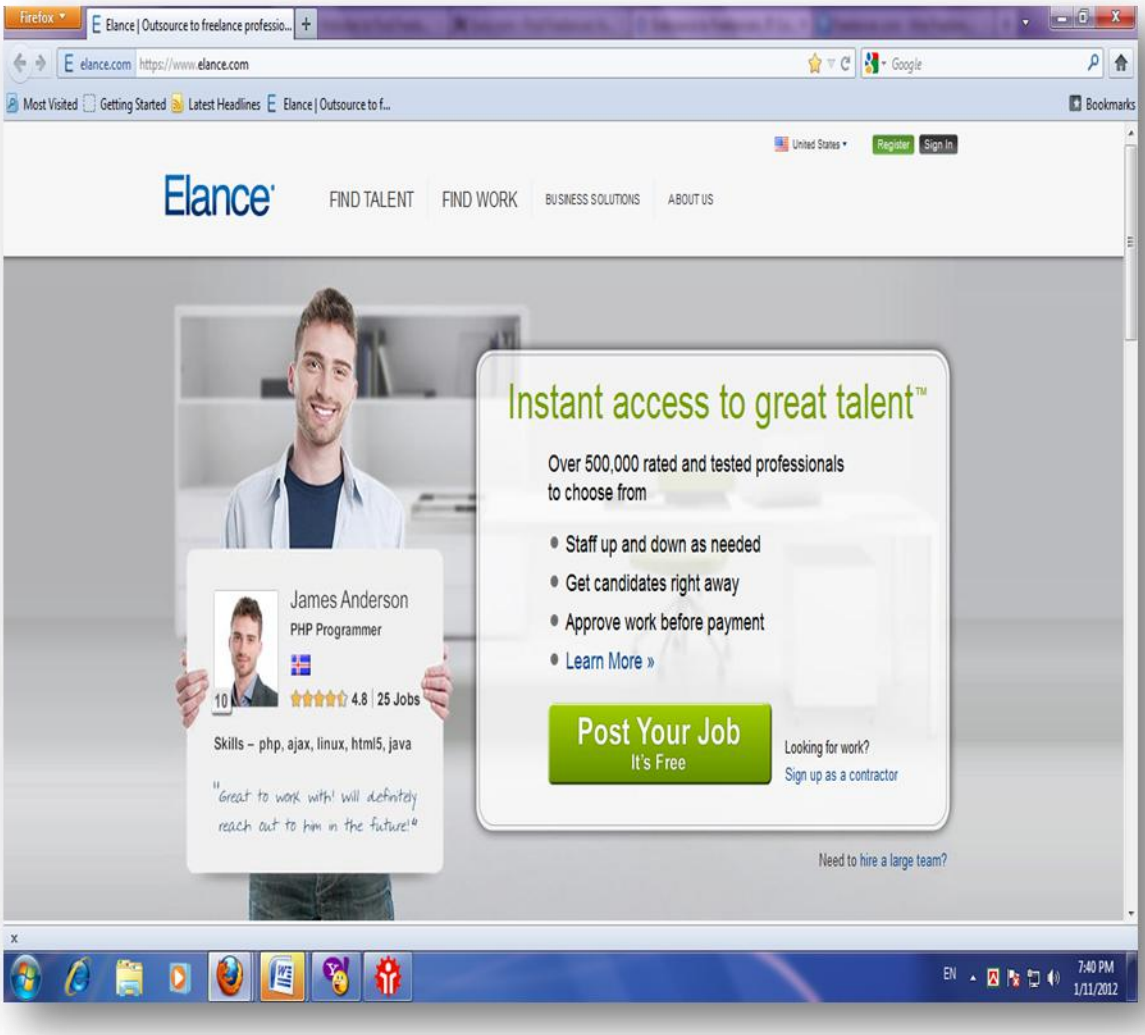

চিত্র : ELANCE-এর হোম পেজ।

মোঃ মিজানুর রহমান এর ‘‘বিগীনিং ওয়ার্ডপ্রেস”। এই বইটির মাধ্যমে আপনি নিজে নিজে কোন প্রোগ্রামিং নলেজ ছাড়াই কিভাবে জনপ্রিয় সি.এম.এস ওয়ার্ডপ্রেসের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইট বা ব- গ তৈরি করতে পারবেন সে সম্পর্কে লিখা হয়েছে। এখানে প্রত্যেকটি বিষয় সহজ ও সাবলীল ভাষায় ছবির সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে।

CD সংবলিত
এই বইয়ের সাথে দেয়া সিডিতে প্রয়োজনীয় কোড সন্নিবেশিত হয়েছে। Joomla! Extension ডেভেলপ করার সময় ডেভেলপাররা টাইপ না করে Copy/Paste সুবিধা নিতে পারবেন!
বইটি পড়ে যে কেউ নিজে নিজে জুমলা টেমপ্লেট, মডিউল, কম্পোনেন্ট এবং প্লাগইন তৈরি করতে পারবে। আপনার Develop করা জুমলা Extension আপনি ইন্টারনেটে বিক্রি করতে পারবেন।
ইন্টারনেটে বিক্রি করার জন্য যোগাযোগ করুন :
www.freeonlinemoneyearning.com
www.soutasianict.com
অ্যাডভান্সড জুমলা!
মোঃ মিজানুর রহমান Computer Science & Engineering-এ পড়াশুনা শেষ করে Software Engineer হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ছাত্রজীবন থেকে বিভিন্ন Programming প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি Web Developer হিসেবে Freelancing কাজ করেন এবং Newspaper-এ আইসিটি Article লেখালেখি করেন। বর্তমানে তিনি স্বনামধন্য এক বিশ্ববিদ্যালয়ে CSE Department এ Lecturer হিসেবে কর্মরত। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ICT Consultant হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে Joomla, Wordpress, Online Money Earning, PHP & MY SQL & Outsourcing এর উপর প্রচুর সংখ্যক Seminar & Workshop পরিচালনা করছেন। তিনি বাংলাদেশের টপ জব পোর্টাল গুলোতে Workshop Conduct করছেন।
PHP, MYSQL, .net, MS SQL, Networking, Linux, JAVA, Magento, E-Commerce, Oracle, Wordpress & Joomla ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন কোর্স মেটেরিয়াল তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে Training Consultant হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়া বিভিন্ন Social Welfare Organization-এ কাজ করেন। ইতোমধ্যে তার কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
ISBN 978-984-8933-48-0
ওয়েব ওপেন সোর্স ডিজাইন কোড
অ্যাডভান্সড জুমলা! মোঃ মিজানুর রহমান
ADVANCED Joomla! ...because open source matters
অ্যাডভান্সড
জুমলা!
মোঃ মিজানুর রহমান
আপন মেধায় Developed Joomla! Extension ইন্টারনেটে বিক্রয় তথ্য ও পদ্ধতি সম্বলিত
টেমপ্লেট
মডিউল
কম্পোনেন্ট
প্লাগইন

৬ষ্ঠ অধ্যায়
মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং

মাইক্র ফ্রিল্যান্সিং শব্দটি পড়েই আপনার হয়ত অনেকটাই বুঝতে পেরে গেছেন যে মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং বিষয়টা আসলে কি। হ্যা, মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং আসলে অনেকটা ফ্রিল্যান্সিং-এর মত তবে এর কাজগুলো খুবই ছোট ছোট। ফ্রিল্যান্সিং-এর মত এখানে তত বড় কাজ বা বেশি সময় ধরে কাজ করতে হয় না। এই সকল মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং সাইট এর সবচেয়ে বেশি সুবিধা যা পাওয়া যায় তাহল এখানে কোন রকম বিডিং ছাড়াই কাজ পাওয়া যায়। এখানে কাজ পাওয়া বা করার জন্য বায়ার বা বায়ারের রেসপনসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। মাইক্রো ফিল্যান্সিং সাইটে কাজ করার জন্য তেমন কোন যোগ্যতা প্রয়োজন হয় না। আপনার হয়ত ইতোমধ্যে জেনেছেন যে অনলাইনে কমদক্ষতাসম্পন্ন কাজ করা যায় আর মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং কমদক্ষতা কাজের মধ্যে একটি। আপনার যদি শুধু কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সম্পর্কে সাধারন নলেজ থাকে তবে আপনি এখান থেকে আয় করতে পারবেন। মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং সাইটের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর সে বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উলে- খ করা হল ঃ

- এই সকল সাইটের কাজগুলো খুবই সহজ বা স্বল্প স্কিল সম্পন্ন।
- এই মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং সাইটের কাজগুলো ছোট ছোট।
- এই সকল সাইটের কাজগুলো কম সময় সম্পন্ন।
- প্রতিদিন কাজ এসে জমা হয়ে থাকে।
- কাজের জন্য বিড করতে হয় না।
- কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে বায়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।
- কাজ গুলো ১০ সেন্ট হতে ৪ ডলারের পর্যন্ড় হয়ে থাকে।
- কাজ গুলো সম্পন্ন করার পর কাজের জন্য সত্যতা যাচাইমূলক মেসেজ প্রেরণ করতে হয়।

- কাজ সম্পন্ন সঠিকভাবে হয়ে থাকেলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অর্থ একাউন্টে জমা হয়ে যায়।
- আয় বৃদ্ধি করার জন্য এই সকল সাইটের এফিলিয়েশন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে।
- সাধারণত ১০-২০ ডলার হলেই এখান থেকে অর্থ উত্তলোন করা যায়।

মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং হল ডাটা এন্ট্রির কাজের জন্য একটি আদর্শ স্থান। এখান থেকে আপনি অনায়াসে মাসে ৪০-৬০ ডলার আয় করতে পারবেন। অন্যান্য ডাটা এন্ট্রি সাইটগুলো থেকে এই সাইটের পার্থক্য হচ্ছে এখানে কাজ করার জন্য কোন প্রকার বিড বা নিলাম করতে হয় না। যে কেউ এখানে রেজিস্ট্রেশন করে কাজ করতে পারে। সাধারণত একটি কাজের মূল্য সর্বনিম্ন ১০ সেন্ট থেকে সর্বোচ্চ ২ ডলার পর্যন্ড় হয়ে থাকে। এ সাইটে যে কাজগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে উলে- খ্যযোগ্য হচ্ছে আর্টিকেল লিখা, সাইন আপ, টুইট ইত্যাদি। প্রায় প্রতিটি কাজই সর্বোচ্চ ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করা যায়। এই সাইটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এখানে প্রতিটি কাজ শেষে কাজটির একটি প্রমাণ দিতে হয়। আর এই মাইক্রোওয়ার্কাস এ কাজ করার জন্য বিশেষ কোন স্কিল থাকতে হয় না সাধারণত সাইন আপ করা, কমেন্টস করা, বণ্ঢগিং করা, কপি পেস্ট ডাটা এন্ট্রি, সার্চ করতে পারার মত ইত্যাদি এই ধরনের সাধারণ নলেজ থাকলেই আপনি এখান থেকে কাজ সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে মাসে ৪০-৬০ ডলার আয় করতে পারবেন।

কাজের প্রকারভেদ ঃ

মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং সাইটে যে ধরনের কাজ পাওয়া যায় এবং সেগুলোর সর্বনিম্ন মূল্য নিচে দেয়া হলোঃ-

Visit my site + Comment $0.10 : কাজের বর্ণনায় উলেণ্ঢখিত ওয়েবসাইটে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট মন্ড়ব্য দিতে হবে।

Follow my Twitter $0.10: বর্ণনায় উলেণ্ঢখিত একটি Twitter একাউন্টকে Follow করা, এজন্য Twitter.com এ আপনার একটি একাউন্ট থাকতে হবে।

Simple sign up $0.10: বর্ণনায় উলেণ্ঢখিত সাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

Complex Sign up $0.15: উলে- খিত সাইটে রেজিস্ট্রেশন করা, যাতে বেশি তথ্য দিতে হবে।

Digg my page $0.10: কোন একটি সাইটের পৃষ্ঠার জন্য Digg করা। এজন্য আপনার Digg.com এ একাউন্ট থাকতে হবে।

Text link to a website $0.20: ক্লায়েন্টের সাইটের URL আপনার কোন সাইট বা বণ্ঢগের সাথে লিংক দেয়া, অথবা ক্লায়েন্টের চাহিদা অনুযায়ী অন্য কোন ফোরামে পোস্ট করা।

Review of my site + Link $0.30: ক্লায়েন্টে সাইট নিয়ে আপনার ব- গে ইংরেজিতে একটি পোস্ট এবং তার লিংক দেয়।

Download and Install $0.50: কোন সফটওয়্যার ডাউনলোড এবং ইন্সটল করা।

প্রশ্নপর্ব ঃ

আপনাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের রয়েছে Book Support center। আর এই বুক সাপোর্ট সেন্টারের ই-মেইল এ্যাড্রেস হল infobook7@gmail.com যা আপনার সমস্যার সমাধান এবং এই বই সম্পর্কে যেকোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি আছে সবসময়। তাই আপনার যদি এই বইয়ে কোন কিছু বুঝতে সমস্যা হয় বা আপনার যদি কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে মেইল কর"ন এই ঠিকানায় infobook7@gmail.com।

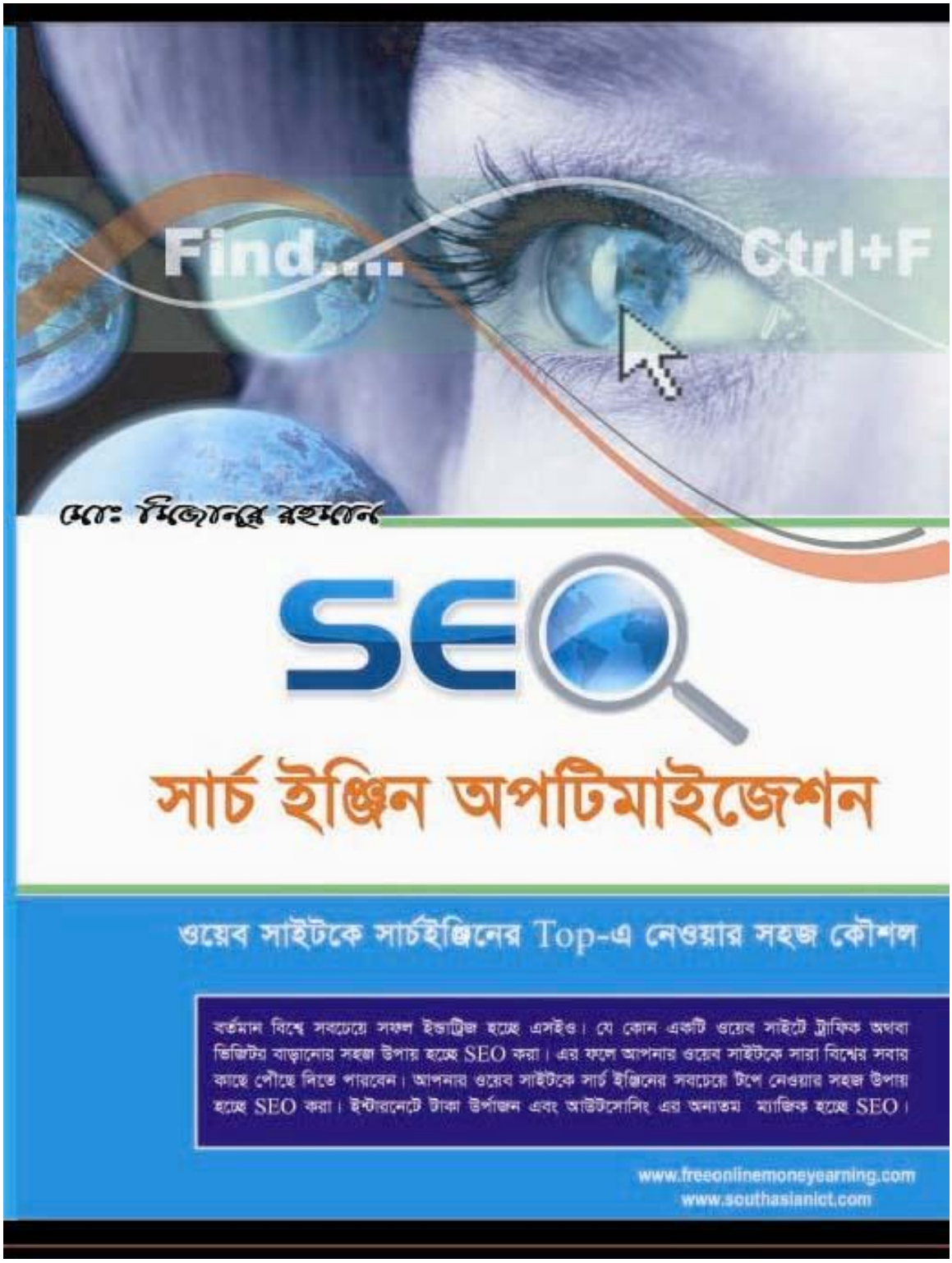
Find....
Ctrl+F
মোঃ মিজানুর রহমান
SEO
সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন
ওয়েব সাইটকে সার্চইঞ্জিনের Top-এ নেওয়ার সহজ কৌশল
বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে সফল ইন্ডাস্ট্রিজ হচ্ছে এসইও। যে কোন একটি ওয়েব সাইটে ট্রাফিক অথবা ভিজিটর বাড়ানোর সহজ উপায় হচ্ছে SEO করা। এর ফলে আপনার ওয়েব সাইটকে সারা বিশ্বের সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। আপনার ওয়েব সাইটকে সার্চ ইঞ্জিনের সবচেয়ে টপে নেওয়ার সহজ উপায় হচ্ছে SEO করা। ইন্টারনেটে টাকা উপার্জন এবং আউটসোর্সিং এর অন্যতম মাজিক হচ্ছে SEO।
www.freeonlinemoneyearning.com
www.southasianict.com

৭ম অধ্যায়
মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং করে আয়

মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং করে আয় করার মত বেশ কয়েকটি সাইট রয়েছে তবে এই সকল সাইটের মধ্যে সবেচেয়ে জনপ্রিয় যে সাইট তা হল মাইক্রোওয়ারর্কাস। তাই নিম্নে মাইক্রোওয়ার্কারস এ একাউন্ট তৈরি করা এবং কাজ করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

Microworkers :

মাইক্রওয়ারকার্স হল মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং এর একটি সাইট। মাইক্র ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য মাইক্রোওয়ারকার্স একটি জনপ্রিয় সাইট। এখানে আপনি মাইক্র ফ্রিল্যান্সিং এর সকল কার্যক্রম করতে পারবেন এবং মাইক্রো ফ্রিল্যান্সিং এর সকল সুবিধা সমূহ এখানে বিদ্যমান।

নিম্নে Microworkers এ রেজিস্ট্রেশন করার ধাপসমূহ উলে- খ্য করা হলো।

প্রথমে www.microworkers.com এ প্রবেশ কর"ন।

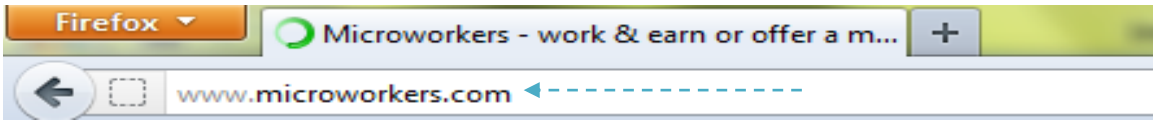

চিত্র (৭.১) : Microworkers-এর এ্যাড্রেস ব্রাউজারে লিখা।

মোঃ মিজানুর রহমান
মোবাইল নাম্বারঃ
৮৮০১৭৪১৪৯৮০৪৩,৮৮০১৯২২৬১৩২৬২
infobook7@gmail.com
mmr.sinha@yahoo.com(facebook)
facebook.com/bookbd
facebook.com/mijanurrahmanbd